কষ্টিপাথর-২

মানসাঙ্ক

ধর্ষণ প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজ

ডা. শামসুল আরেফীন

সমর্পণ
প্রকাশন

সূচিপাতা

অনুপ্রেরণা | ৯

১ম সংস্করণের ভূমিকা | ১১

১ম প্রকাশের ভূমিকা | ১৩

পরিভাষা | ১৬

মানসাঙ্ক

শুরু | ২০

ধর্ষণ কী? | ২৩

একেকটা ধর্ষণের পর | ২৪

ও মন রে | ২৫

প্রস্তাবনা | ২৭

ফ্যাক্টর ১ : মেন্টাল সেটআপ

১.১ ইঞ্জিন ও বগি | ২৯

১.২ কন্ট্রোলরুম | ৩৩

১.৩ অলিগলি | ৩৪

১.৪ প্যারাফিলিয়া | ৩৮

ফ্যাক্টর ২ : নির্জনতা | ৪৪

ফ্যাক্টর ৩ : উদ্দীপক | ৪৬

ধর্ষক কারা?

টাইপ ১ : স্যাডিস্ট রুচি | ৪৯

টাইপ ২ : রেপ মিথে বিশ্বাস | ৫২

টাইপ ৩ : নারীর প্রতি রাগ | ৫৩

টাইপ ৪ : স্বভাবগত রাগী বা অপরাধী | ৫৬

টাইপ ৫ : সুযোগসন্ধানী | ৫৭

রিস্ক ফ্যাক্টর | ৬০

মানসাঙ্কের সমাধান

যেসব সমাধানের কথা বলা হয়

সহশিক্ষা | ৬১

ফ্রি-সেক্স | ৬২

নেদারল্যান্ড | ৬৩

যুক্তরাষ্ট্র | ৬৪

জার্মানি | ৬৫

ল্যাটিন আমেরিকা | ৬৬

কানাডা | ৬৭

বিবিধ | ৬৭

পশু ধর্ষণ | ৬৯

আমাদের সমাধান

১. ‘স্থান’ সমস্যার সমাধান | ৭১

১.১ কর্মস্থল | ৭৪

১.২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | ৭৬

১.৩ রাস্তা/বাহন | ৭৭

১.৪ বাসা | ৮১

১.৪.৩ অজাচার | ৮৩

১.৪.৪ অন্যান্য আত্মীয়| ৯০

১.৪.৫ বৈবাহিক ধর্ষণ | ৯০

২. ‘উদ্দীপক’ সমস্যার সমাধান | ৯১

নয়নের আলো | ৯৪

২.১ মোড়ক নয়তো মড়ক | ৯৬

২.২ রূপ লাগি আঁখি ঝুরে | ১০১

২.৩ চৈত্রমাসে সর্বনাশ | ১০৩

২.৪ সোনার হাতে সোনার কাঁকন | ১০৪

২.৫ ঘ্রাণে অর্ধভোজন | ১০৬

২.৬ নিটোল পায়ে রিনিকঝিনিক | ১০৭

২.৭ বিড়াল-চলন | ১০৮

২.৮ হ্যাঙ আউট | ১১০

২.৯ রহস্য ভাসে কিন্নরী ভাষে | ১১১

৩. 'মেন্টাল সেটআপ' সমস্যার সমাধান | ১১৪
৩.১ মেন্টাল সেটআপ নিয়ন্ত্রণ | ১১৬
চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল | ১২০
৩.২ মেন্টাল সেটআপ পরিবর্তন | ১২৪
৩.২.১ নীল সাগরে সমাধি | ১২৫
৩.২.২ পূর্ণদৈর্ঘ্য বিনোদন | ১২৭
৩.২.৩ শয়তানের তির | ১৩১
৩.২.৪ মনের জানালায় উঁকি | ১৩৫
৩.২.৫ অলস মস্তিষ্ক | ১৩৬
৩.২.৬ চিয়ার্স | ১৩৮
৩.২.৭ আর্লি ম্যারেজ | ১৩৯
৩.২.৮ স্রষ্টানুভূতি | ১৪৫
সামাজিক সমস্যার সামাজিক সমাধান | ১৪৯
শেষকথা : ইসলাম | ১৫২

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : **যুদ্ধে গণধর্ষণ** | ১৫৪
পরিশিষ্ট ২ : **ব্যভিচার** | ১৬২
পরিশিষ্ট ৩ : **বৈবাহিক ধর্ষণ** | ১৮৩
পরিশিষ্ট ৪ : **ধর্ষণের রিপোর্টিং কি উন্নত বিশ্বে বেশি?** | ১৯৬
পরিশিষ্ট ৫ : **যৌন চাহিদা মৌলিক চাহিদা কি না** | ২০৬
গবেষণাপত্র তালিকা | ২১২

১ম সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ। আসসালাতু আস-সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ।

'মানসাঙ্ক' বইটা আল্লাহ বহু পাঠকের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন, আমার চিন্তারও বাইরে। আসলে শুরু থেকেই বইটাতে একটা একাডেমিক-টাইপ আলোচনা করতেই চেয়েছিলাম, যেন এই টপিকে এটা একটা রেফারেন্স বই হিসেবে থেকে যায়। সেই হিসেবে আশা করেছিলাম খুব বেশি মানুষ হয়তো বইটা পড়বেন না। যারা পড়েছেন, তারা জানিয়েছেন তাদের প্রতিক্রিয়া। মোটাদাগে সবারই পরামর্শগুলো ছিল এমন : যাকেই বইটা পড়তে দিয়েছেন, সে-ই জানিয়েছে বইটা কঠিন। প্রচুর পরিসংখ্যান, ইংরেজি রেফারেন্স, একাডেমিক সংজ্ঞা—এসবের কারণে সাধারণ পাঠক বেশিদূর এগোতে পারছেন না। অবশ্য চালু পড়ুয়া-পাঠকদের সমস্যা হয়নি মেসেজটা নিতে। তবে বইয়ের মেসেজটা পড়ুয়া-অপড়ুয়া সব ধরনের পাঠকের কাছে পৌঁছানো অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করেছেন তারা। এজন্য একাডেমিক কচকচি কমিয়ে গল্প-গুজবের ভাষায় মেসেজটা দেওয়া যায় কি না। আরেকটা সহজ সংস্করণ আনার পরামর্শ দিয়েছেন অনেকেই।

আসলে একটা বই লিখে ফেলার পর সেটাতে ছুরিকাঁচি চালানো বেশ কঠিন। কোনটা রেখে কোনটা বাদ দেব, এটা লেখকের জন্য একটু ভারী, কেননা সে তো জরুরি মনে করেই ঢুকিয়েছে লেখায়। তারপরও আল্লাহর তাওফীকে কাজটা করা গেছে। বহু রেফারেন্স বাদ দিয়েছি, মূল রিসার্চ পেপারের কোটেশন বাদ দিয়েছি, শুধু আমার অনুবাদটুকু রেখেছি। সব রেফারেন্স নিয়ে গেছি বইয়ের শেষে। ভাষা করেছি 'কষ্টিপাথর' বইয়ের মতো খেজুরে, যাতে কম-পড়ুয়া পাঠকও পড়ার আগ্রহ পান। যাদের খটকা লাগবে, বইয়ের শেষে গিয়ে রেফারেন্স দেখে নেবেন। নতুন করে বলতে ৫টি পরিশিষ্ট যোগ হয়েছে।

বইটা কষ্টিপাথর সিরিজে ঢুকিয়ে নিলাম। নামটাও বদলে দিলাম—*'কষ্টিপাথর-২ : মানসাঙ্ক'*। ভাষাটাও একই রকম, আর ঘষা হয়েছে কষ্টিপাথরেই, তাই। আগেরটা ছিল ব্যক্তিজীবন নিয়ে, এবারেরটা পারিবারিক ও সমাজজীবনের একটা দিক (যৌন আচরণ) নিয়ে।

আল্লাহ আমাদের নিয়তকে কবুল করুন।
আমাদের মাফ করুন। আমীন।

বান্দা শামসুল আরেফীন

১৫ই অক্টোবর, ২০২০

পরিভাষা

পুঁজিবাদ (Capitalism)

ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। **ষোড়শ শতকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব।** নতুন উৎপাদনী যন্ত্রের মালিক এখানে সমাজের প্রভু, আগে যেখানে ছিল জমিদার বা সামন্ত। যন্ত্রের মালিক নির্দিষ্ট মজুরিতে যন্ত্রহীন মানুষকে দিয়ে তার যন্ত্র চালায়, বেশি থেকে বেশি পণ্য উৎপাদন করে, সেটা দেশবিদেশে বিক্রি করে আরও যন্ত্র কিনে, আরও শ্রমিক লাগিয়ে আরও পণ্য বানায়। এভাবে চলতে থাকে। **এ এক নতুন সমাজ, নতুন ব্যবস্থা। মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা।** [দর্শনকোষ, সরদার ফজলুল করিম]

কথার কথা, বাংলাদেশের অমুক গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। তাদের কাছে বিরাট পুঁজি আছে, বা ব্যাংক থেকে সুদে পুঁজি ঋণ নেয়; শ্রমিকের কাছে নেই। তারা সেই পুঁজি খাটায়—জায়গা কেনে বা ভাড়া নেয়, কারখানা দেয়, কাঁচামাল কেনে, মেশিন কেনে। সেখানে শ্রমিক বেতনের বিনিময়ে শ্রম দিয়ে পণ্য তৈরি করে। সেটাকে মালিক বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে লাভ করে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। যেটা ঠিক নেই, সেটা হলো—এই লাভ বাড়ানোর জন্য যা যা তারা করে।

- তারা পণ্য মজুদ করে আস্তে আস্তে বাজারে ছাড়ে, একবারে বেশি পণ্য এলে দাম পড়ে যাবে।
- শ্রমিককে যত কম বেতন দেওয়া যায় তত মুনাফা বেশি থাকে। এটা করতে হলে চাকরিপ্রার্থীদের একটা প্রতিযোগিতা তৈরি করে (মেয়েদেরকে জবমার্কেটে এনে)। বেকারত্ব টিকিয়ে রাখে। তাহলে মানুষ কম বেতনেও চাকরি করতে তৈরি থাকে।
- মিডিয়া, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা সমাজকে ভোগে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে মানুষ তাদের পণ্য বেশি বেশি কেনে। এজন্য সমাজের মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা বদলে দেয়। যেসব কাঠামো মানুষের ভোগকে কমিয়ে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে (ধর্ম, পরিবার, সমাজ), সেগুলোকে 'অপ্রয়োজনীয়' প্রমাণের চেষ্টা করে।
- রাষ্ট্রকে দিয়ে নিজেদের পক্ষে আইন বানায়, পলিসি বানায়। ফলে শ্রমিক মজলুম হয়।

- বেশি লাভের জন্য মানুষের জন্য ক্ষতিকর পণ্য-সেবাও তৈরি করে—পর্নোগ্রাফি, পতিতাবৃত্তি, ড্রাগ, সিনেমা শিল্প। নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার, ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার করে সংরক্ষণ, সস্তায় শ্রমিক পেতে মানবপাচার-আধুনিক দাসপ্রথা—অর্থাৎ লাভ বেশি রাখার জন্য যা যা করার সব করে।
- অধিক মুনাফার লক্ষ্যে ঘি ঢালে 'সুদ'। যেহেতু সুদ শোধ করতে হবে, তাই আরও বেশি লাভ করতে হবে। আর বিন্দুমাত্র টেনশন বা ব্যবসায় হাত লাগানো ছাড়াই সুদখোর (ব্যাংক, এনজিও) বসে বসে লাভের অংশ নিয়ে যাবে।

সুতরাং পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক দর্শন হলেও এর বিস্তৃতি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ব্যক্তির নৈতিকতা থেকে নিয়ে রাষ্ট্র হয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদ। এটা এক বিশ্বদর্শন (worldview)।

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

অর্থাৎ এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রের উপর শক্তি-ক্ষমতা প্রয়োগ করা; তা হতে পারে নিজের দেশের লোক সেটেল করে (colonialism), সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করে বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদের (transfer of population to settle) সাথে আবার স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার ব্যাপার রয়েছে, যেমন আমেরিকায় বৃটেন করেছে। এই অর্থে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও দুটোর উদ্দেশ্যের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই—কোনো এলাকা জয় করে অর্থনৈতিক ও কৌশলগতভাবে উপকৃত হওয়া। যেমন : বৃটেন ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছে ১৯০ বছর। [Stanford Encyclopedia of Philosophy] এখনও পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা যে ৩য় বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নানাভাবে, এটাও সাম্রাজ্যবাদ যাকে বলা হয় নব্য-সাম্রাজ্যবাদ।

শিল্পবিপ্লব

আগে সমাজ ছিল মূলত কৃষিজীবী ও কুটিরশিল্প-ভিত্তিক। ১৭৫০-১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ এই সময়কালের ভিতর ইউরোপে যন্ত্রশিল্প বিকশিত হয়, জেমস ওয়াটের বাষ্প-ইঞ্জিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। আগের কৃষিজীবী ও হস্তশিল্পের স্থান দখল করে নেয় ইঞ্জিনচালিত বৃহৎ শিল্প। একেই বলে শিল্প-বিপ্লব বা Industrial Revolution. ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে পরে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাঙের ছাতার মতো কারখানা গড়ে ওঠে ইউরোপে। আর উপনিবেশী শক্তিগুলো সারা দুনিয়া থেকে কাঁচামাল নিয়ে

হাজির করে সেখানে (নীল, তুলা ইত্যাদি)। কম খরচে পণ্য বানিয়ে আবার সারা দুনিয়ায় বিক্রি করতে থাকে। ফলে বাদবাকি শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন আমাদের মসলিন মার খেয়ে যায় বৃটেনের সস্তা কাপড়ের কাছে।

বিশ্বায়ন

পুরো বিশ্বকে একটা অবাধ প্লাটফর্মে পরিণত করা, যাকে বলা হবে Global Village. যেখানে—

- অর্থনৈতিক বিষয়ে উদারনীতি গ্রহণ (যেমন মুক্তবাজার) করা হবে, যাতে ১ম বিশ্ব সহজে ৩য় বিশ্বের মার্কেটে নিজের পণ্য বিক্রি করতে পারে, কমমূল্যে শ্রম ও কাঁচামাল নিতে পারে। শুল্ক-ট্যাক্স ইত্যাদি বাধা থাকবে না।
- রাষ্ট্র-অর্থ-সংস্কৃতিতে পশ্চিমা ধাঁচ গ্রহণ করা হবে (Westernization/ Americanization), কেননা এই সিস্টেমই পুঁজিবাদের জন্য অনুকূল।
- আন্তর্জাতিক উদার আইন মেনে বিশ্ব-রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি (global liberal order), যেখানে আমেরিকার নেতৃত্বে সব চলবে।
- তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন (Internet Revolution), যা উপরের ৩টা পয়েন্টকে আরও গতিশীল করবে। ৩য় বিশ্বকে ১ম বিশ্বের উপর পুরো নির্ভরশীল ও নখদর্পণে নিয়ে আসবে।
- শুধু মানবতার ভিত্তিতে এক বিশ্ব-সম্প্রদায় (one single unified community) তৈরি করা হবে, যা সংঘাতের সকল উৎসকে (ধর্ম, জাতীয়তা) উৎখাত করবে। গালভরা বুলি উপরের উদ্দেশ্য পূরণে।

মুক্তবাজার অর্থনীতি

অর্থাৎ বাজারের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ হয় থাকবে না, বা সীমিত থাকবে। ট্যাক্স, মান-নিয়ন্ত্রণ, কোটা, ট্যারিফ বা অন্যান্য সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না। [Encyclopedia Britannica] ফলে ১ম বিশ্বের বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি তাদের পণ্য দেদারসে ৩য় বিশ্বে ঢুকাবে, আর মুনাফা নিয়ে চলে যাবে। অন্যদিকে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ৩য় বিশ্বের নিজের শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। একচেটিয়া মনোপলি প্রতিষ্ঠা হবে। গরীব দেশ আরও গরীব হবে, তারা আরও ধনী হবে।

ভোগবাদ

১৯৭০ সাল থেকে 'ভোগবাদ' শব্দটি (consumerism) 'বেশি বেশি পণ্য ও সেবা গ্রহণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একে 'অর্থনৈতিক বস্তুবাদ'-ও বলা হয়, **যার মানে বেশির চেয়ে বেশি পার্থিব বস্তু আহরণ ও ভোগের মানসিকতা।** তবে মার্কেটিং-এর পরিভাষায় এর অন্য অর্থও রয়েছে। [*'Modern Consumerism,'* Roger Swagler, (1997), *Encyclopedia of the Consumer Movement.* pp. 172–173]

বস্তুবাদ

Materialism. বিশ্বের প্রতিটি বিষয়কে দার্শনিকেরা ২ ভাবে ব্যাখ্যা করেন— বস্তুবাদ ও ভাববাদ (idealism)। বস্তুবাদ হলো এই ধারণা যে, বস্তু এবং ভাব (মন)-এর মধ্যে বস্তুই প্রধান; মন-ভাব-চেতনা হলো অপ্রধান। বিশ্ব হলো বস্তু। চেতনা বা মন হলো বস্তুরই বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট, আলাদা কিছু না।

এরই অনুসিদ্ধান্ত হলো : বিশ্ব অসীম, আগে থেকেই ছিল, কেউ একে সৃষ্টি করেনি। ঈশ্বর বা কোনো বহিঃশক্তি এর স্রষ্টা নয়। **[দর্শনকোষ, সরদার ফজলুল করিম]**

শুরু

বর্তমান বিশ্বসংস্কৃতির নাম পুঁজিবাদ। কম্পিউটারের যেমন অপারেটিং সিস্টেম থাকে (উইন্ডোজ, লিনাক্স ইত্যাদি), দুনিয়ার এখনকার অপারেটিং সিস্টেম হলো পুঁজিবাদ (capitalism)। পুঁজি কী জিনিস তা তো জানিই আমরা। যে টোটাল টাকা-টা ব্যবসায় খাটানো হয়, সেটাই পুঁজি। লাভ করে করে পুঁজি বাড়ানোই জীবনের সফলতার মূলমন্ত্র। যেহেতু জীবন কেবল এইটাই, আর মানবজীবন সার্থক হয় সুখকে উচ্চকিত করার দ্বারা, সুখ পেতে হলে ভোগ বাড়াতে হবে, আর ভোগ বাড়াতে চাইলে পুঁজি বাড়াতে হবে। এই পুঁজিকে আরও কীভাবে বাড়ানো যায়, ২৪ ঘণ্টা সেই ধান্ধায় থাকা আর তামাম দুনিয়াকে এই ধান্ধাবাজি নজরে দেখা-বিচার করাকে বলে পুঁজিবাদ। এটা একটা চেতনা। মোড়ল পরাশক্তি এই চেতনা ধারণ করে, প্রতিটা দেশ এই চেতনা ধারণ করে পলিসি বানায়। মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন থেকে নিয়ে মোড়ের টঙের মামা, কর্মজীবী নারী থেকে ভ্যানে করে মাছ বিক্রেতা পর্যন্ত এই চেতনা ধারণ করে, লালন করে, চেতনা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

ষোড়শ দশকে এই সংস্কৃতির নাম ছিল সাম্রাজ্যবাদ, তখন পুঁজিবাদ ছিল শিশু। গুটিকয়েক দেশ তাদের অস্ত্রের জোরে সারা দুনিয়া থেকে স্রোতের মতো সম্পদ চুষে[১] জমা করছিল ইউরোপে, যা শিল্পবিপ্লবের বদৌলতে খাটবে পুঁজি হিসেবে। জাস্ট নতুন বোতলে সেই পুরোনো মদেরই ভদ্র নাম 'পুঁজিবাদ'। 'বিশ্বায়ন'-এর নামে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশ থেকে 'সস্তায় শ্রম কিনে' পণ্য বানানো হলো। সেই পণ্যটাই আবার 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'র নামে আরেক গরীব দেশের বাজারে বিক্রি করা হলো। অনিবার্য ফল দাঁড়াল—আফ্রিকায় কেউ না খেয়ে মরবে, ভারতে কেউ খোলা মাঠে পায়খানা করবে। আর ওদিকে ৫০% সম্পদ গিয়ে জমবে মাত্র ১% মানুষের হাতে[২], তাদের পুঁজিতে পুঁজি বাড়বে, বাড়তেই থাকবে। মুনাফাজীবীদের চাই শুধু মুনাফা,

---

[১] লর্ড মেকলে লিখেছেন : ...*শিল্পবিপ্লব, যার উপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে। যা কোনো লোন ছিল না, এমনিতেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তা নাহলে স্টিম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত ইংল্যান্ডের। ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান— এমনই লোকসান, যা ভারতে শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল, কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল...* [*Unhappy India,* Lala Lajpat Rai, 1928]

[২] *Half of world's wealth now in hands of 1% of population,* The Guardian (Oct 2015)
Oxfam says wealth of richest 1% equal to other 99%, BBC (Jan 2016)

ব্যবসা তা যে জিনিসেরই হোক না কেন, যা লাগে করো—পতিতা-পর্ন-ড্রাগস। লাভ বেশি রাখতে যা দরকার করো—নামমাত্র বেতনে ৩য় বিশ্ব থেকে শ্রম কিনে নাও বা বিনাবেতনে খাটাও আধুনিক দাসদের। কে মরল কে আর্তনাদ করল দেখার সময় নেই, শোনার সময় নেই, গোনায় ধরার সুযোগ নেই। এত নীতি কপচালে ব্যবসা হবে না যে!

আর এদিকে ক্রেতা তৈরি করা হচ্ছে। যেসব পণ্য উন্নতরা বানাচ্ছে, সেগুলো কেনার জন্য তো লোক চাই, ভোগবাদী মানুষ। মধ্যযুগের স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্য দূর করে আনা দরকার ছিল ভোগের মহত্ত্ব। অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড বলেন :

> ষোড়শ শতকে এই নতুন শিশু অর্থনীতি (পুঁজিবাদ) থেকে **জন্ম নিল নতুন মনোভাব—বাজার-মানসিকতা, যার মূল্যবোধগুলো ভিন্ন ধরনের।**... ধর্মের শিক্ষা ছিল, আর্থিকভাবেও প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী। বিপরীতে নতুন এই মানসিকতায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন অপর সকলের চেয়ে উপরে ওঠা, অপরকে পিছে ফেলা আর টেক্কা দেবার প্রচেষ্টা। ভ্রাতৃভাবের চেয়ে প্রতিযোগিতাই দরকারী মানসিকতা এই নতুন ব্যবস্থাতে।... ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ সংগ্রহের দ্বারা মানুষ বিচার হতে লাগল।... অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝেই **এই নব্য অর্থনৈতিক ধারণা একটা 'সার্বজনীন জীবনধারা'য় পরিণত হয়ে পড়ে। সেক্যুলার ও বস্তুবাদী মূল্যবোধ, যা দ্বারা পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার মানুষ প্রভাবিত, এই নতুন দর্শনই ছিল তার ভিত্তি।** [৩]

শেখানো হলো 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে', গাড়িঘোড়া দিয়েই বিচার হবে তোমার অবস্থান। সুতরাং চাই-ই চাই গাড়ি-বাড়ি-জমি-ব্যাংক-ব্যালেন্স। ভোগেই মানবজনমের সার্থকতা, জীবন একটাই। যে-কোনোভাবে, এজন্য যা করতে হয় করো, নৈতিকতা এখন বদলে গেছে। সম্পদ না হলে তোমার জীবন বৃথা, পুরুষই হও আর নারী-ই হও। নারী, আর কতকাল হয়ে থাকবে মা-কন্যা-স্ত্রী? কোথায় তোমার নিজের বাড়ি-গাড়ি? জীবনের অপর নামই তো বাড়ি-গাড়ি-টাকা। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে, ক্যারিয়ারিজমের নামে, নারী ক্ষমতায়নের নামে ক্রেতা-ভোক্তার সংখ্যা বাড়ানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সে একই সাথে পণ্য বানাচ্ছে, ক্রেতাও বানাচ্ছে।

পরিবারে বাবা সন্তানের মাঝে deterred gratification তৈরি করে— 'এখন না বাবা, পরে কিনে দেব'। বাবা না থাকলে সেই পরিবারের সন্তান হয়ে উঠবে compulsive consumer, মানে হলো সে পণ্য কিনতেই থাকবে, ভোগ বাড়াতেই থাকবে— এই মানসিকতার।[৪] নতুন এই অর্থব্যবস্থা তো তা-ই চায়, ক্রেতা বাড়ানো,

[৩] ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড, *অর্থনীতিবিদদের যুগ,* পৃষ্ঠা : ১১-১৭।

[৪] Aric Rindfleisch et al. (1997). *Family Structure, Materialism And Compulsive Consumption,* Journal of Consumer Research, vol 23, no.4, pp. 312-325

শ্রমিক বাড়ানো। বিংশ শতাব্দীর ৬০-এর দশক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়, শিশু অর্থব্যবস্থা এখন সাড়ে তিন শ বছরের যুবক। সমাজতন্ত্রের সাথে লড়াইয়ে (স্নায়ুযুদ্ধ) পুঁজিবাদকে জিততে হবে, আরও দ্রুত ফুলে ফেঁপে ওঠার দরকার এখন। এতদিন যা টুক টুক করে করেছে, এখন করতে হবে পূর্ণ বেগে—প্রচুর শ্রমিক এবং প্রচুর ক্রেতা। যা যা কিছু ভোগকে নিরুৎসাহিত করে, অল্পে তুষ্টি এনে দেয়, 'ভোগ ছাড়া অন্য কিছুতে' জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে সহায়তা করে; তাকে তাকে সেকেলে, প্রগতির অন্তরায় বলে প্রতিষ্ঠা করা হলো—বিজ্ঞানকে ধর্মের বিপরীতে, নারীবাদকে পরিবারের বিপরীতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমাজের বিপরীতে ব্যবহার করা হলো। এগুলো হয়ে আসছিল আগের শতক থেকেই, এখন জোরেসোরে। যৌনতা, পরিবার, বিবাহ, নারী-পুরুষ সবকিছুর নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হলো, যা এই অর্থব্যবস্থার অনুকূল। যৌনতা হলো অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী; পরিবার গঠন হলো বোঝা, বিবাহ হয়ে গেল অপ্রয়োজনীয়, পুরুষের সাথে সাথে নারীও হয়ে উঠল ক্রেতা-করদাতা-ভোক্তা। আর পরিবার ছেড়ে বিপুল নারী এলো শ্রমবাজারে, শ্রমের যোগান বেড়ে গেল, ফলে বেতন গেল কমে।[৫] দ্বিগুণ ক্রেতা আর দ্বিগুণ ভোক্তা, ফেঁপে উঠল পুঁজিবাদ।

We buy things,
we don't need...
with money,
we don't have...
to impress people,
we don't like.

DAVE RAMSEY
finance advisor, author, radio host

এই টাকার বিষে ভেঙে পড়ল পরিবার, সমাজ, কৈশোর, মনুষ্যত্ব। যে চাহিদাগুলো এতদিন পরিবার মিটিয়েছে, সমাজ মিটিয়েছে, পুঁজিবাদ সেগুলো ভেঙেচুরে সুযোগ করে দিচ্ছে নতুন নতুন ব্যবসার। কেননা চাহিদা তো আছেই, সেই চাহিদা পুরাতে এখন পণ্য এনেছে পুঁজিবাদ—মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। আগে এমনি মিটত, বা প্রয়োজনই ছিল না; আর এখন কিনে মেটাও। কিন্তু মানুষের স্বভাবগত যে সমাজ, স্বভাবগত যে পরিবার, স্বভাবগত যে রাষ্ট্র, তেমন সর্বাঙ্গসুন্দর সামগ্রিক

---

[৫] First, marital relationships may have been affected by the drop in men's real wages since the late 1960s (Hernandez 1993; Zill & Nord 1994) … Second, dramatic increases in labor force participation among mothers of young children (U.S. Bureau of the Census, Fig. 21, 1992) have increased the potential for work/family conflict. Third, both women and men but particularly women have become less traditional in their gender role attitudes since the late 1960s (Thornton 1989)
[STACY J. ROGERS and PAUL R. AMATO, University of Nebraska-Lincoln, *Is Marital Quality Declining? The Evidence from Two Generations,* Social Forces, March1997, 75(3):1089-1100]

'খুঁটিনাটি শূন্যস্থানপূরণ' টাইপ সমাধান তো আর কৃত্রিম-কমার্শিয়াল-মুনাফাসন্ধানী পুঁজিবাদ দেবে না, তাদের বানানো fragile family (অবিবাহিত দম্পতি) দেবে না, তাদের বানানো atomized সমাজ (বিচ্ছিন্ন সমাজ) দেবে না। আজ আমরা এই ভেঙে পড়া সমাজ, ভেঙে পড়া মনোজগতেরই একটামাত্র বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করব। গতানুগতিক ধারা থেকে একটু বেরিয়ে চেষ্টা করব এর পেছনের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, কারণ, বিস্তার ও সমাধান তুলে ধরার। শুরু করা যাক।

আমাদের আজকের আলোচনার টপিক—'ধর্ষণ'।

ধর্ষণ কী?

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি- ১৮৬০ এর ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর-সহ আরও বহু দেশ যারা ব্রিটিশপ্রণীত এই 'দণ্ডবিধি-১৮৬০' আত্মীকরণ করে নিয়েছে, সে সব দেশে ধর্ষণের সংজ্ঞা এটাই।[৬] সংজ্ঞাটা বুঝে নিতে হবে। কেননা আমাদের পরবর্তী বিভিন্ন আলোচনায় এটা কাজে আসবে।

> কোনো পুরুষ (A man) 'ধর্ষণ' করেছে বলা হবে, যদি নিচের ৫টা শর্তের যে-কোনো ১টায় পড়ে, যদি সে এমনভাবে কোনো নারীর (a woman) সাথে যৌনসঙ্গম করে (sexual intercourse) :
>
> প্রথমত, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (Against her will)
> দ্বিতীয়ত, তার সম্মতি ছাড়া (Without her consent)
> তৃতীয়ত, সম্মতি আছে। কিন্তু সম্মতি নেওয়া হয়েছে মৃত্যুভয় দেখিয়ে বা আহত করার হুমকির মুখে।
> চতুর্থত, সম্মতি আছে। কিন্তু মহিলা তাকে নিজ বৈধ স্বামী মনে করে ভুলে সম্মতি দিয়েছে। আর লোকটা কিন্তু ঠিকই জানে যে, সে তার স্বামী না।
> পঞ্চমত, ১৪ বছরের নিচের নারী, তার সম্মতি থাকুক আর না-ই থাকুক।
>
> ব্যাখ্যা : লিঙ্গ প্রবেশ করানোই (Penetration) ধর্ষণ প্রমাণে যথেষ্ট।
> ব্যতিক্রম : স্ত্রী যদি ১৩ বছরের নিচে না হয়, তবে **স্বামী কর্তৃক যৌনসঙ্গম ধর্ষণ নয়।**

তবে পশ্চিমা বিশ্বে ধর্ষণের সংজ্ঞা এখন আর এটা নেই। ধর্ষণের আধুনিক সংজ্ঞা কেবল যৌনসঙ্গম বোঝায় না। বা যৌনতা বলতেও এখন আর শুধু সঙ্গম বোঝায় না। আমেরিকায় ১৯২৭ সাল থেকে চলে আসা সংজ্ঞা ছিল : 'নারীর যৌনসঙ্গমের

---

[৬] Sec# 375 (Of Rape), CHAPTER XVI (OF OFFENCES AFFECTING THE HUMAN BODY), The Penal Code, 1860 (ACT NO. XLV Of 1860) [bdlaws.minlaw.gov.bd]

অভিজ্ঞতা, জোরপূর্বক এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ’। শুধু নারী যোনি ও পুরুষাঙ্গের মাঝে সীমাবদ্ধ এই সংকীর্ণ সংজ্ঞাকে বদলে FBI-এর Uniform Crime Report (UCR)-এর দেওয়া নতুন সংজ্ঞা :

> ‘যোনি বা পায়ুতে **দেহের যে-কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু** প্রবেশন (penetration) যত অল্পই হোক, বা কারও মুখে লিঙ্গ প্রবেশন, ভিকটিমের সম্মতি ছাড়া’।[৭]

আবার সুইডেনের মতো কিছু অত্যাধুনিক দেশে আরেক ধরনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের নতুন আইনে বলা হয়েছে : **জোর করুক বা না করুক,** হুমকি দিক বা না দিক, মনে মনে সম্মতি নেই, এমন সহবাস মানেই ধর্ষণ। ভিকটিমের পক্ষ থেকে **শারীরিক প্রতিরোধ থাকা জরুরি না।** (sex without consent is rape, even when there are no threats or force involved.)[৮]

একেকটা ধর্ষণের পর...

প্রতিটি ধর্ষণের পর দেখবেন জনগণ দুটি দিকে ভাগ হয়ে যায়।
একপক্ষ পুরো দায় ভিকটিম নারীর পোশাকআশাক, চলাফেরার উপর দিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলে। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন :

- নারীর শরীরী প্রদর্শন ও পোশাকই যদি ধর্ষণের একমাত্র ফ্যাক্টর হয়, তাহলে অ-নারী (অবিকশিত নারীত্ব) ৩ মাস বয়সী বাচ্চা কী উগ্রতার কারণে, ৪ বছরের গালফোলা খুকিটা আর ৭ বছরের ময়লামাখা টোকাই বালিকাটি কোনো শরীরী আবেদনের কারণে ধর্ষণের শিকার হলো?
- ৯ বছরের বাচ্চা ছেলেটা তার কোনো শরীরী উগ্র প্রদর্শনের কারণে জানোয়ারের চোখে পড়ল?
- হাঁস-মুরগী-ছাগল-গরুটার ‘পোশাক’ কতটুকু শালীন হলে ঘটনাটা ঘটত না?

আরেক পক্ষ পুরো দায়টা ধর্ষকের মানসিক বিকৃতির উপর চাপিয়ে ‘কে জানে কার’ সমর্থন আদায় করতে চায়। ‘আমি কী পড়ব সেটা আমার ব্যাপার’—এই দ্বিতীয় পক্ষের কাছে আমার প্রশ্ন : পুরুষের মানসিকতাকেই একমাত্র কারণ মনে করছেন, তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে কালোব্যাজ ধারণ করছেন—ঠিক আছে, ফাইন।

---

[৭] AN UPDATED DEFINITION OF RAPE, U.S. Department of Justice

[৮] Press release from Ministry of Justice (26 April 2018). *Consent – the basic requirement of new sexual offence legislation.* Government Offices of Sweden.
Sweden approves new law recognising sex without consent as rape, BBC [24 May 2018]

- কিন্তু এই মানসিকতাটা কেন ডেভেলপ করল?
- কী ফ্যাক্টর দায়ী?
- কী কী ফ্যাক্টর দূর করলে এই রকম মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষ আর কখনও জন্ম নেবে না?
- শাস্তিটা কেমন হলে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে পটেনশিয়াল রেপিস্টদের কাছে?

আসলে আপনারা কী চান, মানববন্ধনের ফটোসেশান, নাকি সমাধান? আপনারা নিজেরাই জানেন না হয়তো।

আসুন না, আজ একটু গভীরে ডুব দিই, দেখি কী পাওয়া যায় শেষমেশ। অক্সিজেন সিলিন্ডারে পর্যাপ্ত মনোযোগ আছে কি না দেখে নিন। এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, মানবমনের এমন কিছু অন্ধকার অলিগলিতে যেখানে বন্ধ হয়ে আসে দম, গুলিয়ে আসে গা আর বিস্ময়ের আতিশয্যে ভাষা হয় স্তব্ধ—এমনটাও হয়!

ও মন রে...

ফার্মগেট ওভারব্রিজের উপর নিজেকে কল্পনা করুন। কর্মদিবসের ব্যস্ততায় জীবন্ত ফুটপাত, 'ছুটন্ত' রাস্তা। যেন রাস্তাটারই সময় নেই। হাজার হাজার মানুষ, ফর্সা-শ্যামলা, নারী-পুরুষ, বাচ্চা-বুড়ো। প্রতিটি চেহারার দিকে তাকান, কী দেখছেন? আপনি দেখছেন মুদ্রার একটা পিঠ, এবং এই প্রতিটি মুদ্রার একটা ওপিঠ-ও আছে—যাকে 'মন' বলে। মন কী বলেন দেখি? মন কি জাস্ট মগজের কিছু নির্জীব রাসায়নিক মিথস্ক্রিয়া (Neurotransmitters), না কি আমিত্বের অনুভূতি? (The thinking-feeling of 'I')। ওদিকে মনোবিদ ফ্রয়েড আবার বলে গেছেন, আমিত্বের এই অনুভূতিটাও নাকি মগজের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ারই একটা অংশ, আলাদা কিছু না। মানে আপনার এই হাসি-কান্না-ভালোবাসা-কষ্ট-স্বপ্ন-আশা স্রেফ মূল্যহীন অর্থহীন কিছু কেমিক্যাল। এটা কোনো কথা!

কষ্ট পেলেন? বস্তুবাদের চোখে আপনি একজন যথার্থ পশু (homme machine), আপনার ও একটা কুকুরের পার্থক্য গুণগত না, স্রেফ স্তরগত। আচ্ছা, তাহলে একটা চিত্র কি শুধুই রঙের আঁচড়, একটা কবিতা কি শুধুই শব্দের গাঁথুনি? একটা কবিতার বই আর একটা অভিধানের মধ্যে যে পার্থক্য, মানুষ এবং 'বস্তুবাদের মানুষ'-এর মাঝে সেই পার্থক্য। পৃথিবীর সকল বিজ্ঞান মিলে যা বলবে, মানুষ তার চেয়েও বেশি কিছু। মানুষের এই অসম্পূর্ণ বস্তুবাদী সংজ্ঞার উপর ভর করে আধুনিক দুনিয়া পরিবার-সমাজ-

রাষ্ট্র-অর্থ-জীবনের যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে, তা আর সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।[৯] James Madison University-র মনোবিদ্যার প্রফেসর Gregg Henriques, Ph.D আমাদের 'মন' বোঝানোর জন্য চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। ধরুন একটা বই। আপনার মগজের রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলো হলো বইটার পৃষ্ঠা, বাঁধাই, রঙ, মসৃণতা, গন্ধ—এগুলোর মতো। আর আপনার 'মন' হলো বইয়ের গল্পটা, কাহিনীটা বা বিষয়বস্তু।[১০] ঠিক আছে না এবার?

মনের একটা অংশের ছাপ ফুটে ওঠে চেহারায়—টেনশন, কষ্ট, আনন্দ, উচ্ছ্বাস। ব্যক্তি নিজেই এগুলো প্রকাশ করে স্বেচ্ছায়। মনের আরেকটা অংশ আপনি নিজেও সব সময় নাও বুঝতে পারেন; তবে তার আশপাশের মানুষ বুঝতে পারে আপনার আচরণে-কাজেকর্মে—সরলতা, ধূর্ততা, পরশ্রীকাতরতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, ঘৃণা, যৌনতা।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক যাকে বলে, সেই সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, মানবমনের ৩ টি স্তর রয়েছে :

১. চেতন স্তর (concious)
২. অবচেতন স্তর (sub-conscious)
৩. অচেতন স্তর (unconscious)

তাঁর মতে, মানুষের যেসব কামনা-বাসনা বা মনোবৃত্তি সমাজে অবৈধ বা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়, সেগুলো শাস্তির ভয়ে অবদমিত হয়ে এই অচেতন স্তরে এসে জমে। এগুলোই পরে ভুল-ভ্রান্তি, স্বপ্ন ও মানসিক বিকার হিসেবে প্রকাশ পায়।[১১]

কিন্তু আরেকটা অংশ আছে বোঝা যায় না, জানা যায় না, ধারণাও করা যায় না। সে অংশটা সে নিজে লুকিয়ে রাখে সজ্ঞানে, সে অংশটার আলোচনা আমাদের জন্য ট্যাবু। মনের সেই গোপন কুঠুরির খবর কেউ কারওটা জানে না, সেখানে আইডিয়া চলে না, সেখানে সূত্র খাটে না। প্রেমিকা জানে না প্রেমিকেরটা, স্বামী জানে না স্ত্রীরটা, সহকর্মী জানে না সহকর্মীরটা। আমি যৌনমনোজগতের কথা বলছি না, এ জগতে তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে কিছুটা হলেও চেনে, জানে, বোঝে। সেই গহীনে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই, এমনকি ব্যক্তি নিজেই সেখানে প্রবেশ করে কালেভদ্রে। যখন আর কেউ দেখে না, যখন শেখানো সব সভ্যতা-ভদ্রতা-মূল্যবোধ-লজ্জা আর

---

[৯] John Watson (1913), *No Dividing Line between Man and Brute,* Psychological Review, No.20, p158

[১০] Gregg Henriques, *What Is the Mind? Understanding mind and consciousness via the unified theory,* Psychology Today

[১১] ড. আবদুল খালেক, *ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে কাম,* মন ও মনোবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা : : ১৪৪।

সুকুমারবৃত্তি পরাস্ত হয়, ঠিক তখনই পরাজিত এক এক সৈনিক প্রবেশ করে মনের গহীনে, নিষিদ্ধ এক প্রকোষ্ঠে।

প্রস্তাবনা

আমাদের জানা প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনা স্মরণ করার চেষ্টা করুন তো দেখি। দেখবেন :

- ধর্ষণের শিকার শুধু পূর্ণযৌবনা নারী-ই হচ্ছে না। **ভিকটিমের তালিকায় আছে নারীবৈশিষ্ট্যহীন মেয়েশিশু, পুরুষ, এমনকি পশুপাখিও।** লিঙ্গ-প্রজাতি এসবকিছুরই বালাই নেই।
- ধর্ষণ শুধু ঘরের বাইরের লোকের দ্বারা হচ্ছে তা-ও নয়। এসব লিখতেও খারাপ লাগে। **আপন নিকটাত্মীয়ও জানোয়ারের রূপ ধরে ফেলার খবর** আমাদের কাছে আছে।
- **রাত ও নির্জন জায়গা** ওদের প্রাইম চয়েস। যা থেকে মনে হয়, ধর্ষণ ব্যাপারটা সব সময় পরিকল্পিত।
- আবার যথেষ্ট বিকৃতমনা না হলে শিশু-পুরুষ-পশুপাখি নিয়ে কেউ পরিকল্পনা করবে না যে, এই বাচ্চাটাকে কখন পাওয়া যায় বা সেক্সি মুরগিটাকে কিভাবে নির্জনে নেওয়া যায়। যা থেকে মনে হয়, **ধর্ষণ পুরোপুরি পরিকল্পিতও নয়, অনেক ক্ষেত্রে অকস্মাৎ, ধর্ষকের জন্যও হঠাৎ।** মানে অনেকটা ইমার্জেন্সী।

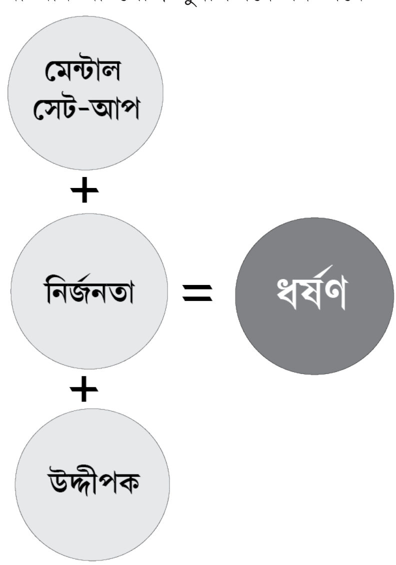

এবার আসেন, সব ধর্ষণের ঘটনাকে আমরা একটা কমন ফর্মুলায় ফেলা যায় কি না দেখি। তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় :

১. মেন্টাল সেটআপ বা মানসিকতা
২. পরিবেশ
৩. স্টিমুলাস বা উদ্দীপক

এই ৩ টি ফ্যাক্টর মিলে গেলে ধর্ষণ হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না, কিছুতেই না। একটু ব্যাখ্যা দরকার তাই না? আচ্ছা। আমাদের প্রস্তাবনা হলো ধর্ষণ সংঘটিত হয় যখন—

১. একজন অনিয়ন্ত্রিত অথবা বিকৃত যৌনচাহিদাবিশিষ্ট মানুষ (পুরুষই ধরে নিচ্ছি, তবে নারীকেও একদম বাদ দিচ্ছি না)

২. যদি নির্জন বা 'পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট নির্জন' পরিবেশে

৩. **যৌন-উদ্দীপক (নট যৌন-উত্তেজক)** কিছুকে পায়। ভিকটিমকে উর্বশী তিলোত্তমা-ই হতে হবে, এমন না। ওই ধর্ষকের জন্য যৌন-উদ্দীপক হলেই হবে। ওই মেন্টাল সেটআপে বা ওই বিকৃতিতে ওইটাই উদ্দীপক (স্টিমুলাস)। **যেমন ১ এর জন্য যেমন ৩ দরকার, তেমনটা হলেই হবে।** সেটা জন্তু হলেও হবে। আবার পড়ুন।

উদাহরণ দিলে আরও ক্লিয়ার হবে,

➡ **যার যৌনমনোজগৎ এতটাই অনিয়ন্ত্রিত যে, যে-কোনো মূল্যে তার 'লিঙ্গ প্রবেশন' (penetration) দরকার, এমন কারও কাছে ...(১)**

➡ নির্জনে... (২)

➡ **উত্তেজক না হলেও তার কাছে তখন শিশু-পশু-মৃতদেহ সবই উদ্দীপক... (৩)**

কিছুই নিরাপদ না। বোরকা পরা কোনো নারীও যদি নির্জনে ওই-জাতীয় মেন্টাল সেটআপের (যার কাছে ওই মুহূর্তে সেক্স ইমার্জেন্সি) কারও কাছে পড়ে গেলে, ঘটনা ঘটবে; যেমনটি আমরা কিছুদিন আগেই এক গর্ভবতী মাদ্রাসা শিক্ষিকার বেলায় দেখেছি। মোদ্দা কথা, এই ৩ টি ফ্যাক্টর একত্র হলে যদি মিরাকল না ঘটে তাহলে ধর্ষণ হবে। আমরা আবার এই পয়েন্টে ফিরে আসব মানবমনের কিছু অলিগলি ঘুরে। তখন আরও সহজ হবে বুঝতে।

আমার প্রস্তাবনা হলো,

নির্দিষ্ট মেন্টাল সেটআপের কেউ (১) নির্দিষ্ট জায়গায়/সময়ে (২) নির্দিষ্ট স্টিমুলাসের কিছু পেলে (৩) ধর্ষণ সংঘটিত হয়।

এবার আমরা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করছি।

পরিশিষ্ট ১ : যুদ্ধে গণধর্ষণ

ধর্ষণে যে ফর্মুলায় আমরা সব ধর্ষণকে ফেলে দিলাম। বা ধর্ষকদের যে শ্রেণীবিভাগ আমরা দেখেছি, তার ভিতর এক প্রকারের ধর্ষণ পড়ে না। তাকে আলাদা আলোচনা করতে হবে। সেটা হলো, যুদ্ধে প্রতিপক্ষের নারীদের উপর সেনা কর্তৃক কৃত ধর্ষণ। এর পিছনে সেনাদের আলাদা সাইকোলজি এবং আলাদা এক নৈতিক অনুমোদন (justification) কাজ করে। সেগুলো এক এক করে আমরা আলোচনা করে এরপর সমাধান আলোচনা করব।

যুদ্ধে গণধর্ষণের কিছু মনস্তত্ত্ব আমাদের আলোচনার সাথে মেলে। আর অতিরিক্ত কিছু মনস্তত্ত্ব কাজ করে। চলুন দেখি।

[ক] রেপ মিথ

যেমনটা ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকাতে মার্কিন সেনাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। University of Wisconsin-এর Professor Mary Louise Roberts তাঁর বই *What Soldiers Do* এবং Northern Kentucky University-র criminology-র প্রফেসর J. Robert Lilly-র বই *Taken by force*-এ বিস্তারিত এসেছে। **মার্কিন সেনাবাহিনী বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর বাহিনীর ইউরোপে যাবার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য ফ্রান্সকে একটা নন্দন-কানন হিসেবে উপস্থাপন করে।** ফরাসী রমণীদের ছবি দিয়ে সেনাদের ম্যাগাজিন *Stars And Stripes* হেডলাইন করে : 'Here's What We're Fighting For' (এগুলোর জন্যই তো আমরা যুদ্ধ করছি)। ফরাসী মেয়েদের ছবি দিয়ে হেডলাইন : 'I am not married' কিংবা 'You have charming eyes' বা এমন 'প্রচ্ছন্ন আকর্ষণবোধক' কিছু। যেন ম্যাগাজিন বলছে : এসে লুটেপুটে নাও। এভাবে রাজনীতিবিদরা রেপমিথ তৈরি করে সেনাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল। Professor Roberts বলেন : সেনাদেরকে আক্ষরিক অর্থেই 'যুদ্ধে আসতে লালায়িত' (literally seduced) করা হয়েছিল... ডি-ডে'র পর থেকে উত্তর ফ্রান্সে যেন বয়ে গিয়েছিল 'পুরুষের লালসার সুনামি'।[২০৮] ফরাসি ক্লিনিকগুলো মহিলা যৌনরোগী দিয়ে ভরে গিয়েছিল।

---

[২০৮] GUY WALTERS (31 May 2013). *The GIs who raped France.* Daily mail

ফ্রান্স ছিল আমেরিকার মিত্র দেশ। তারপরও ৩৬০০ ফরাসি নারীকে ধর্ষণ করে আমেরিকান সৈন্যরা। "Taken by force" বইয়ের লেখিকা J.Robert Lilly-র মতে, আমেরিকান সৈন্যরা বেশি না, ফ্রান্সে ৩৬০০, যুক্তরাজ্যে ২৫০০, আর জার্মানীতে ১১,০০০ নারীকে ধর্ষণ করেছে। Lilly মিলিটারি রেকর্ড ও বিচারিক নথি ঘেঁটে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ১৯৪২-১৯৪৫ সালের মাঝে পশ্চিম ইউরোপে কম বেশি ১৪,০০০ বেসামরিক নারীকে ধর্ষণ করে মার্কিন সেনারা।[২০৯] এবং ধর্ষণ করে হত্যার জন্য ২৯ জন সেনার ফাঁসিও দেওয়া হয়।

[খ] যৌননিবৃত্তির মানসিকতা (মেন্টাল সেটআপ)

আমরা দেখেছি, যৌনতা একটা স্বাভাবিক মানবিক চাহিদা। হাজার হাজার সুস্থ সক্ষম যুবক স্বদেশ-স্ত্রী-পরিজন থেকে দূরে বছরের-পর-বছর যুদ্ধ করছে, এই প্রয়োজন পূরণের কোনো উপায় ছাড়া। কুখ্যাত পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজীকে দেখা যায় এটা বলেই গণধর্ষণকে বৈধতা দিচ্ছে : *"আপনারা কীভাবে আশা করেন একজন সৈন্য থাকবে, যুদ্ধ করবে, মারা যাবে পূর্ব পাকিস্তানে এবং যৌনক্ষুধা মেটাতে যাবে ঝিলামে?"* এবং এই চাহিদার আবশ্যিক পরিণতি হিসেবে এমন কোনো যুদ্ধই আপনি পাবেন না যেখানে, সেনারা প্রতিপক্ষের নারীদের ধর্ষণ করেনি। সে হিসেবে ধর্ষণ যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কেবল মিলিটারি আইনে শাস্তির ভয় ছাড়া এমন কোনো ভিতরগত বাধা সেক্যুলার আর্মির থাকে না, যা তাকে আত্মসংযমে বাধ্য করবে। **শাস্তির সম্ভাবনা না থাকলে একটা ডিসিপ্লিন্ড সেক্যুলার আর্মি মূলত একদল নৈতিকতাহীন উন্মত্ত যুবক ছাড়া আর কিছুই না**। সেই সাথে যদি খোদ কর্তৃপক্ষের তরফে জাতীয়তাবাদী একটা নৈতিক দায়মুক্তি থাকে, তাহলে তো পোয়াবারো।

এতটুকু পর্যন্ত আমাদের 'মেন্টাল সেটআপ-স্থান-উদ্দীপক' ফর্মুলার ভিতরেই পড়ে। কিন্তু যুদ্ধে গণধর্ষণ ব্যাপারটা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ না। আর যে বিষয়গুলো এর পিছনে দায়ী তা হলো—

[গ] উগ্র জাতীয়তাবাদ (radical exclusivist nationalism)

গ্রীক সভ্যতার 'নগর-রাষ্ট্র'কে রোমানরা 'জাতিরাষ্ট্র'-তে উন্নীত করে। তাদের প্যাগান ধর্মটাও ছিল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে। **দেশপ্রেম ছিল নৈতিকতার**

---

[২০৯] DANNY BUCKLAND (Aug 18, 2013). *D-Day GIs 'raped and killed their French allies while US army generals turned a blind eye.'* Daily Express
Jennifer Schuessler (May 20, 2013). *The Dark Side of Liberation.* The New York Times

সর্বোচ্চ স্তর।[২১০] **রোমান সভ্যতায় 'রাষ্ট্র' ছিল নৈতিকতার সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতার জায়গা, নৈতিকতার প্রধানতম ভিত্তি।** যা রেনেসাঁ-এনলাইটেনমেন্ট হয়ে আমাদের বর্তমান পাশ্চাত্য লিবারেল ইথিক্সে স্থান পেয়েছে। আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র কাঠামোয় 'দেশের জন্য করা'টা সবকিছুকে নৈতিক ভিত্তি (moral ground) দান করে, সেটা যত খারাপ কাজই হোক। **মাদকব্যবসা, মানবপাচার, পতিতাব্যবসাও দেশের জিডিপি বাড়ায়।**[২১১] যুদ্ধের মতো সহিংস অবস্থায় এই মনস্তত্ত্বটা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। **এর ফলে [ক] ও [খ] এর সাথে একটা নৈতিক দায়মুক্তিও (moral justification) কাজ করে গণহত্যা ও গণধর্ষণের ক্ষেত্রে।** এবং এই দায়মুক্তিকে কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, যদিও সেনারা এতে ওয়াকিবহাল থাকে না।

- যেমন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার আবদুল রহমান সিদ্দিকী তার *East Pakistan: The End Game* বইতে লেখেন : "নিয়াজী জওয়ানদের অসৈনিকসুলভ, অনৈতিক এবং কামাসক্তিমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতেন।'
- পাকিস্তানি জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা *'A Stranger in my Own Country 1969-1971'* বইতে লিখেছেন : "নিয়াজী ধর্ষণে তার সেনাদের এতই চাপ দিতেন যে তা সামলে উঠতে না পেরে এক বাঙালি সেনা অফিসার নিজে আত্মহত্যা করতে বসেন।'

কারণগুলো আমি নিচ্ছি নারীবাদী লেখিকা Natalja Zabeida-র *Not Making Excuses: Functions of Rape as a Tool in Ethno-nationalist Wars* আর্টিকেল থেকে। এই ক্ষেত্রে—

[গ১] ধর্ষণের একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায় : কেবল নারী বলে না, 'ওদের নারী'—তাই। **জাতিগত, মতাদর্শগত শত্রুর (নারীশত্রু) প্রতি একটা অস্ত্র (weapon) হয়ে ওঠে ধর্ষণ।**

[গ২] শত্রুর মনোবল ধ্বংসের একটা অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। কোনো জাতিগোষ্ঠীর ইজ্জত তাদের নারীরা। নারীর ইজ্জতের সুরক্ষা পুরুষের পুরুষত্বের দাবি। শত্রুপক্ষের নারীদের ধর্ষণ তাদের সেই দাবি, সেই **আত্মমর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে শত্রুকে মানসিকভাবেও ধ্বংস করে।** (das ১৯৯৫, Zalihic-Kaurin ১৯৯৪, Nikolic-Ristanovic ১৯৯৫)

---

[২১০] Will Durant, *The Story of Civilization*, p617

[২১১] Regulation of the European Parliament and the Council of Europe 549/2013 অনুসারে prostitution, sex tourism, smuggling of illegal drugs and psychoactive substances, human trafficking and smuggling of excisable goods and arms are included into GDP indicators.
A. Vilks (2016), Sexual services, *drugs and human trafficking, smuggling – in GDP figures: Quality of life indicators*

[গ৩] পুশ ইফেক্ট : জাতিগতভাবে **উচ্ছেদ করার জন্য ভীতি তৈরির উপায়** হিসেবে ধর্ষণকে ব্যবহার করা হয়, যেমন সাবেক যুগোশ্লাভিয়া ও কঙ্গোতে আমরা দেখেছি। এমনকি যুগোশ্লাভিয়াতে ধর্ষণকে রেডিওতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল, **যাতে এলাকা খালি করে চলে যায়।** ফলে যারা ধর্ষিত হয়েছে, এবং যারা দেখেছে বা শুনেছে, তারা বাঁচার তাগিদে নিজ এলাকা ছেড়ে চলে যায় (folnegovic-smalc, 1994) ... it is an 'economic' tactic to clear the land of the unwanted population...

[গ৪] অনেক গবেষক আরেকটা কারণ উল্লেখ করেছেন। যেহেতু সন্তান পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হয়, তাই শত্রু জাতিকে নির্বংশ করার উপায় হিসেবে **শত্রু নারীদের দ্বারা নিজ জাতির সন্তান জন্মদানের ethnic cleansing প্রকল্প হিসেবে** ধর্ষণ অনুমোদন করা হয়।

- বসনীয় ধর্ষিতাদের সাক্ষাৎকার সংকলন *'I begged them to kill me'* গ্রন্থে বহু সাক্ষাৎকার এমন আছে যেখানে ধর্ষক ধর্ষণের সময় বলছে, তুমি সার্ব/ক্রোট শিশু জন্ম দেবে।
- নিয়াজির আগে খাদিম হুসেন রাজা ছিলেন ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডিং অফিসার। তিনি *'A Stranger in my Own Country 1969-1971'* বইয়ে নিয়াজীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, 'এই হারামজাদা জাতি জানে না আমি কে? আমি তাদের **জাত-ই বদলে দেব।'**
- বর্তমানে চীনেও উইঘুর নারীদেরকে জোরপূর্বক হান চীনাদের সাথে বিয়েতে বাধ্য করা, আত্মীয় হিসেবে উইঘুর নারীদের বিছানায় পাঠানোর সরকারি প্রকল্প 'সরকারি ধর্ষণ'-এর দ্বারা ethnic cleansing ছাড়া আর কিছুই না। *'কাশগড় : কত না অশ্রুজল'* বইটি পড়লে চোখের পানি ধরে রাখা যায় না।

[গ৫] আরেকটি মনস্তত্ত্ব কিছু ক্ষেত্রে কাজ করে। তা হলো, শত্রুরা আমাদের মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, অতএব আমরাও ওদের মেয়েদের করব। যেমনটি কাজ করেছে, বার্লিন পতনের পর রুশ সেনাদের মাঝে। শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার মানসও যুক্ত হয় বাকিগুলোর সাথে, বা একটা নৈতিক দায়মুক্তি দান করে।

ইসলাম কীভাবে এই ফ্যাক্টরগুলো মোকাবিলা করে?

[ক]

প্রথমত ইসলাম তার শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম যুবকের মাঝে একটা **ভিতরগত বাধা (deterrance)** তৈরি করে। মন নিয়ন্ত্রণের আলোচনায় আমরা দেখেছি, কীভাবে পুরস্কার ও শাস্তির মাধ্যমে মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়। **যেখানে আইন নেই, শাস্তি নেই, সেখানেও এই ভিতরগত deterrence তাকে স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাধা দেয়। সেক্যুলার শিক্ষা সেই আধ্যাত্মিক মানসগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করে না।**

এখানেই ইসলামের আধ্যাত্মিক বাহিনী, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে, আর সেক্যুলার বাহিনী যারা জাগতিক স্বার্থে লড়াই করে—দু'য়ের মাঝে পার্থক্য। ইসলামি রাষ্ট্রের মুজাহিদ রেপমিথ দ্বারা তাড়িত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসে না, তারা শহীদ হবার বাসনায় আসে। উত্তম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে, শ্রেষ্ঠ আমলের সাথে দুনিয়া থেকে যাবার জন্য আসে, দুনিয়া ভোগ করার জন্য নয়। দুনিয়ার এই নারীদের ছোঁবার জন্য নয়, জান্নাতের নারীদের আলিঙ্গন পাবার জন্য আসে।

[খ]

যুদ্ধের ফিকহ হলো, ইসলামি রাষ্ট্রের খলীফার জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদ করা ওয়াজিব। এ ছাড়াও ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্তে শত্রুদের লাগাতার আক্রমণের মুখে প্রতিরোধযুদ্ধ চলে সারা বছর, যা ফরযে কিফায়া। শত্রুর দখলে চলে গেলে স্থানের ধারাবাহিকতায় ফরযে আইন হয়ে যায়।[২১২]

মানুষকে সামগ্রিকভাবে দেখে বলে ইসলাম সর্বাবস্থায় যৌন চাহিদাকে স্বীকৃতি দেয়। এজন্য নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জিহাদে সেনাদেরকে মুতআ বিবাহের (সাময়িক বিবাহচুক্তি) অনুমতিও দিয়েছিলেন, যা পরে রহিত হয়ে যায়।[২১৩] উমর রদিয়াল্লাহু আনহু সীমান্তের বাহিনীকে ৪ মাস পর পর ফেরতের নীতি গ্রহণ করেন। ৪ মাস পর তারা অবশ্যই ঘরে ফিরবে, আরেক দল ঘর থেকে সীমান্তে যাবে। তারা আবার ৪ মাস পর ফেরত আসবে। স্বামী-স্ত্রীর যৌনচাহিদার দিকে লক্ষ রেখে তিনি এই ফরমান দেন। যে, ৪ মাসের বেশি কোনোভাবেই স্ত্রী থেকে দূরে থাকা যাবে না।[২১৪]

---

[২১২] আল-হিদায়া, ২/ ৪৩০-৪৩১।

[২১৩] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/২৬৭।

[২১৪] কানযুল উম্মাল, বাইহাকি; সূত্র : হায়াতুস সাহাবাহ, ২/১৩৯-১৪০।

[গ]

জাতি'র উপর ভিত্তি করে বর্তমান পুরো কাঠামোটাই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। অঞ্চলভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি সর্বপ্রকার আত্মগরিমা ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ ইত্যাদি থেকে প্রসূত জুলুম-অত্যাচার আল্লাহ ও রাসূল কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। একে আরবিতে 'আসাবিয়্যাহ' বলে। এটা ইসলামের 'উম্মাহ সৃষ্টি' উদ্দেশ্যের বিরোধী। ইসলাম সকল প্রকার আভিজাত্যবোধের উপর উঠে তাওহীদের ভিত্তিতে এক জাতি গঠনের কথা বলে।

> সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে **আসাবিয়্যাহর কারণে মৃত্যুবরণ** করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে **আসাবিয়্যাহর দিকে আহ্বান করে,** সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে **আসাবিয়্যাহর কারণে যুদ্ধ করে**।
>
> আবূ দাউদ, সুনান, ৫১২১;
> সুয়ূতি, আস-সাগীর, ৭৬৬৫। সহীহ।

মক্কা বিজয়ের পরে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা চত্বরে ভাষণে বলেন:

> হে কুরাইশগণ, আল্লাহ তোমাদের জাহিলি যুগের সকল হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহংকার এবং পৈত্রিক গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ নির্মূল করেছেন।... হে মানুষ, তোমরা সকলেই আদম-সন্তান; আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বংশ গৌরবের কোনোই অবকাশ নেই। অনারবের উপর আরবের, আরবের উপর অনারবের কোনোই শ্রেষ্ঠত্ব গৌরব নেই। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানিত।[২১৫]

একই 'উম্মাহর অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয়তার ভিত্তিতে পরস্পর যুদ্ধ' ইসলামে হারাম, এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবার কারণ।

> আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লোকেদেরকে আসাবিয়্যাহর দিকে আহ্বান করে অথবা আসাবিয়্যাহতে উত্তেজিত হয়ে ভ্রষ্টতার পতাকাতলে যুদ্ধ করে নিহত হলো, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।'[২১৬]

আর এই আসাবিয়্যাহ-র সংজ্ঞাও নবিজি নিজেই দিয়েছেন।

---

[২১৫] আবূ নুআইম, হিল্‌ইয়া, ৩/১০০; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৫১৩৮।

[২১৬] ইবনু মাজাহ, ৩২০৫; সহীহ।

> আবূ ফাসীলা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোনো ব্যক্তি তার কওমকে ভালোবাসে, এটা কি আসাবিয়্যাহর (সাম্প্রদায়িকতা) অন্তর্ভুক্ত হবে?' তিনি জবাব দিলেন, "না। (আসাবিয়্যাহ হলো) নিজের কওমকে জুলুমের ক্ষেত্রে সাহায্য করা।"[২১৭]

অর্থাৎ **রোমান ও সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী ধারণার মতো 'নৈতিকতার সর্বোচ্চ উৎস রাষ্ট্র বা জাতি'—এটা ইসলামে স্বীকৃত নয়। নিজ রাষ্ট্রের জুলুম ও স্বজাতির অন্যায়কে সঙ্গ দেওয়ার কোনো দায়মুক্তি ইসলামে নেই।**

[গ১]

ইসলামি যুদ্ধনীতিতে ভিনজাতির নারীরা শত্রু নয়, যদি না সে সামরিক দায়িত্ব বা গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করে। নবিজি যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও গির্জার পাদ্রিদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন :

> 'তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও গির্জার পাদ্রিদের হত্যা কোরো না।'[২১৮]

বরং ইসলামের অন্যতম মজলুম ও misinterpreted বিধান 'দক্ষিণ হস্ত মালিকানা' এখানে ত্রাতার ভূমিকায় এসেছে। সেনাপতির ইচ্ছা সাপেক্ষে custody-তে আনার মাধ্যমে শত্রুপক্ষীয় নারীদেরকে :

- ➡ হত্যা, গণধর্ষণ ও নির্যাতন ইত্যাদি যুদ্ধকালীন প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে সংরক্ষিত রাখা হয়।
- ➡ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-পরবর্তী দুর্ভিক্ষ, মহামারি, পতিতাবৃত্তি গ্রহণ ইত্যাদি বাস্তবতা থেকে তাদেরকে রক্ষা করে ফেলা হয়।
- ➡ মালিকানায় গ্রহণের দ্বারা সমাজে মেইন্সস্ট্রিমিং করা হয়।
- ➡ ডিটেনশন ক্যাম্প, শরণার্থীশিবিরে ইত্যাদিতে মানবেতর জীবনে না ঠেলে দিয়ে মুসলিমদের পারিবারিক পরিবেশে সমপর্যায়ের খোরাকির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।
- ➡ পর্যায়ক্রমে মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়।
- ➡ মুসলিম পরিবেশে থেকে ইসলামে আকৃষ্ট হয়ে পরকালীন জীবনে মহাক্ষতি থেকে বেঁচে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়।

সেনাপতি চাইলে তাদেরকে ওই অবস্থায়ই ফেলে আসতে পারে। সেক্ষেত্রেও মানবিক দায় ছাড়া তার কোনো ধর্মীয় দায় নেই।

[গ ২-৩-৪-৫]

কোনো অবস্থাতেই ইসলাম ধর্ষণকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদন দেয় না। যিনা বা ব্যভিচারের একটা প্রকার হিসেবে ধর্ষণ যুদ্ধের সময়ও সমান হারাম ও গর্হিত অপরাধ। **দক্ষিণ হস্ত মালিকানা এবং বিবাহ সমবর্তী বিধান। স্বাধীন নারী হালাল হয় বিবাহ দ্বারা, পরাধীন দাসী হালাল হয় মালিকানা দ্বারা। দুটোরই অধিকাংশ বিধান সমবর্তী।**[২১৯] মালিকানায় আসা ছাড়া শত্রুপক্ষীয় নারীর সাথে সহবাসের অভিযোগে এক সাহাবিকে খলীফা উমর রদিয়াল্লাহু আনহু হদ্দের শাস্তি (পাথর ছুড়ে হত্যা) প্রদান করেছিলেন। যদিও রায় কার্যকরের আগেই তিনি শহীদ হয়ে যান।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেক্যুলার আর্মির গর্হিত কর্মকাণ্ডের দায়ভার ইসলামের না। ইসলাম ভিন্ন জিনিস। প্রত্যেক আরবি নামধারীর দায় ইসলামের না। কুরআন-হাদীস-প্রথম ৩ যুগের ফুকাহাগণ এবং পরবর্তী জমহুর আলিমগণের সিদ্ধান্ত হলো ইসলাম। মদ্যপ, দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিপরায়ণ ‘আমির-আবদুল্লাহ-খান-নিয়াজী’ লক্ষ লক্ষ থাকলেও তাদের খেয়ালখুশির সাথে ইসলামের কী সম্পর্ক? খলিফা উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্ত ইসলামের সিদ্ধান্ত। সেই হিসেবে গণধর্ষণে অংশ নেওয়া সেনাদের ঠিক ওভাবেই মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য। ধর্ষণের রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবহারের সাথে ইসলামের বিধানকে মেলানো বুদ্ধিবৃত্তিক অগভীরতা ও অসততার পরিচয়।

---

[২১৯] বিস্তারিত জানতে লেখক ও মুশফিকুর রহমান মিনার-এর প্রকাশিতব্য ‘দক্ষিণহস্ত মালিকানা’ বইটি দেখার অনুরোধ।

পরিশিষ্ট ২ : ব্যভিচার

বইটা সম্পূর্ণ নিউট্রাল একটা পয়েন্ট থেকে শুরু করতে গিয়ে মূল ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট হবার সুযোগ পায়নি। **ইসলামে 'ধর্ষণ' আলাদা কোনো অপরাধ না। ধর্ষণ ইসলামে একটা বড় অপরাধের অংশ— যার নাম 'ব্যভিচার'।** পরস্পর সম্মতিতে যে যৌনকর্ম, সেটা ব্যভিচার। আর যদি ভিকটিমের সম্মতি না থাকে, তাকে বলে ধর্ষণ। **ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ষণ মূলত ব্যভিচারেরই অংশ।**

বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা মূল ক্ল্যাসিকাল যুগের গ্রেকো-রোমান সভ্যতারই 'নতুন বোতলে পুরনো মদ'। আইন-নৈতিকতা-সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তা ইত্যাদি ধ্যানধারণা বহুলাংশে গ্রীক ও রোমান প্যাগান সভ্যতা থেকে নেওয়া। খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকে রোমানদের ব্যাপক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর থেকে মধ্যযুগের সূচনা ধরা হয়। পরবর্তী প্রায় ৫০০ বছরকে ধরা হয় অন্ধকার যুগ (dark ages)। এসময়টা ইউরোপের বাদবাকি এলাকার বর্বররা[২২০] (barbarians) খ্রিস্টবাদে দীক্ষিত হতে থাকে। স্পেনের ভিসিগথ জাতি, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্করা, জার্মানীর জার্মান-ভ্যান্ডাল-নর্স জাতিরা, ইংল্যান্ডের এংলো-স্যাক্সনরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। সমাজ-রাষ্ট্র ইত্যাদি হয়ে ওঠে খ্রিস্টবাদ নিয়ন্ত্রিত।

৮ম শতকে মুসলিমরা ভিসিগথদের পরাজিত করে স্পেনে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতির এক উন্নত দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ইউরোপের সামনে। তাদের হাত ধরে ইউরোপ আবার পরিচিত হয় নিজস্ব খাঁটি ইউরোপীয় চিন্তাধারার সাথে— গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান। সরাসরি কোলের কাছে গ্রীস থেকে পেল না কেন? কারণ হলো, গ্রীক দর্শনের একত্ববাদী ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল ক্যাথলিক ইউরোপের, যা এসেছিল মুসলিমদের হয়ে। এরই ভেলায় চড়ে ১৪শ শতকে ইউরোপের চিন্তাজগতে আসে নবজাগরণ—'রেনেসাঁ'। **'অ-ইউরোপীয় প্রাচ্যদ্রব্য' খ্রিস্টবাদের চাদর সরিয়ে ইউরোপের নিজস্বতার জাগরণ, ক্ল্যাসিকালে ফিরে যাবার হিড়িক। এরই হাত ধরে সমাজ-রাষ্ট্র-নৈতিকতা-আইনে আবার চর্চা হতে থাকে গ্রীকদর্শন ও রোমান ধ্যান-ধারণা। যার পরিণতি ঘটে ১৮শ শতকে এনলাইটেনমেন্ট-এর মাধ্যমে খ্রিস্টবাদকে পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করার দ্বারা। এই এনলাইটেনমেন্ট থেকে উৎসারিত চিন্তাকাঠামোর উপরই দাঁড়িয়ে বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা।**

---

[২২০]

রোমান আইন অনুসারে *volenti non fit injuria* (to a willing person, no injury is done.); যে কাজ ভিকটিমের সম্মতি নিয়ে করা হয়, তা অপরাধ না। তা থেকে এসেছে **পাশ্চাত্য সভ্যতায় নৈতিকতাবোধের মাপকাঠি— সম্মতি** (consent-based model) **ও ক্ষতি** (harm principle)**।**

সম্মতি

সম্মতি থাকলে তাদের হিসেবে ব্যভিচার, সমকাম ইত্যাদি বৈধ। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পারস্পরিক সম্মতিতে কারও ক্ষতি না করে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে। আর সম্মতি না থাকলে বৈধ সম্পর্কের দাবিও হয়ে যাবে অবৈধ। **এই আজব স্কেলে কখনও স্বামীর ভালোবাসার জোরাজুরি হয়ে যায় 'ম্যারাইটাল রেপ', বাবার শাসন হয়ে যায় 'শিশু-নির্যাতন'।** মানবরচিত যে-কোনো মতাদর্শের মাঝে ফাঁকি রয়েছে—যার ভেলায় চড়ে কেউ জালিম হয়, কেউ মজলুম হয়। নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে 'সম্মতি'-র ফাঁকিটা হলো,

কোনো জিনিস যতই ঘৃণ্য হোক, তা এসে বৈধ হয়ে যাবে 'সম্মতি'-তে। খ্রিস্টবাদের যুগে ব্যভিচার ছিল নিষিদ্ধ। একে সমাজ-পরিবার-জাতির জন্য ক্ষতিকর ন্যাক্কারজনক পাপাচার হিসেবে দেখা হতো। **এনলাইটেনমেন্ট-এর পর নৈতিকতা-আইনের মানদণ্ড হিসেবে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করল ইউরোপ** (morality-based model)**, আর গ্রহণ করল রোমান স্কেল 'সম্মতি'-কে** (consent-based model)**। এরপর ব্যভিচার আর অপরাধ হিসেবে রইল না, হয়ে গেল মানবাধিকার। সেই হিসেবে তারা ব্যভিচারকে বৈধ এবং ধর্ষণকে অবৈধ সাব্যস্ত করে। এরপর সমকাম-ও** বৈধ হয়ে গেল 'সম্মতি'র মারপ্যাঁচে।

ক.

এরপরের ধাপ দেখেন—
পশ্চিমা যৌন বিজ্ঞানের পুরোধা John Money, Ph.D. যিনি 'gender identity' মতের প্রবক্তা। মানে হলো, একজন মানুষের শারীরিক লিঙ্গ (biological sex) যা-ই হোক, তার লৈঙ্গিক পরিচয় (sexual identity) 'সে যা নিজেকে ভাবে তা-ই'। পুরুষ যদি নিজেকে মেয়ে ভাবে, তবে সে মেয়েই বটে। মানবেতিহাসের যৌন ধারণা, আকল-বুদ্ধি সবকিছুকে ভেঙেচুরে দেওয়া এই মহান বিজ্ঞানী ডাচ শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-তে সাক্ষাৎকার দেন :

> বয়স্ক পুরুষ আর ছোট বালকের যৌন সহবাস গঠনমূলক হতে পারে, যদি উভয়ের সম্মতি থাকে।[২২১]

তিনি আরও বলেন :

> আমাকে যদি এমন ঘটনা দেখানো হয়, যেখানে ১০/১১ বছরের বালক ২০/৩০ বছরের পুরুষের প্রতি যৌন-আকর্ষণ বোধ করছে, আর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে, সম্পূর্ণ মিউচুয়ালি; তাহলে আমি একে কোনোভাবেই অস্বাভাবিক বলব না।[২২২]

তাহলে বোঝা গেল, সম্মতি-র ঘোড়া কোথায় গিয়ে থামে?

খ.

আরও দেখেন—
সেক্সোলজিস্ট Hani Miletski দাবি করেছেন :

> এমনকি জন্তুরাও যৌনসম্মতি দানে সক্ষম, তাদের নিজেদের মতো করে (Miltski, 1999)। যেমন কুকুররা লেজ নাড়ে। মালিক বুঝতে পারে তার সম্মতির ইশারা।

Princeton University –র Professor of Bioethics অস্ট্রেলীয় দার্শনিক Peter Singer তার Heavy Petting আর্টিকেলে বলেন :

> প্রাণীকে আঘাত না করলে বা ক্ষতি না করলে প্রাণীর সাথে যৌনতা খারাপ কিছু না, যদি উভয়েই ব্যাপারটা এনজয় করে।[২২৩]

এভাবেই সম্মতি-কে মানদণ্ড ধরলে আপনি যে কোথায় গিয়ে থামবেন, তা কেউ বলতে পারে না। সম্মতি সাপেক্ষে অজাচারও (পরিবারের ভিতরে যৌনকর্ম) আর অনৈতিক কিছু বিবেচিত হবে না। আসলেও সেটাই হয়েছে।

গ.

অজাচার নিয়ে দুটো বিখ্যাত কেস দেখব আমরা। সামনের আলোচনায় আমাদের কাজে লাগবে।

---

[২২১] 'If it [man-boy sexual contact] is consensual, it can be constructive'. https://www.josephnicolosi.com/collection/psych-association-loses-credibility-say-insiders

[২২২] 'If I were to see the case of a boy aged ten or eleven who's intensely erotically attracted toward a man in his twenties or thirties, if the relationship is totally mutual, and the bonding is genuinely totally mutual...then I would not call it pathological in any way.'
Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.

[২২৩] Singer Peter. *Heavy Petting, Nerve,* 2001.

১. Stuebing কেস :

পিতা-মাতার ডিভোর্সের দরুন **[অ]** লিপজিগের Patrick Stübing বড় হয়েছে পালক পিতা-মাতার কাছে। ২৩ বছর বয়সে সে নিজ পরিবারে আসে এবং ১৬ বছর বয়স্কা আপন বোন Susan Karolewski-র সাথে গভীর পরিণয়ে আবদ্ধ হয়। পরবর্তী ৫ বছরে তাদের ৪টি সন্তান হয়, যার ৩ জনই প্রতিবন্ধী। German Criminal Code (section 173) অনুসারে ইনসেস্ট (অজাচার) একটি অপরাধ, যার সাজা ২ বছরের জেল কিংবা জরিমানা। সেই হিসেবে ২০০২ সালে Stuebing-কে সাজা দেওয়া হয়, জামিন পায়। ২০০৪ ও ২০০৫ সালে আবারও তাকে একই অপরাধে ২ বার শাস্তি দেওয়া হয়। সে আপীল করে, ২০০৮ সালে জার্মান ফেডারেল কোর্ট (সুপ্রীম কোর্ট)-এর ৭ জন বিচারকের ৬ জন মত দেন, Stuebing শাস্তিযোগ্য। ১ বছর জেল খেটে Stuebing প্রোবেশনে বেরিয়ে European Court of Human Rights-এ মামলা দায়ের করে জার্মান কোর্টের বিরুদ্ধে। মানবাধিকার সনদের ৮ নং আর্টিকেল লংঘনের অভিযোগে (ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের অধিকার)। ইউরোপীয় কোর্টও জার্মান সরকারের পক্ষে রায় দেয় যে, যদিও এতে বাদীর ব্যক্তিজীবনে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, কিন্তু আর্টিকেল ৮(২) অনুসারে এই হস্তক্ষেপ বৈধ। সমালোচনায় ফেটে পড়ে ইউরোপীয় মিডিয়া ও মানবাধিকারের ব্যবসায়ীরা।

২. Muth v. Frank কেস :

আমরা একটু দেখব জার্মান সুপ্রীম কোর্ট এবং ইউরোপীয় মানবাধিকার কোর্ট কী যুক্তি দেখিয়ে Stuebing-এর এই অজাচার (incest)-কে অপরাধ সাব্যস্ত (criminalize) করেছিল। তার আগে আমরা আমেরিকার Muth v. Frank (২০০৫) কেসটায় একটু নজর বুলাব। একই ধরনের সমস্যা। Allen Muth এবং Patricia-রা মোট ১৪ ভাইবোন। পরিবার ভেঙে যাওয়ায় **[অ]** (dysfunctional family) তারা শৈশব কাটায় আলাদা আলাদা পালক পরিবারে। অনেক ভাইবোনেরই সেখানে যৌন নির্যাতন ও ইনসেস্টের ইতিহাস আছে। তো প্রাপ্তপবয়স্ক হবার পর Allen Muth এবং Patricia বিয়ে করে, তাদের ৩ সন্তান। মাঝের সন্তান Tiffany-র সাড়ে ৩ বছর বয়সে ব্যাপক শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা নজরে আসে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জেনেটিক্সের প্রফেসর Dr. David Tick বাচ্চার এই অবস্থার জন্য (autosomal recessive disorder) বাপ-মায়ের অজাচার-কে দায়ী করেন। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং ১৯৯৭ সালে Wisconsin রাজ্যের আদালত Allen Muth-কে ৮ বছর এবং Patricia-কে ৫ বছরের জেল দেয়। পরে Wisconsin Supreme Court-ও

২০০০ সালে তার আপীল বাতিল করে। Allen Muth রাজ্য থেকে হতাশ হয়ে এবার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে আপীল করে ২০০১ সালে। ২০০৩ সালে Lawrence v. Texas কেস-এ US Supreme Court সমকামিতার পক্ষে Texas রাজ্যের বিরুদ্ধে একটা রায় দেয় যে, প্রাপ্তবয়স্ক দুজন মানুষ পরস্পর সম্মতিতে (consenting adults) ব্যক্তিগত আচরণে লিপ্ত হতে পারবে এবং Texas রাজ্যের অবস্থানকে সংবিধান-পরিপন্থী ঘোষণা করে। **Allen Muth এই মামলার রেফারেন্সে বিচার চায়, তাহলে আমি কেন পারব না।**

যত যৌন-স্বেচ্ছাচারিতা, সবই বৈধ করা যায়, সবকিছুর পক্ষেই চ্যালেঞ্জ করা যায় 'সম্মতি' আর 'ক্ষতি'-কে মানদণ্ড ধরলে।

ব্যভিচার > সমকাম > শিশু-সমকাম > পশুকাম > অজাচার... ... ...

এবার পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বায়োলজি-সাইকোলজি-'মানবসভ্যতার টিকে থাকা' সবকিছু সামনে রেখে বলেন, এই পাশ্চাত্য সভ্যতা 'সম্মতি'-র অজুহাতে আমাদেরকে কোথায় নিয়ে চলেছে। কোন পরিণতির দিকে এগোচ্ছে 'আধুনিক' মানুষ?

ক্ষতির মাপকাঠি (Harm Principle)

এখন এই দুটো মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ কী যুক্তি দেখিয়েছে আমরা দেখব। মূলত Harm Principle এর ভিত্তিতে তারা ইনসেস্টকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। জার্মান কোর্ট এবং Wisconsin কোর্ট একই কারণ দেখিয়েছে—

> The crime [of incest] is also punished to promote and **protect family harmony [আ]**, to **protect children from the abuse** of parental authority, and because **society cannot function in an orderly manner [ই]** when age distinctions, generations, sentiments and roles in family are in conflict.[২২৪]

সাথে অতিরিক্ত আরেকটি কারণ সংযুক্ত করেছে : ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে **জেনেটিক ত্রুটি** থেকে রক্ষা করা **[ঈ]**। অর্থাৎ পশ্চিমা Harm Principle-এর ভিত্তিতে অজাচার—

[অ] + [আ] পারিবারিক বন্ধনের ক্ষতির ফলে হয় ও ক্ষতি করে,

[ই] সামাজিক শৃঙ্খলার ক্ষতি করে এবং

[ঈ] ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষতি করে।

যদিও সম্মতি সাপেক্ষে অপরাধে লিপ্ত দুজনের কোনো তাৎক্ষণিক ক্ষতি হচ্ছে

[২২৪] COURT OF APPEALS OF WISCONSIN, PUBLISHED OPINION, Case No.: 97-0852

না, অর্থাৎ যদিও ব্যক্তির আপাত ক্ষতি হচ্ছে না (ব্যক্তিক ক্ষতিও রয়েছে), কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক যূথবদ্ধতা পরিবার-সমাজ সংগঠনের ক্ষতি হচ্ছে। সুতরাং Harm Principle-এর ভিত্তিতে অজাচার 'মানবসভ্যতা'র জন্য ক্ষতিকর। তাদের এই Harm Principle-এর ভিত্তিতেই শুধু অজাচার, প্রদর্শনকাম-ই না; ব্যভিচারও ক্ষতিকর, সেটাই আমরা দেখব। ব্যভিচার বলতে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে দুটো জিনিস বুঝব,

১. বিবাহিতদের ব্যভিচার (extra-marital affair/ infidelity) আর
২. অবিবাহিত দম্পতি (লিভ টুগেদার কালচার)

তাহলে দেখি চলুন, ব্যভিচারের ফলে আদৌ কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না।

[অ] পরিবারে ভাঙন (Marí et.al, 2014)

১.

বিয়ে ছাড়া যে পরিবার গঠিত হয়, ব্যভিচারের বুনিয়াদে। তার নামই সমাজবিজ্ঞানীরা দিয়েছে fragile family বা ভঙ্গুর পরিবার। তাহলেই বোঝেন। ১ম বাচ্চা জন্মের পর এসব পরিবার টেকে ৩৫%, মানে ভেঙেই যায় ৬৫% (Donahue et al, 2010)।

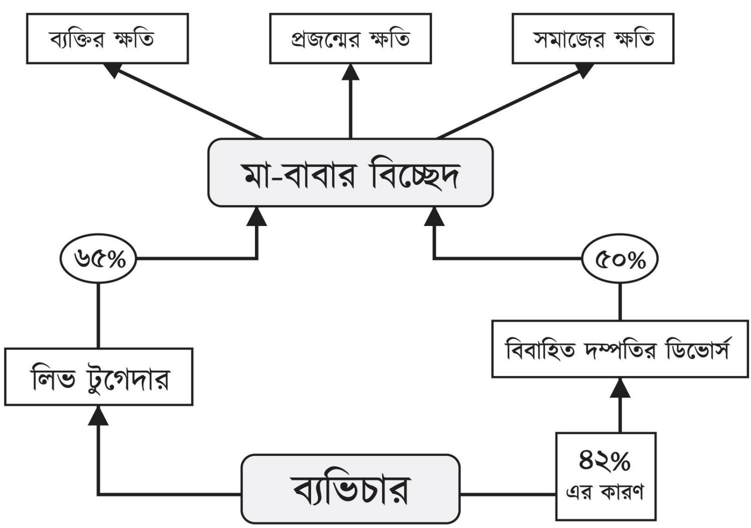

২.

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বাড়াচ্ছে দাম্পত্য কলহ, অশান্তি ও ডিভোর্স (Amato & Rogers, 1997; Charny & Parnass, 1995)।

আমেরিকার ২০-৪০% দম্পতি বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত (infidelity)। এজন্যই আমেরিকার ৫০% ১ম বিয়ে বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয় (Bramlett & Mosher, 2001)। রিসার্চ জানাচ্ছে, মোট ডিভোর্সীর ৪২%-এরই বিয়ে থাকা অবস্থায় ব্যভিচারের ইতিহাস আছে (Janus, 1993)।

- **ব্যভিচারের কারণে ৪০% বিবাহিত পরিবার ভেঙে যাচ্ছে।**
- **আর ব্যভিচারের ভিত্তিতে গঠিত পরিবারের ৬৫%-ই ভেঙে যাচ্ছে। বিবাহিত পরিবারের চেয়ে এদের আলাদা হয়ে যাবার সম্ভাবনা ৪ গুণ বেশি** (Osborne, 2007)। এর ফলে ক্ষতিটা কী হচ্ছে?

ব্যক্তিগত ক্ষতি

অধিকাংশ স্টাডিতে এসেছে—সিঙ্গেল, ডিভোর্সড এবং লিভ-টুগেদার করা মানুষের চেয়ে বিবাহিত মানুষের মনোরোগে ভোগার সম্ভাবনা কম, এবং উচ্চ লেভেলের আবেগিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের সম্ভাবনা বেশি (Peter Jordan, 1989)।

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল আমেরিকার বিভিন্ন বড় বড় শহরে ১৯৯৮-২০০০ এর মাঝে জন্ম নেওয়া ৫০০০ শিশুর উপর গবেষণা পরিচালনা করেন।[২২৫] বিয়ে ছাড়া গঠিত পরিবারকে বলা হয় 'ভঙ্গুর পরিবার' (fragile families)। লিভ-টুগেদারে যারা যায়, এইসব 'ভঙ্গুর' পরিবারের বাবা-মা'দের—

- কমিটমেন্ট ভাঙার সম্ভাবনা বেশি
- দারিদ্র্য বেশি
- হতাশায় ভোগার হার বেশি
- মাদকাসক্তির হার বেশি
- জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আর্থিক ক্ষতি

আমেরিকায় ডিভোর্স বেশ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। গড়ে একটা ডিভোর্সে খরচা হয়

[২২৫] Fragile Families, *The Future of Children,* VOLUME 20 NUMBER 2 FALL 2010 [a collaboration of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University and the Brookings Institution]

১৫০০০ ডলার[২২৬]। যা বাড়তে পারে রাজ্যভেদে; উকিল খরচ, সন্তান আছে কি না, যৌথ প্রোপার্টি আছে কি না, কতদিন লাগছে নিষ্পত্তি হতে— এসব মিলিয়ে।

মানসিক ক্ষতি

আমেরিকান ল'ফার্ম OnlineDivorce-এর মতে, ডিভোর্স একজন মানুষের জীবনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মনোদৈহিক চাপের কারণ (second most stressful situation)।

Brisbane Registry Family Court of Australia-র কোর্ট কাউন্সেলর Peter Jordan সাহেবের একটা দারুণ রিসার্চ আছে ১৬৮ জন ডিভোর্সী পুরুষের উপর। সবটা আলোচনার সুযোগ নেই। আমি কী পয়েন্টগুলো বলছি, আপনারা মিলিয়ে নেবেন :

- **স্ত্রীর পক্ষ থেকে ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত ৬৫% (অন্য দুটো স্টাডিতেও কাছাকাছি এসেছে)। ৭০% পুরুষ আবার ফিরে যেতে চেয়েছে, বিপরীতে ৭% নারী ফিরতে চেয়েছে।**
- **Bradburn Positive Experience Scale অনুযায়ী পুরুষদের 'ভালো থাকা'র স্কোর ৫ এর মধ্যে ২ বা তার কম ৯০.৪%**
- **নির্ঘুম রাত ৮১.৩%**
- **কান্না করেছে ৭০.৭%**
- **মাথাব্যথা ৪২%**
- **ক্ষুধা নেই ৬১%**
- **এনার্জি নেই ৬৩%**
- **ক্লান্তি ক্লান্তি ভাব ৫৭%**

অন্যান্য রিসার্চগুলোতেও যেমনটি এসেছে (Ambrose, Harper & Pemberton, 1983; Burns, 1980; Gilmore, 1983; Krentzler, 1975), এই স্টাডিতেও পাওয়া গেছে— মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর বিচ্ছেদের প্রভাব পুরুষের উপর বেশি মারাত্মক (severe)। বিশেষ করে বিচ্ছেদের সময়ে এবং ১-২ বছর পর্যন্ত (high level of chronic distress up to two years following the separation)। ফলে এদের ভিতর এলকোহল পান, মাদক সেবন (recreational drug), বহু নারীর সাথে মিলন (risky sexual behaviour) দেখা যায়, যা অবস্থাকে আরও খারাপ করে তোলে। এবং বহু রোগ ডেকে আনে, এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত।

---

[২২৬] Erin McDowell (Aug 1, 2019). The average cost of getting divorced is $15,000 in the US — but here's why it can be much higher. Business Insider.

University of California-র সমাজবিদ Augustine J. Kposowa **National Longitudinal Mortality Study থেকে ১৯৭৯-১৯৮৯ এর মাঝে ৪,৭১,৯২২ জন মানুষের ডেটা নিয়ে বিশ্লেষণ করেন** (Kposowa, 2000)। **সেখানে তিনি পান ডিভোর্সী পুরুষের আত্মহত্যার হার স্বাভাবিক পুরুষের চেয়ে আড়াই গুণ।** ডিভোর্সী পুরুষের আত্মহত্যার হার ডিভোর্সী নারীর চেয়ে ৯ গুণ বেশি (Kposowa, 2003)। তিনি শেষ করেন এভাবে, বৈবাহিক অবস্থা বিশেষত ডিভোর্স-এর স্পষ্ট শক্তিশালী প্রভাব (strong net effect) রয়েছে আত্মহত্যায় মৃত্যুহারের উপর, কিন্তু শুধু পুরুষে।

২০১১ সালে মানসিক রোগের উপর একটা বহুজাতিক স্টাডিতে ১৮টা মনোরোগের রিস্ক ডিভোর্সের সাথে বাড়ে, যা অন্য রিস্ক ফ্যাক্টরের তুলনায় ৮০% বেশি বাড়ে। (Akter & Begum, 2012) সবচেয়ে কমন হলো, মাদকাসক্তি ও ডিপ্রেশন। সাম্প্রতিক রিসার্চে ডিভোর্স ও এলকোহল আসক্তির মাঝে সবিশেষ সম্পর্ক উঠে এসেছে, সেই সাথে ডিভোর্স ও মনোরোগের (psychopathology) সম্পর্কও সুস্পষ্ট। (Sharma, 2011)

[আ] পরিবারব্যবস্থা ধ্বংস

পারিবারিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে পশ্চিমা সমাজে এক নতুন পরিবার-প্রথা তৈরি হলো—ভঙ্গুর পরিবার (fragile family)। অবিবাহিত বাবা-মা এবং সন্তান। এবং এই প্রবণতা বেড়েই চলল। সমাজবিদরা একে স্বাগত জানাল—ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নারী-ক্ষমতায়নের ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে। ১৯৭০ সালে আমেরিকায় এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৫ লাখ, ২০০২ এসে সেটা হলো ৪৯ লাখ।[২২৭] **এমন এক পরিবার কাঠামো, যেটা নিজেই ভঙ্গুর, ১ম সন্তান জন্মের পর টিকে থাকে মাত্র ৩৫% পরিবার। নামই দেওয়া হয়েছে 'ভঙ্গুর পরিবার', অর্থাৎ টিকে থাকার আশাই করা দুষ্কর।**

এই পরিবার কাঠামোতে ৭২% মা আর ৮৭% বাবা সন্তানের জন্মের পর চিন্তা করে, তারা একসাথে থাকবে কি না, চান্স ৫০-৫০। পেটে ১ম বাচ্চা নিয়ে ৯১% মা এই পরিবারে ভাবছে বাচ্চার বাবাটাকে বিয়ে করবে কি না, চান্স ৫০-৫০। ১ম বাচ্চা জন্মের টাইমেই ৫০%-এর সম্পর্ক অলরেডি শেষ। ৫ বছরের মাথায় দুই-তৃতীয়াংশ সম্পর্ক অলরেডি শেষ। এই নতুন পরিবার কাঠামো 'ব্যভিচার'-এর ভিত্তিতে গঠিত।

[২২৭] US Census Bureau. 2003. *'Unmarried-Couple Households, by Presence of Children: 1960 to Present,'* Table UC-1, June 12, 2003.

‘ব্যভিচার’কে ব্যক্তিস্বাধীনতা হিসেবে নেবার সরাসরি ফল এই নতুন পরিবার কাঠামো। কেন প্রয়োজন ছিল পরিবার, তা এই অধ্যায়ের শেষেই প্রতিভাত হবে।

[ঈ] প্রজন্মের ক্ষতি

১.

আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশু এই বিয়ে ছাড়া বাবা-মায়ের সন্তান, যাকে বলা হচ্ছে fragile family. দেখুন ২০১৬ সালে ইউরোপ-আমেরিকার অর্ধেক শিশু বিবাহ-ছাড়া (out-of-wedlock) জন্ম।[২২৮]

দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ	দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ
France	৫৯.৭%	USA[২২৯]	৪৮%
Bulgaria	৫৮.৬%	Spain	৪৫.৯%
Sweden	৫৪.৯%	Ireland	৩৬.৬%
Portugal	৫২.৮%	Germany	৩৫.৫%
Netherlands	৫০.৪%	Romania	৩১.৩%
Belgium	৪৯%	Italy	২৮%
UK	৪৭.৯%	Poland	২৫%
Hungary	৪৬.৭%	Croatia	১৮.৯%
Spain	৪৫.৯%	Greece	৯.৪%

তাহলে আজ থেকে ২০/৩০ বছর পর এই শিশুগুলো যখন এডাল্ট হবে তখন পশ্চিমের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক থাকবে জারজ। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির গবেষণাটি অনুসারে, ভঙ্গুর পরিবারে এসব সন্তানের,

- আইকিউ কম (lower cognitive test scores)
- আক্রমণাত্মক আচরণ (higher incidence of aggressive behavior)
- স্কুল থেকে ঝরে পড়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা (ড্রপ আউট)
- সম্ভাবনা এটাই যে, এই শিশুরাও বড় হয়ে একই চক্র ঘটাতে থাকবে।

---

[২২৮] https://twitter.com/spectatorindex/status/988307897955237888?lang=en

[২২৯] *Knot Yet: The Benefits and Costs of Delayed Marriage in America,* National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, National Marriage Project at the University of Virginia এর বরাতে Ezra Klein (March 25, 2013). Nine facts about marriage and childbirth in the United States. *Washington post.*

গবেষণাটি শেষে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়, 'অবিবাহিত দম্পতি' হবার ব্যাপারে (লিভ টুগেদার) সমাজে উৎসাহ দেয়, এমন বিষয়গুলোকে আবার ভেবে দেখতে হবে বিজ্ঞানীদের। কী লাভ হলো এই কৃত্রিম পরিবার কাঠামো বানিয়ে। মানুষের স্বাভাবিক পরিবার-গঠন বদলে দিয়ে ব্যভিচারকে গ্রহণ করে নিয়ে ক্ষতি হয়েছে, না হয়নি?

২.

এবার আসেন বিবাহিত পরিবারের অবস্থা দেখি। পশ্চিমা বিশ্বে বৃটেন তুলনামূলক রক্ষণশীল বলে খ্যাত। সেই বৃটেনে এক-তৃতীয়াংশ বাচ্চা ব্রোকেন ফ্যামিলির।[২৩০] হয় শুধু বাবা, নয় শুধু মা, আর না হয় পালক পরিবারে এরা বড় হয়। বৃটেনের ২৭ লাখ বাচ্চা থাকে শুধু মায়ের সাথে, ২ লাখ বাচ্চা শুধু বাবার সাথে, ৫ লাখ বাচ্চা থাকে বাপ কিংবা মায়ের 'লিভ-টুগেদার' সঙ্গীর সাথে, আর ৪ লাখ বাচ্চা থাকে সৎবাবা কিংবা সৎমায়ের সাথে।

আমেরিকার ৫০% শিশু বাপ-মায়ের ডিভোর্স দেখে। এই ৫০%-এর ৫০% আবার বাপ-মায়ের ২য় বিয়েও ভাঙতে দেখে। আমরা আগেই দেখেছি, ৪০% বিয়ে আমেরিকায় ভাঙে একজনের ব্যভিচারের দরুন। আপনার কি মনে হয় না, বাপ-মায়ের ব্যভিচার সন্তানের ক্ষতি করেছে? চলুন দেখা যাক, বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ সন্তানের কী ধরনের ক্ষতি করে। প্রতিটি লাইনের পিছনে একাধিক রিসার্চ আছে।[২৩১] এই বাচ্চাদের

শারীরিক ক্ষতি

- **বিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তানদের অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ৫০% বেশি।**
- **তাদের স্বাস্থ্য ২০% কম।**

মানসিক ক্ষতি

- **হাসিখুশি কম। অন্যান্য রিসার্চে এসেছে, তাদের আচরণগত সমস্যা থাকে বেশি।**
- **single-parent পরিবারের বাচ্চাদের সাইকোলজিস্টের সাহায্য প্রয়োজন পড়ে**

[২৩০] STEVE DOUGHTY (2010). *Nation of broken families: One in three children lives with a single-parent or with step mum or dad.* THE DAILY MAIL. Study by Office for National Statistics

[২৩১] *Statistics: Children & Divorce,* October 11, 2018, Owenby Law Firm.
Family-Based Risk and Protective Factors and their Effects on Juvenile Delinquency: What Do We Know? Public Safety Canada (2018), Government of Canada.
Patrick F. Fagan and Aaron Churchill (2012), *The Effects of Divorce on Children,* RESEARCH SYNTHESIS, Marriage and Religion Research Institute (MARRI), Washington, DC

৩০০% বেশি।

- ➡ পিতা বা মাতা যার মারা গেছে, তার চেয়ে ডিভোর্সে সন্তানদের মানসিক সমস্যা হবার সম্ভাবনা বেশি।
- ➡ ঘরভাঙা শিশুদের আত্মহত্যা-প্রচেষ্টার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। North Carolina State University-র সমাজবিজ্ঞানের প্রফেসর Patricia McCall-এর রিসার্চ থেকে জানা যায়, আত্মহত্যার সবচেয়ে শক্তিশালী ফ্যাক্টর (strongest demographic indicator) হলো ওই পরিবার কাঠামো, যাতে ব্যক্তি বাস করে। ডিভোর্সড পরিবারে আত্মহত্যার হার সর্বোচ্চ (McCall, 1994)। ডিভোর্সের হারের সাথে আত্মহত্যার হার সরাসরি সম্পর্কিত (Cebula, 2006)। বাবা-মায়ের ডিভোর্স এবং কিশোরদের আত্মহত্যা যে সম্পর্কিত, এটা বিভিন্ন রিসার্চে বারবার এসেছে।
- ➡ দাম্পত্য কলহ ও ডিভোর্স শিশুর সামাজিক দক্ষতা (social competence) গড়ে ওঠাকে ঝুঁকির ভিতর ফেলে দেয়।
- ➡ ব্রোকেন ফ্যামিলির বাচ্চাদের স্কুলে মারপিট ও চুরিচামারিতে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি। National Longitudinal Study of Adolescent Health (Waves I and II)-এ পাওয়া গেছে, সিঙ্গেল মা-বাবা ও লিভ-টুগেদারের বাচ্চাদের ৪২%-ই স্কুলে মারপিট করে।

শিক্ষাগত ক্ষতি

- ➡ স্কুলে রেজাল্ট খারাপ হয় বেশি।
- ➡ স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। হাইস্কুল থেকে ঝরে যাবার সম্ভাবনা দ্বিগুণেরও বেশি।
- ➡ ১ম শ্রেণীর বাচ্চাদের ভিতর রিসার্চে এসেছে, শিক্ষকের কথা না শোনা, সহপাঠীর সাথে মারপিট, বদমেজাজ ইত্যাদি নেগেটিভ আচরণ বেশি করে বিচ্ছিন্ন পরিবারের ও ভঙ্গুর পরিবারের (বিয়ে ছাড়া লিভ-টুগেদার) সন্তানেরা।

[ই] সমাজে বিশৃঙ্খলা

- ➡ ডিভোর্সড পরিবারের সন্তানরা তাদের নিজেদের দাম্পত্য জীবনেও তুলনামূলক বেশি অসুখী হয়, কলহপ্রবণ হয়, ভাবের আদানপ্রদান কম হয়, তর্কপ্রিয় হয়, চিৎকার করে এবং সঙ্গীর গায়ে হাত তোলে। ফলে ডিভোর্স যেন প্রজন্মান্তরে নিয়তি হয়ে দাঁড়ায় (Rhoades et al, 2012)।

➡ বাপ-মায়ের ডিভোর্স প্রায় নিশ্চিত করে দেয় যে সন্তান **ব্যভিচার করবে, লিভটুগেদার করবে এবং সেও ডিভোর্স দেবে** (Jeynes, 2001)। 'বিয়ে জরুরি কিছু না বরং খারাপ' মনে করার সম্ভাবনা এসব শিশুদের বেশি।

➡ University of Chicago-র সমাজতত্ত্বের প্রফেসর Robert Sampson গবেষণা চালান **১৭১টি শহরের ১** লাখ মানুষের উপর। এরপর জানান, **একটা এলাকার ডাকাতির হার কেমন হবে, তা পূর্বানুমান করা যায় সে জায়গার ডিভোর্সের হার দেখে।** কোনো সম্প্রদায়ে ডিভোর্স রেট কম, মানে বুঝতে হবে সেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বেশি (higher formal and informal social controls), যেমন সন্তানের দেখভাল ইত্যাদি (Sampson, 1987) এবং অপরাধের হার কম।

➡ ১৯৯৪ সালে Wisconsin প্রদেশে এক স্টাডিতে এসেছিল, **ডিভোর্সড পরিবারে সন্তান কারাগারে যাবার সম্ভাবনা নর্মাল পরিবারের চেয়ে ১২ গুণ বেশি।**[২৩২] ২০০৪ সালের এক স্টাডিতে, সৎ বাবামায়ের সাথে থাকে বা সিঙ্গেল মায়ের সাথে থাকে এমন শিশুদের অপরাধে লিপ্ত হয়ে জেলে যাবার হার বেশি।

➡ ৮-৩২ বছর বয়সী পুরুষের উপর গবেষণা করে Cambridge University-র অপরাধবিজ্ঞানের প্রফেসর David P. Farrington জানান : ১০ বছর বয়সের আগেই পিতা-মাতার ডিভোর্স হয়ে যাওয়াটা নির্দেশ করে বাচ্চার ভবিষ্যতে **কিশোর অপরাধ ও প্রাপ্তপবয়স্ক অপরাধের প্রবণতা** (Farrington, 1990)। তাদের অসামাজিক ও নাশকতামূলক আচরণ বেশি হয়।

➡ কিছু স্টাডিতে এসেছে, বাপ-মায়ের ডিভোর্স সন্তানের externalizing behaviors-এর কারণ। মানে হলো : **অস্ত্রবহন, মারপিট, মাদকাসক্তি, অতিরিক্ত মদপান** (Kathleen, 2002)। এমনকি কিশোরীদের মধ্যেও অপরাধপ্রবণতা, বিক্ষুব্ধ আচরণ, ড্রাগ, চুরি, মদ্যপান বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। এক গবেষণায় এসেছে, যারা শিশুকালে বাপ-মায়ের বিচ্ছেদ দেখেছে, তাদের ধূমপান এবং ড্রাগ-এলকোহল (ছেলেদের) পানের হার বেশি।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য হয়তো পাঠক ধরতে পেরেছেন। **পশ্চিমা আইন-নৈতিকতার মানদণ্ড সম্মতি ও ক্ষতির স্কেলেও ব্যভিচার মন-শরীর-পরিবার কাঠামো-সমাজের জন্য ততটাই ক্ষতিকর, যতটা ক্ষতিকর অজাচার।** পার্থক্য হলো, অজাচারের ক্ষতি বুঝতে ছোট স্যাম্পল নিতে হয়, অল্প পরিসরের নমুনাতেই বোঝা যায়—(ব্যক্তি-পরিবার-বাচ্চার জন্মগত ত্রুটি)। আর ব্যভিচারের ক্ষতি বুঝতে বড় নমুনা লাগে,

---

[২৩২] Wisconsin Department of Health and Social Services, Division of Youth Services, *'Family Status of Delinquents in Juvenile Correctional Facilities in Wisconsin'* (1994).

দীর্ঘমেয়াদে বোঝা যায়। আপনি ৫০ বছরব্যাপী বড় একটা সংখ্যার উপর কাজ করলে এর মনোদৈহিক, প্রজন্মে ও সমাজে এর ক্ষতি বুঝতে পারবেন।

ইসলাম

‘সম্মতি’ ইসলামের মানদণ্ড না। ইসলামের মানদণ্ড ‘ওহি’। ওহি যেটাকে হারাম করেছে, অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, দুজনার সম্মতি থাকলেও তা অপরাধ। আবার যেটাকে জায়েয সাব্যস্ত করেছে, একপক্ষের সম্মতি না থাকলেও তা বৈধ। ইসলামের নৈতিকতা তরল না, যুগের চাহিদা অনুসারে মানুষের প্রবৃত্তির দাসত্ব ইসলাম করে না। বরং প্রতি যুগে মানুষকে ইসলামের দাসত্ব করতে হবে। মানুষ তার নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে করতে অন্য মানুষকে জুলুম করে, প্রাণীজগৎ-বিশ্বপরিবেশকে বিপন্ন করে। ইসলামের অবস্থান নির্দিষ্ট—‘এতটুকু আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, এর বেশি যে করবে সে জালিম। আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।’[২৩৩]

ব্যভিচারের কারণে অনাগত ও আগত প্রজন্মের যে ক্ষতি হয়, এটা উপরে এতক্ষণের আলোচনা থেকে অস্পষ্ট থাকার কথা না। কিন্তু এটাকে পশ্চিমা একাডেমিশিয়ানরা harm principle-এর অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ। জার্মানির কেসটাতে যে একজন বিচারক ইনসেস্টের পক্ষে বলেছিলেন, তার যুক্তি ছিল : **অনাগত শিশু তো nonexistence। একজন nonexistence-এর ক্ষতির আশঙ্কায় জীবিত মানুষের হিউম্যান রাইটসে (অজাচারের অধিকার, পড়ুন ‘ফুর্তি’) কীভাবে হস্তক্ষেপ করা যায়? ঠিক এটাই ইসলামের সাথে বস্তুবাদী দুনিয়ার ফারাক। ইসলাম আল্লাহর থেকে আসা বিধান, মানবজাতির ভবিষ্যৎ কী হবে, পুরো সমাজের কী হচ্ছে, পুরো জাতির উপর এই ব্যভিচারের সামষ্টিক পুঞ্জীভূত ইফেক্ট কী হবে— আল্লাহ বিধান দেন সবকিছু সামনে রেখে, আর পশ্চিমা প্রভুরা সিদ্ধান্ত দেয় শুধু খায়েশ আর ব্যবসাকে সামনে নিয়ে।**

Harm principle কিংবা consent-based model কোনোটাই আমাদের মাপকাঠি না। এসব মানবীয় যুক্তিতে-পর্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা ওহির সঠিকত্ব মাপি না। তবে ওহির হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও অন্তর্নিহিত রহস্য বুঝতে যুক্তি-বিজ্ঞানের মূল্য রয়েছে। harm principle দিয়ে আমরা ওহির হিকমাহ বুঝতে পারি, আমাদের অন্তরে তা ঈমানকে বৃদ্ধি করে। মানবজাতির জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তার এমনি এমনি করেননি, কোনো-না-কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচাতেই করেছেন। সেটা কী ক্ষতি, তা মানুষ প্রবৃত্তির

---

[২৩৩] সূরা বাকারা, ০২ : ১৮৭, ২২৯; সূরা নিসা, ০৪ : ১৩।

দাসত্বের কারণে, ক্ষুদ্রজীবনের কারণে, ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তো না-ও বুঝতে পারে। কিন্তু স্রষ্টা হিসেবে ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে আল্লাহ তা জানেন, এবং নিষেধ করেন। **এই বিশ্বাসের কারণেই ব্যভিচার-অজাচার-সমকাম-পশুকাম-মদ্যপান-মারিজুয়ানা-শূকর ইত্যাদি শত শত ক্ষতি থেকে মুসলিমরা (সত্যিকার) বেঁচে গেছে এবং বেঁচে যাবে।** বস্তুবাদী গবেষণার অপেক্ষায় থেকে ফুর্তির পুঁজিবাদী ফাঁদে তাদের ছটফট করে ভবলীলা কাটাতে হয় না।

একটি হাদীস

আমরা একটা হাদীস দেখব। এবং বোঝার চেষ্টা করব,

> “একবার এক যুবক এসে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল, আমাকে যিনার অনুমতি দিন।
>
> অন্যরা ধমকাতে লাগল, এই তুমি কার সামনে কী বলছ? চুপ করো!
>
> নবিজি ধমক দিলেন না। কাছে ডেকে নিলেন। বললেন,
>
> – কেউ তোমার মায়ের সাথে ব্যভিচার করুক, তা কি তুমি পছন্দ করবে?
>
> – আল্লাহর কসম, আপনার উপর আমার জান কোরবান হোক! কক্ষনও আমি এটা পছন্দ করব না, কিছুতেই এটা হতে দিব না।
>
> – ঠিক তেমনি অন্য মানুষও পছন্দ করবে না যে কেউ (তুমি) তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করুক। আচ্ছা বলো, তোমার মেয়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করুক, তা কি তুমি পছন্দ করবে?
>
> – কখনোই না ইয়া রাসূলুল্লাহ। কস্মিনকালেও না।
>
> – হ্যাঁ, তেমনই অন্য কেউও চাইবে না, তার মেয়ের সাথে কেউ এসে ব্যভিচার করুক। আচ্ছা, তোমার বোনের সাথে কারও ব্যভিচার করা কি তুমি মেনে নেবে?
>
> – প্রাণ থাকতে এটা আমি হতে দিব না।
>
> – ঠিক বলেছ, এভাবেই অন্য মানুষও তার বোনের সাথে তুমি ব্যভিচার করো, এটাকে মেনে নেবে না। এবার বলো, তোমার খালা-ফুফুর সাথে কেউ ব্যভিচার করুক, তা কি তুমি পছন্দ করবে?
>
> – জি না, ইয়া রাসূলুল্লাহ।
>
> – তেমনি করে অন্য মানুষও তার খালা-ফুফুর সাথে কেউ এসে ব্যভিচার করে যাক, এটা পছন্দ করবে না।
>
> এরপর নবিজি তাকে আরও কাছে টানলেন। তার গায়ে হাত রেখে দুআ করে দিলেন,

اللهُمّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ۞ وَحَصِّنْ فَرْجَه

আল্লাহ, আপনি তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। হৃদয়টা পবিত্র করে দিন। লজ্জাস্থানকে (অন্যায় কাজ থেকে) হেফাজতে রাখুন।

বর্ণনাকারী আবূ উমামা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর সে আর কোনোদিন ব্যভিচারের দিকে ফিরেও তাকায়নি।[২৩৪]

অর্থাৎ, নবিজি তার মানসিকতার পরিশোধন করলেন—নিজের মা-বোন, মেয়ে, খালা-ফুফুর জন্য যা তোমার পছন্দ নয়, অন্যের মা-বোন, মেয়ে, খালা-ফুফুর সাথে তা কীভাবে করবে? প্রতিটি মেয়েই তো কারও মা-মেয়ে-বোন-ফুপু-খালা। এই হাদীসটা খুব ভালো করে লক্ষ করলে কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার হয়,

- নারীকে ভোগ্যপণ্য বা যৌন-বস্তু ভাবা (sexual objectification) বর্তমান সমাজে মহামারীর মতো। নারী-নারীত্ব-নারী শরীরকে পুঁজিবাদ পণ্য বানিয়ে নিয়েছে যার একটা দাম আছে। যেটা কারও কাছে ক্যারিয়ার, কারও কাছে বিজ্ঞাপনের কৌশল, কারও কাছে ক্রেতা টানার হাতিয়ার। নারীর এই অবমাননা ইতিহাসে নজীরবিহীন, যে অপমানকে সম্মানের মোড়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারীর পণ্যায়ন দূর করতে নবিজি নারীর পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে তুলে ধরেছেন। সহমর্ম-কে ঢাল হিসেবে তুলে ধরেছেন : আমার ঘরেও মেয়ে আছে, এই মেয়েটিও কারও ঘরের। **যে পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে খাটো করার জন্য নারীবাদ দিনরাত এক করে ফেলছে, সেই সম্পর্কগুলোই নারীর সুরক্ষাব্যূহ, সেই সম্পর্কগুলোই পণ্য থেকে মানুষ হিসেবে নারীর সম্মান।**

- মুসলিম সমাজ একটা বুনন। বিশ্বস্ততা, আস্থা, আমানতদারী, পরস্পরের ইজ্জতের সুরক্ষা—এগুলো হলো সেই বুননের সুতো। **এই বুননকে যা কিছু নষ্ট করে, এজন্যই ইসলাম সেগুলোকে হারাম করেছে, অনৈতিক ও অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে।** সমাজ মানুষের নেতৃত্ব, টিকে থাকা, বিপদ মোকাবিলা, সহযোগিতা, উৎসব, উন্নতি ইত্যাদি সহজাত বিষয়ের জমিন হিসেবে কাজ করে। মানুষের পজিটিভ দিকগুলোর বিকাশ ঘটায়, নেগেটিভ দিকগুলো নিয়ন্ত্রণ করে (লোকলজ্জা, বদনামের ভয়, সালিশ-মীমাংসা)। কোনোভাবেই এই fabric of society নষ্ট করা যাবে না। মিথ্যা কসম খাওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অপবাদ, গীবত, মিথ্যাকে হারাম করেছে এবং এগুলোর লিগ্যাল পজিশন ও দণ্ডবিধি

[২৩৪] আহমাদ, ২২২১১।

দিয়েছে। মানুষের স্বভাবসুলভ যূথবদ্ধতাকে অর্থাৎ এই বুননকে সুরক্ষা দেবার জন্য পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব ও সুকুমারবৃত্তির চর্চাকে প্রোমোট করেছে। **একজনের নিকটাত্মীয়ার সাথে আরেকজনের ব্যভিচার এই দুইজনের মাঝের এই সৌভ্রাতৃত্বকে নষ্ট করে। এভাবে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।** আরেকটা হাদীস মিলিয়ে নিন :

> “ আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম,

– আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটা?
– আল্লাহর জন্য কোনো সমকক্ষ সাব্যস্ত করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।
– সত্যিকারার্থেই এটি অনেক বড় গুনাহ। তারপর কোনটা?
– সন্তান তোমার সাথে খাবারে ভাগ বসাবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা।
– তারপর কোনটা?
– **প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।”**[২৩৫]

আলাদা করে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারকে ইসলামে আলাদা করে গুরুত্ব দিয়ে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

> “ মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণের উদ্দেশ্যে বললেন, “তোমরা ব্যভিচার সম্বন্ধে কী বলো?” সবাই বলল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছেন, অতএব তা কিয়ামাত পর্যন্ত হারাম।’ তখন তিনি বললেন, **“কোনো ব্যক্তির জন্য প্রতিবেশী নয় এমন দশজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে প্রতিবেশী একজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করার শাস্তি বেশি হবে।”**[২৩৬]

ইসলাম কেন ব্যভিচারকে হারাম করেছে এবং এজন্য সর্বোচ্চ দণ্ড রেখেছে, এই হাদীস থেকে তা স্পষ্ট। প্রতিবেশীর সংজ্ঞা ইসলাম দিয়েছে : ‘সামনে-পিছনে-ডানে-বামে ৪০ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী’। অর্থাৎ, সমাজের ভিত্তিই (বিশ্বাস, আস্থা, আমানতদারী, পরস্পরের সম্মান) নষ্ট হয় এর দ্বারা।

■ ৩টি পয়েন্ট উল্লেখ করব কাছাকাছি ধরনের—

১.

আজ সমাজে ব্যভিচারের স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা চলছে, সমকামিতাকে স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা চলছে। রক্ষণশীল ব্রিটিশ সমাজের উপশহর ও গ্রামের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী এখনও ইউরোপ মেইনল্যান্ডের বেলেল্লাপনা ও ক্রমধ্বংসাত্মক

---

[২৩৫] বুখারি, ৪১২৫।

[২৩৬] আহমাদ, ২৩৮৫৪; আল-আদাবুল মুফরাদ, ১০৩।

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছে। যৌনবিকৃতির সমর্থক সরকার শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা বাধ্য করছে নতুন প্রজন্মের মাঝে এসব বিকৃতি স্বাভাবিকায়নের। গেল বছর শিক্ষামন্ত্রী নিজে ঘোষণা দিয়েছেন : কোনো বাপ-মা তার বাচ্চাকে LGBT ক্লাসে যেতে বাধা দিতে পারবে না।[২৩৭] সন্তানকে এইসব ক্লাসে গিয়ে যৌনবিকারকে স্বাভাবিক ভাবা থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন পিতা Jabar Jay Hussain, ৩ মাসের জেল ও ২৫০০ পাউন্ড জরিমানার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে।[২৩৮] **উদারনীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, সকল ধর্মের সহাবস্থান, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নৈতিক আপেক্ষিকতা—শব্দগুলো আসলে যে ফাঁকি, বুঝতে পারছেন?**

২.

আচ্ছা, বাদ দেন। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ তো এটার নর্মালাইজেশন চায় না। তাহলে তাদের ইচ্ছের বিপরীতে কাদের ইচ্ছে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কেন একে সহজভাবে নিতে বলা হচ্ছে সংবিধানের বিপরীতে গিয়ে? সংবিধানে ১০ বছরের দণ্ড থাকা অবস্থায় কাদের মন যোগাতে 'গে-প্রাইড' মিছিল, এম্বাসিতে LGBT পতাকা উত্তোলন, জায়গায় জায়গায় সেমিনার করতে দেওয়া হচ্ছে। সংবিধান নাকি জনতার চিন্তার প্রতিফল, গণতন্ত্র নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন! তাহলে? গণতন্ত্র যে ফাঁকি, এটা ইসলামপন্থীদেরও বোঝানো লাগে, আফসোস।

৩.

ইসলামি বিশ্বব্যবস্থায় বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সমকামী যুগলের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, উভয়ের। মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কেননা তা সমাজকে অস্থির করে তোলে, পরিবারকে অশান্ত করে তোলে। যাকে ইসলাম 'ফিতনা' নামে অভিহিত করেছে। আর অপরাধ হিসেবে ফিতনা সৃষ্টি হত্যার চেয়ে গুরুতর।[২৩৯] ব্যভিচার ও সমকাম :

- ➡ মানবজাতির সামষ্টিক বায়োলজির বিরুদ্ধে (যার দরুণ এটা বহু যৌনবাহিত রোগের কারণ)
- ➡ ব্যক্তিসত্তার বায়োলজির বিরুদ্ধে (নিরাপদ যৌনসম্পর্ক ব্যক্তির প্রয়োজন)
- ➡ ব্যক্তিসত্তার সাইকোলজির বিরুদ্ধে (ঘরের মেয়েদেরকে কারও হাতে খেলনার মতো ব্যবহার হবে, এটা মেনে নেয়া)

---

[২৩৭] Camilla Turner (9 APRIL 2019). *Parents cannot veto children taking part in LGBT lessons,* Education Secretary says.Telegraph

[২৩৮] Jimmy Nsubuga (3 Feb 2020). *Dad who refuses to send son to school over LGBT lessons is facing jail.* [metro.co.uk]

[২৩৯] সূরা বাকারা, ০২ : ১৯১, ২১৭।

- ➡ **সামষ্টিক সাইকোলজির বিরুদ্ধে (সবার মাঝেই অস্থিরতা- উদ্বিগ্নতা তৈরি করে)**
- ➡ **মানুষের স্বাভাবিক আন্তঃসম্পর্ক ও সংঘবদ্ধতার বিরুদ্ধে (পরিবার-সমাজকে ধ্বংস করে)**

যখন প্রমাণিত সমকাম বা ব্যভিচারকে 'আন-পানিশড' ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন সমাজে আরও কিছু মানুষ উৎসাহিত হবে।

- ➡ **যাদের মনে দু-একবার উঁকি দিয়ে হারিয়ে যেত, তারা চিন্তাটাকে লালন করবে।**
- ➡ **যারা ভিতরগত পাপবোধ ইত্যাদির কারণে ইগনোর করত, তারা এবার ফ্যান্টাসি করবে, যেহেতু নর্মাল হয়ে গেছে।**
- ➡ **যারা সমাজের ভয়ে হলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করত, তারাও আর কন্ট্রোল করবে না।**

ফলে সমাজ অস্থির হয়ে পড়বে, সোশ্যাল স্ট্রেস। যে চায় না তার অপ্রাপ্তবয়সী মেয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হোক, বা তার সন্তান বিকৃতিকে বরণ করুক, তাকেও মেনে নিতে হবে এই অনিবার্যতা।

ব্যভিচার নিয়ন্ত্রণ

এজন্যই ইসলাম ব্যভিচারকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। শুধু তাই না, ব্যভিচারের সকল রাস্তাও বন্ধ করেছে, যা ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যাবে পদে পদে। নিচের টেক্সটগুলো একসাথে পড়লে ব্যাপারটা টের পাওয়া যায়,

> “ তোমরা যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও অতি জঘন্য পথ'। [সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭: ৩২]

> “ প্রকাশ্য হোক বা গোপন কোনো রকম অশ্লীলতার কাছেও যেওনা'।
> [সূরা আনআম, ৬: ১৫১]

- ইসলাম যিনার কাছে যেতেও নিষেধ করে।
- ব্যভিচারের আগের ধাপগুলোকেও অপরাধ সাব্যস্ত করে, তা থেকে মানুষকে ফিরতে বলেছে। চোখ-কান-হাত-পা-জিহ্বা সবই যিনা করে, যিনার প্ররোচনা দেয়, যা পূর্ণতা পায় লজ্জাস্থানের মাধ্যমে। সুতরাং এসব অঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

> “ চোখের ব্যভিচার হলো দেখা। কানের ব্যভিচার শোনা। জিহ্বার ব্যভিচার বলা। হাতের ব্যভিচার ধরা। পায়ের ব্যভিচার হাঁটা। মন কামনা করে আর লজ্জাস্থান তা

সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।[২৪০]

> মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা, ফুঁসলানো কণ্ঠের যিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের যিনা, কোনো অবৈধ উদ্দেশ্যে পথ চলা পায়ের যিনা, এভাবে ব্যভিচারের যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয়, তখন লজ্জাস্থান তার পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে।[২৪১]

- এমনকি একে কঠোর ধমকিমূলকভাবে ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> কোনো ব্যভিচারী ব্যভিচারের সময়ে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না।
> কোনো চোর চুরির সময় মুমিন অবস্থায় চুরি করে না।
> কোনো মদখোর মদ খাওয়ার সময় মুমিন অবস্থায় মদ পান করে না।
> কোনো লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠন করার সময় মুমিন অবস্থায় লুণ্ঠন করে না।[২৪২]

- এ ছাড়াও নানান হাদীসে ব্যভিচার কত গুরুতর অপরাধ, তা বোঝানো হয়েছে—

> নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য কারও মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেওয়া ওই মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভালো, যে তার জন্য হালাল নয়।[২৪৩]

দণ্ডবিধি

ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে গেলে ইসলাম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে, যাতে সমাজ এ থেকে শিক্ষা নেয়। কুরআন বলছে,

> ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে এক শ করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। **মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।**[২৪৪]

কেবল শাস্তি দেবার জন্য শাস্তি নয়, বরং এ শাস্তি সমাজের প্রশিক্ষণ। ইসলামে

---

[২৪০] মুসলিম, ২৬৫৭।

[২৪১] বুখারি, ৬২৪৩; মুসলিম, ২৬৫৭।

[২৪২] মুসলিম, ৫৮।

[২৪৩] তাবারানি, ২০/২১২; সহীহুল জামি', ৪৯২১।

[২৪৪] সূরা নূর, ২৪ : ০২।

ব্যভিচারের ২ রকম শাস্তি রয়েছে।

১. আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি (হুদুদ) :

যদি প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হয়ে প্রমাণিত হয়। যেমন, ব্যভিচার প্রমাণের ক্ষেত্রে ৪ জন সাক্ষী লাগবে, যারা 'যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ অবস্থায়' দেখেছে। কিংবা অপরাধী নিজমুখে ৪ বার স্বীকার করবে। আরও শর্ত আছে। সকল শর্ত পূরণ হলে হদ আরোপ হবে।

অবিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য—১০০ দোররা বা চাবুক বা বেত্রাঘাত।

বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য—'রজম' বা পাথর ছুড়ে হত্যা।[২৪৫]

২. বিচারক প্রদত্ত শাস্তি :

এখন ধরা যাক,

অন্য কোনো আলামত পাওয়া গেল, যা দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, কিন্তু হুদুদ-এর শর্ত পূরণ হয় না। সেক্ষেত্রে বিচারক নিজে শাস্তি ঠিক করবেন, যা আসামীকে ও তার মতো অন্য লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত হবে।[২৪৬] একে বলা হয় তা'জীর।

ধর্ষণের শাস্তি

ধর্ষণ আর ব্যভিচার এক নয়। অনেকের মাঝে ভুল ধারণা আছে যে, ধর্ষণ প্রমাণ হতে মনে হয় ৪ জন সাক্ষী লাগে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ব্যভিচার প্রমাণ হতেই তো সর্বদা ৪ জন লাগে না, ৪ জন লাগে শুধু হুদুদ শাস্তি দেবার জন্য। তা'জীর শাস্তি দেবার জন্য ৪ জন সাক্ষী দরকার নেই, আসামীর স্বীকার যাবারও দরকার নেই, অপরাধ প্রমাণিত হলেই বিচারক তাজীর শাস্তি দিতে পারবেন। আর ধর্ষণের ব্যাপারে,

> ওয়াইল ইবনু হুজর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এক মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোনোরূপ শাস্তি দেননি, তবে ধর্ষণকারীকে

---

[২৪৫] কাসানি, বাদাইয়ুস সানাইঊ, ৭/৩৭-৩৯।

[২৪৬] ইবনু আবদুল বার্ রাহিমাহুল্লাহ বলেন :
আলিমগণের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে (ঐকমত্য) যে, ধর্ষককে হদ শাস্তি দেওয়া হবে, যদি হদ শাস্তি প্রাপ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে বা সে নিজমুখে স্বীকার করে। অন্যথায়, (হদের আওতায় আনা না যায়, মানে যদি সে স্বীকার না করে, বা ৪ জন সাক্ষী পাওয়া না যায়) বিচারক তাকে শাস্তি দিবেন, এবং তা এমন শাস্তি হবে যা তাকে এবং তার মতো অন্যান্যদেরকে অপরাধ করতে বাধা দিতে পারে। আর নারীটির জন্য শাস্তি নেই, যদি পুরুষটি তাকে জোর করে পরাস্ত করে ফেলে, এর প্রমাণ হল নারীটির চিৎকার বা সাহায্য চেয়ে আর্তনাদ। (আল ইস্তিযকার, ৭/১৪৬)
[https://islamqa.info/en/answers/72338/ruling-on-the-crime-of-rape]

হদ্দের শাস্তি দেন।”[২৪৭]

> ইমাম আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন : যদি মহিলাকে বলাৎকার করা হয় কিংবা জোরপূর্বক ছিনতাই করা হয়, তাহলে মহিলার উপর কোনো শাস্তি কার্যকর হবে না।[২৪৮]

আর যদি প্রমাণ হয় যে, মহিলাকে অস্ত্রের মুখে, জীবননাশের ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ধর্ষক ‘মুহারিব’ অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হিসেবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে—

> যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে লড়াই করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, **তাদেরকে হত্যা করা হবে** অথবা **শূলীতে চড়ানো হবে** অথবা **তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে** অথবা **দেশ থেকে বহিষ্কার** করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।’[২৪৯]

এই আয়াত অনুসারে ধর্ষকের অপরাধের ভয়াবহতা অনুসারে এবং সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপনকে উদ্দেশ্য করে ৪টি শাস্তির যে-কোনোটি রায় দিবেন বিচারক।

---

[২৪৭] ইবনু মাজাহ, ২৫৯৮।

[২৪৮] ইসলামী আইন ও আইনবিজ্ঞান, ১/২৬৬।

[২৪৯] সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৩

পরিশিষ্ট ৩ : বৈবাহিক ধর্ষণ

'বৈবাহিক ধর্ষণ'— এটা কেবল দুটো শব্দ নয়। ২ শব্দের ভিতর ২টা দর্শন—বিবাহের দর্শন, ধর্ষণের দর্শন। যেমন 'পিল' শুধুমাত্র একটা ওষুধ না, একটা জীবনদর্শন, একটা লাইফস্টাইল। যেহেতু 'বৈবাহিক ধর্ষণ' শব্দটাও একটা পশ্চিমা ধারণা, শব্দটার অন্তর্নিহিত দর্শনও আমাদের পশ্চিমা প্রেক্ষাপটেই বুঝতে হবে। এবং আমাদের প্রেক্ষাপটে সেই দর্শনের উপযোগিতা আলোচনায় আনতে হবে। কোনো নৈতিক গ্রাউন্ডে (consent-based model) ধর্ষণ একটা অপরাধ, কিন্তু ব্যভিচার অপরাধ না—সেটা আমরা অলরেডি দেখেছি। এবার আমরা একটু দেখব, পশ্চিমা আধুনিকতায় 'বিবাহ' কী (Western philosophy of marriage)?

পাশ্চাত্য বিবাহ-দর্শন

২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন আসতে শুরু করে। অর্থনীতি ও সমাজনীতি খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সংঘাত ও প্রতিযোগিতা এই পরিবর্তনের কারণ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার জন্য সমাজব্যবস্থাকে উপযোগী করে নেবার জন্য মানুষের ধ্যানধারণা, পরিবার কাঠামো সবকিছু বদলে দেওয়া হয়। ফলে পরিবর্তন আসে 'বিবাহ'-এর ধারণায়ও। যেমন ধরুন, **অর্থনৈতিক লম্ফঝম্পের উদ্দেশ্যে নারীদের ব্যাপকভাবে জবমার্কেটে আনা ও রাখা প্রয়োজন। ৬০-এর দশকে শুরু হলো নারীবাদের ২য় ওয়েভ, একই সময় দেওয়া হলো 'জেন্ডার-রোল থিওরি'। বাধা মনে হলো পরিবার ও সন্তান, ৬০ এর দশকেই এলো 'পিল'।** মিডিয়া তার কাজ শুরু করল। সন্তান ধারণ ও লালন আর রইল না 'বিবাহের উদ্দেশ্য'। জনপ্রিয় হতে লাগল 'লিভ-টুগেদার' কালচার। পশ্চিমা সমাজে বিবাহের আধুনিক ধারণাটা কেমন, দেখা যাক।

বিবাহের ঐতিহ্যগত ধারণা	বিবাহের আধুনিক ধারণা
উদ্দেশ্য ১ : নারী-পুরুষ যৌনসম্পর্ককে বৈধতা প্রদান। কেননা যৌনতায় বৈধ-অবৈধ পার্থক্য করে চাহিদায় লাগাম দেওয়াটা মানবজাতির সামষ্টিক বায়োলজির জন্য জরুরি। যার প্রমাণ যৌনরোগসমূহের বিস্তার।	বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে এখন যৌনরোগের চিকিৎসা আমাদের কাছে আছে। কনডমসহ নানান ব্যবস্থা আছে রোগ ঠেকানোর জন্য। সুতরাং এখন আর বৈধ-অবৈধ পার্থক্য করার প্রয়োজন নেই।
উদ্দেশ্য ২ : সন্তান জন্ম দিয়ে প্রজাতি টিকিয়ে রাখা।	এখন এজন্য আর বিবাহের প্রয়োজন নেই। স্পার্ম ব্যাংক আছে। তা ছাড়া লিভ-টুগেদারের মাধ্যমেও সন্তান দুনিয়াতে আনা যায়।
উদ্দেশ্য ৩ : মিথোজীবিতা। পুরুষ আয় করবে, নারী ঘর সামলাবে, সন্তান দেখাশোনা করবে। এভাবে মিথোজীবিতার মাধ্যমে মানবসত্তা বিকশিত হবে। একটা স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও আবেগিক মিথোজীবিতার জন্য বিবাহ প্রয়োজন।	এটারও এখন প্রয়োজন নেই। প্রযুক্তির ফলে শ্রমের কাজগুলোও এখন সহজ হয়ে গেছে। ফলে যে কাজ শুধু পুরুষই করতে পারত, তার অনেক কিছুই এখন মেশিন অপারেট করে নারীরাও করতে পারে। উভয়েই আয় করে। অর্থনৈতিক, যৌনতা, আবেগিক—কোনোকিছুর জন্যই এখন আর স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজন নেই। ঘরের কাজগুলো পুঁজিবাদের কল্যাণে আগের মতো কঠিন নেই। ফাস্টফুড, সার্ভিস, ডেকেয়ার এমনকি কাডলিং সার্ভিসও রয়েছে।
উদ্দেশ্য ৪ : সন্তানের পিতৃতান্ত্রিক বংশধারা রক্ষা করা। সন্তানের দায়দায়িত্ব-ভরণপোষণ কে নেবে, সমাজে কার পরিচয়ে পরিচিত হবে, কোন বাবার উত্তরাধিকার সে পাবে ইত্যাদির জন্য এটা জরুরি।	এখন মা নিজেই সন্তানের দায়িত্ব নিতে পারে। সন্তান মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হবে। মায়ের নিজের সম্পত্তি আছে বলে মায়ের উত্তরাধিকার হবে। সন্তানের বাবার বংশপরিচয় প্রয়োজন নেই।

উপরের চার্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঐতিহ্যবাহী ‘বিবাহ’প্রথার যে যে উদ্দেশ্যগুলো ছিল, তা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণে এবং পুঁজিবাদের বিকাশের দরুন বিবাহ ছাড়াই পূরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সুতরাং **প্র্যাক্টিক্যালি যৌন, আর্থিক, প্রজন্মগত, স্বাস্থ্যগত—কোনো কারণেই আধুনিক সভ্যতার ‘বিয়ে’র দরকার নেই।** তাহলে তারা কেন বিয়ে করে?

এটাই পশ্চিমা সভ্যতার আধুনিক বিবাহ-দর্শন। আর তা হলো : **বিয়ে কেবলই একটা চুক্তি, যেখানে সমান দুজন মানুষ** (primarily a personal contract between two equals) **একে অপরের সাথে বাকি জীবন কাটাতে সম্মতি দেয়। তারা বিশ্বাস করে এতে তাদের প্রেম-খুশি-স্থিরতা বাড়বে।** এবং এই সংজ্ঞা থেকেই সমকামীরাও বিয়ে

করে, কেননা বিয়ের এই সংজ্ঞায় তারাও শামিল। যেহেতু সন্তান জন্মদান এই সংজ্ঞায় নেই। প্রবেশন (penetration) তো এখন সেক্সের সংজ্ঞায়ই নেই। সুতরাং ভ্যাজাইনাল সেক্সও বিয়ের এই সংজ্ঞায় নেই। পশ্চিমা বিবাহ-দর্শনে বিশ্বাসীরা ঠিক এই চিন্তাকাঠামো থেকেই প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী বিবাহ-প্রথা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

CBS News তাদের *60 Minutes and Vanity Fair* প্রোগ্রামের মাধ্যমে এক জরিপ করে, বিয়ের উদ্দেশ্য কী—এর উপর—৫৪% বলেছে : এর উদ্দেশ্য প্রতিশ্রুতিশীলতা (mark of commitment)

- ➡ **২৩% বলেছে : এর উদ্দেশ্য সন্তানের জন্য সুন্দর পরিবেশ দেওয়া (provide for raising children)**
- ➡ **২০% বলেছে : বিয়ের আদৌ কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না, নিরর্থক।**
- ➡ **সেক্স, সন্তান আনা, মিথোজীবিতা—এসব বিয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যেই পড়ে না।**

সুতরাং, এই বাস্তবতায় সমান দুজন, যাদের কারও উপর কারও কোনো দাবি নেই, অধিকার থাকবে না। স্রেফ পরস্পরকে মানসিক সুখ দেওয়া, কমিটমেন্ট, ভালোবাসা যে চুক্তির উদ্দেশ্য; সেখানে যদি বিন্দুমাত্রও একপক্ষের অসম্মতি থাকে, সে চুক্তি আর প্রাসঙ্গিক থাকে না। এটাই 'বৈবাহিক ধর্ষণ'-এর ক্যানভাস। ওই বিশেষ বিবাহ-দর্শনে ওই বিশেষ অসম্মতির আচরণ (যা চুক্তির আওতাধীন না) তখন অপরাধ হিসেবে পরিগণিত।

পশ্চিমা বিবাহ-দর্শন আরও স্পষ্ট হবে যদি তাদের ডিভোর্স-দর্শনটা একটু টেনে আনা যায়। ১৯৬৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে প্রথম পাশ হয় no-fault divorce আইন। যদি উভয়ের যে-কারও বিবাহ কন্টিনিউ করতে ইচ্ছে না করে, সে নো-ফল্ট ডিভোর্স দিতে পারে, যেখানে সঙ্গী/সঙ্গিনীর কোনো দোষ উল্লেখের প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ পশ্চিমা দেশেই এই আইন রয়েছে। ১৯৭৫ সালে অস্ট্রেলিয়াও এই আইন করে। তাদের বিবাহ-দর্শনে কোনো দায়বদ্ধতা, কোনো স্বার্থত্যাগ, সন্তানের দিকে চেয়ে কম্প্রোমাইজের কোনো বিষয় নেই। পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের অনিবার্য ফল এসব আইন।

ইসলামের নিকাহ

বিপরীতে ইসলামের বিবাহ-দর্শন ভিন্ন। ইসলামে বিয়েকে বলা হয় নিকাহ (نكاح), বা তাযবীজ (تزويج) । যার আভিধানিক অর্থ হলো : মিলন (union), জোড়া সৃষ্টি করা (pairing)। নিকাহের প্রধানতম উদ্দেশ্যই যৌনমিলন। যৌনতা মানুষের একটি

মৌলিক প্রয়োজন। এটি পূরণও হতেই হবে, আবার একই সাথে একে নিয়ন্ত্রণও করতে হবে। এই চাহিদা পূরণ ও একইসাথে নিয়ন্ত্রণের বিধিবদ্ধতা হচ্ছে নিকাহ, যার উদ্দেশ্যই দুই লিঙ্গের union-কে বৈধ করা। বিয়ের পর যদি দেখা যায় স্বামী অক্ষম, তাহলে স্ত্রী তালাক নিতে পারে। **সুতরাং যৌনমিলন হচ্ছে নিকাহের প্রধানতম উদ্দেশ্য। এটা পশ্চিমা marriage-এর সাথে নিকাহ-এর প্রধানতম পার্থক্য।** যৌনমিলন সম্ভব না হলে, নিকাহ (union) নিরর্থক। **একজন স্বাধীন নারীর যৌনাঙ্গ একজন পুরুষের জন্য বৈধ হবার আইনী ভিত্তি—নিকাহ। পশ্চিমা সভ্যতায় এই ভিত্তি হলো সম্মতি, আর আমাদের হলো নিকাহ।**

সুতরাং, নিকাহ-কেন্দ্রিক অন্যান্য বিধানাবলীও এই যৌনমিলন ও একান্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে গঠিত। যেমন, যদি 'মাহর' বা compulsory marital dower নিয়ে আলোচনা করি তাহলে এই উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট হয়। ইসলামে নিকাহের সাথে মাহর বা মোহরানা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'মাহর' নগদ অর্থ হতে পারে, গহনা হতে পারে, কোনো বস্তু হতে পারে এবং কোনো মূল্যবান শিক্ষাও হতে পারে (কুরআনের সূরা)।[২৫০] Just give anything precious to the precious person of your life. হাদীস থেকে আমরা জানি নগদ দিরহাম, সোনার টুকরো, কুরআনের সূরা (তার আর কিছুই নেই) শিখিয়ে দেওয়াকেও বিয়ের মাহর (মোহরানা) হিসেবে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করেছেন।

১.

হাদীসে এসেছে :

> আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, '...স্বামী তার সাথে **সহবাস করলে তাতে সে মাহরের অধিকারী হবে।**[২৫১]

যদি বিয়ের সময় মাহরের পরিমাণ নির্ধারণ না-ও করে, বিয়ে consummate করার সাথে সাথে স্ত্রী মাহর প্রাপ্য হবে। এই consummate অর্থ 'স্বামী-স্ত্রী একান্ত হওয়া' (private secclusion)। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

> 'পর্দা টেনে দিলে বা দরজা বন্ধ করলেই পূর্ণ মাহর ওয়াজিব হবে।'

এটাই মালিকি ফকীহ ছাড়া বাকিদের অভিমত।[২৫২]

---

[২৫০] হানাফী মাযহাব মতে সূরা শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা হবে না। এমন কিছু হতে হবে যার বিনিময়মূল্য আছে। এবং কমপক্ষে ১০ দিরহামের নিচে মাহর হবে না। [হিদায়াহ, ২/৩৭]

[২৫১] আবূ দাঊদ, ২০৮৩; তিরমিযি, ১১০২; ইবনু মাজাহ, ১৮৭৯, ১৮৮০।

[২৫২] Dr. Saalih ibn Ghaanim al-Sadlaan, *The Fiqh of Marriage in the Light of the Quran and Sunnah.*

২.

উকবা ইবনু আমির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

> “রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শর্ত (চুক্তি)-সমূহের মধ্যে **সর্বাধিক প্রতিপালনীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, তোমরা যা দ্বারা (মহিলার) লজ্জাস্থান হালাল করবে,** (অর্থাৎ মাহর আদায় করা)।[২৫৩]

মাহর নির্ধারণ না করলেও সহবাসের পর স্ত্রী মাহর প্রাপ্য এবং ওয়াজিব, যদি না স্ত্রী দাবি ত্যাগ করে। মাহর পরিশোধ না করে স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তি থেকে অন্যদের দেনা শোধের আগে শোধ করতে হবে স্ত্রীর মাহর।

৩.

ইবনু যুহরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান জবরদস্তিভাবে যিনা করা হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের ফয়সালা এই দিয়েছেন : ধর্ষণ যে করেছে, সে ওই স্ত্রীলোকটিকে মাহর দান করবে। ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের নিকট এই ফয়সালা যে, **যদি কেউ কোনো স্ত্রীলোকের উপর জবরদস্তি করে, চাই সে কুমারী হোক অথবা অকুমারী, যদি সে স্বাধীন নারী হয়, তবে তাকে মাহরে মিসাল দেওয়া আবশ্যক**।[২৫৪]

৪.

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার সাথে মিলন করতে গিয়ে দেখে যে, ওই নারী শ্বেত কুষ্ঠরোগী বা পাগলী বা কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা তাহলে ওই **স্বামীর উপর স্পর্শ করা (মিলন) হেতু মাহর আদায় যোগ্য হবে।** তবে ওই ব্যাপারে যদি কেউ ধোঁকা দিয়ে থাকে তাহলে তাকেই মাহরের জন্য দায়ী করা হবে।[২৫৫]

৫.

যদি স্বামী সহবাস না করেই বা পরিপূর্ণ একান্ত না হয়েই তালাক দেয়, তাহলেও স্ত্রী অর্ধেক মাহর পাবে।[২৫৬]

---

[২৫৩] আবূ দাউদ, ২০৩০।

[২৫৪] মুওয়াত্তা, ১৪১০।

[২৫৫] ইবনু হাজার, বুলূগুল মারাম, ৩০১।

[২৫৬] ইবনু আবিদীন শামি, রদ্দুল মুহতার, ৪/২৩৬।

৬.

আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মাহর পরিশোধের আগ পর্যন্ত স্ত্রী চাইলে সহবাসের অনুমতি না-ও দিতে পারে।[২৫৭] কিন্তু একবার অনুমতি দিয়ে ফেললে, আর অনুমতি স্থগিত করতে পারবে না। শুধু ইমাম আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

৭.

অধিকাংশ আলিমের মতে (হাম্বলি ছাড়া বাকিদের মতে), মাহর নেবার পর যদি স্ত্রী সহবাসে অসম্মতি জানায় (শারঈ কারণ ছাড়া), তাহলে স্বামী মাহর ফেরত চাইতে পারবে।[২৫৮] এবং স্ত্রী ভরণপোষণ পাবার অধিকার হারাবে।[২৫৯]

৮.

যদি বাতিল বিবাহ (যা বিবাহ বলে গণ্য হবে না, যেমন একইসাথে ৫ম স্ত্রী হিসেবে কাউকে গ্রহণ করা) করে এবং সহবাস করে, তবে সহবাসের কারণে মাহর ওয়াজিব হবে।

মাহরের আলোচনাটুকু এজন্য করা হলো উভয়ের ওতপ্রোত হওয়াটা বোঝানোর জন্য। এবং মাহর নির্ধারণ ছাড়া নিকাহ অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু ‘একান্ত হওয়া বা সহবাস করা’র সাথে সাথে পূর্ণ মাহর ওয়াজিব হয়ে যাবে। আগেই ধার্য করে না নিলেও সহবাসের সাথে সাথে ‘মাহরে মিসিল’ (তার বংশের অন্যান্য মেয়েদের সমপরিমাণ মাহর)-এর হকদার স্ত্রী হয়ে যাবে, যা পুরুষের উপর ওয়াজিব।[২৬০] অর্থাৎ মাহরের সাথে একান্ত হবার সম্পর্ক রয়েছে। তবে একান্ত না হলেও কিছু ক্ষেত্রে মাহর দিতে হয়, যেমন :

➡ মিলিত হবার আগেই স্বামী মারা গেলে পূর্ণ দিতে হয়।[২৬১] [security money-র মতো]

➡ মিলিত বা একান্ত হবার আগেই তালাক দিলে অর্ধেক দিতে হয়।[২৬২] [সম্মানী হিসেবে]

মাহরের দ্বারা স্ত্রীর যৌনসম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মাহরের প্রতীকী বিনিময়ে স্ত্রীর

---

[২৫৭] হিদায়াহ, ২/৫১

[২৫৮] আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ।

[২৫৯] হিদায়াহ, ২/৫২।

[২৬০] ইবনু আবিদীন শামি, রদ্দুল মুহতার, ৪/২৪২।

[২৬১] আবূ দাঊদ, ২১১৪।

[২৬২] রদ্দুল মুহতার, ৪/২৩৬।

শরীরের উপর স্বামীর আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। এ থেকে অনেকে বলে থাকে, তাহলে পতিতার ভাড়াও তো একই জিনিস, তাহলে স্ত্রীও স্থায়ী পতিতা? পতিতার ভাড়া কেবলই তার ভাড়া। আর স্ত্রীর মাহর তার সম্মানী; কেননা স্ত্রী শুধু সেক্স দেয় না, একজন স্ত্রী তার স্বামীকে যা দেয়, তা অমূল্য। স্বামীর অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে দেয়, গুনাহকে কঠিন করে দেয়, ধীর-স্থিরতা দেয়, প্রশান্তি-ভালোবাসা দেয়, পিতৃত্ব-সুখ প্রদান করে, ঘরে শান্তি-আরামের ব্যবস্থা করে, কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ায়, একাকীত্ব কাটায়, অসুখে সেবা করে, জীবনসাথি হিসেবে সুখ-দুঃখের ভাগী হয়। **শিক্ষককে আপনি যত টাকাই দেন, সেটা তার দেওয়া 'শিক্ষার' মূল্য হয় না, সেটা সম্মানী হয়, Token of respect হয়। মাহর-ও তেমনি স্ত্রীর Token of respect, যা শুধু স্ত্রীরই নিজের, সে যেভাবে ইচ্ছে বৈধপথে খরচ করবে।**

এজন্য পরিভাষার গুরুত্ব এত ব্যাপক। **পশ্চিমা marriage বা বিবাহে ধর্ষণ হতে পারে, আমাদের 'নিকাহ'-তে ধর্ষণ বলে কিছু নেই। আমরা মুসলিমরা 'marriage' বা বিয়ে করি না, আমরা নিকাহ করি। ইসলামের বিবাহ-দর্শনে (নিকাহ) 'বৈবাহিক ধর্ষণ'-এর কোনো স্থান নেই।** এটা কোনো খেয়ালখুশি না যে, যা মনে চাইল তা-ই করলাম। একে বলে 'আকদ' (عَقْد), যার অর্থ চুক্তি, মতৈক্য, বন্ধন ইত্যাদি। যে-কোনো চুক্তির ফলে উভয় পক্ষের পরস্পর দায়বদ্ধতা থাকে, পরস্পরের উপর অধিকার থাকে, কর্তব্য থাকে, চুক্তি পূরণের প্রতিশ্রুতি থাকে, চুক্তি রক্ষার চেষ্টা থাকে। যখন খুশি বিনা উস্কানিতে চুক্তি বাতিল করে দেওয়া গেলে, তা কোনো চুক্তিই নয়। বিবাহ নারী-পুরুষের মাঝে এমন বন্ধন তৈরি করে যা শুধু বস্তুবাদী বা শুধু ভাবের দৃষ্টিতে নয়, বরং সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার দাবি রাখে।

এই বন্ধন শারীআ রক্ষা করে—

> ‘হালাল কাজের ভিতর সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো তালাক।’[২৬৩] (নিরুৎসাহ প্রদান)

> কোনো নারী যদি বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চায়, জান্নাতের সুগন্ধও সে পাবে না।[২৬৪]

> ‘তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো।’[২৬৫]

> ‘মুমিন পুরুষের উচিত নয় মুমিন নারীর ব্যাপারে ঘৃণা-দ্বেষ পোষণ করা; তার চরিত্রের

---

[২৬৩] আবূ দাঊদ, ২১৭৭-৭৮।

[২৬৪] সহীহুত তারগীব, ২০১৮।

[২৬৫] সূরা নিসা, ০৪ : ১৯।

একটা দিক যদি অপছন্দও হয়, আরেকটা দিক তাকে খুশি করে।’[২৬৬] (নারীদের ব্যাপারে সবর করা। একটা জিনিস খারাপ লাগলেই পশ্চিমের মতো ডিভোর্সের চিন্তা না করা।)

এই বন্ধন—

ব্যক্তিপর্যায়ে ধর্মবোধ দ্বারা নিশ্চিত হয়। শুধু তাই না, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রও এই বন্ধন রক্ষা করার চেষ্টা করে। স্বামী-স্ত্রীর যে-কেউ যদি দাবি করে যে, তার উপর জুলুম হয়েছে বা দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলে কাজী (ইসলামি আদালতের বিচারক) স্বামীর পক্ষে একজনকে নিযুক্ত করবেন, স্ত্রীর পক্ষে একজনকে নিযুক্ত করবেন। প্রথমে তারা উভয়পক্ষের সাথে কথা বলে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। নয়তো তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে, এই দম্পতির জন্য বিচ্ছেদ উত্তম হবে, নাকি বিবাহবন্ধনে থাকাটা উত্তম হবে।[২৬৭] অর্থাৎ—

- **পরিবার এটা নিশ্চিত করে মূল্যবোধ দ্বারা, সন্তানের ভবিষ্যৎ দ্বারা। পরিবারের মুরুব্বিরা উভয়পক্ষকে বুঝিয়ে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন।**
- **সমাজও এই কমিটমেন্ট নিশ্চিত করে সামাজিক প্রথা দ্বারা, সালিশের দ্বারা একটা সমাধানে আসার চেষ্টা করে।**
- **রাষ্ট্র নিশ্চিত করে আইনের দ্বারা; তালাক হলেও ইদ্দতকালে খোরপোষ, আজীবন সন্তানের ভরণপোষণ দিতে স্বামীকে বাধ্য করে।**

পশ্চিমা ‘বৈবাহিক ধর্ষণ’ ও ইসলামি পরিবারনীতি

কী কী কারণে ম্যারিটাল রেপ হচ্ছে, এর পেছনে স্বামীর কী সাইকোলজি কাজ করছে, আর সেই কারণগুলো ইসলামি পরিবারনীতি কীভাবে হ্যান্ডেল করে দেখা যাক।

[২৬৬] মুসলিম, ১৪৬৯।

[২৬৭] Muhammad bin Ibraheem At-Tuwaijiry, *The Book of Nikah,* p22

<table>
<tr><th></th><th>বৈবাহিক ধর্ষণের কারণ[২৬৮] (RAINN)</th><th>ইসলামে পরিবারনীতি</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>ধর্ষক স্বামীরা আসলে রাগ মেটায়।</td><td>• হে আয়িশা, যার অশ্লীল বাক্য ও দুর্ব্যবহারের জন্য লোকে তাকে ত্যাগ করে, সে হলো সর্বনিকৃষ্ট। [২৬৯]
• অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। [২৭০]
• রাগ শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে।[২৭১]
• তোমাদের কারোর যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগের উদ্রেক হয় তাহলে সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ দূর হয় তো ভালো, অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে।[২৭২]</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>কোনো কারণে স্ত্রীকে পিটানোর এক পর্যায়ে। (battering rape)</td><td rowspan="2">• অন্যায় দাবি স্ত্রী মানতে বাধ্য নয় (যৌতুক ইত্যাদি)। ন্যায়সঙ্গত দাবি যদি না শোনে তাহলে ইসলামি পরিবারনীতি :[২৭৩]
১. বোঝাও
২. বিছানা পৃথক করে দাও (জোর করে বিছানায় নেওয়া নয়)
৩. পরিবার বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে সীমিত আঘাতের অনুমতি দেওয়া হলো, যাতে কোনো দাগ হতে পারবে না,[২৭৪] স্রেফ রাগ প্রকাশ পাবে। তবে ভালো লোক এটুকুও করে না[২৭৫]
• কখনও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না[২৭৬]</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>শক্তি, প্রতিপত্তি ও নারীর উপর ক্ষমতা দেখায়। ১, ২ ও ৩ নং পয়েন্ট তখনই কাজ করে যখন, স্ত্রী কোনো কথা না শোনে। তখন রাগ আসে, ক্ষমতা দেখানোর দরকার পরে, পিটানো হয়।</td></tr>
</table>

[২৬৮] যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ যৌন নির্যাতন বিরোধী সংগঠন RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) এর লিফলেট

[২৬৯] মুসলিম, ৬৪৯০। (iHadis app)

[২৭০] তিরমিযি, ১৯৪৬। (iHadis app)

[২৭১] আবূ দাউদ, ৪৭৮৪। (iHadis app)

[২৭২] আবূ দাউদ, ৪৭৮২। (iHadis app)

[২৭৩] সূরা নিসা, ০৪ : ৩৪, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।

[২৭৪] প্রাগুক্ত।

[২৭৫] আবূ দাউদ, ২১৪৬। (ihadis)

[২৭৬] ইবনু মাজাহ, ১৮৫০; আবূ দাউদ, ২১৪২-৪৪। (ihadis)

৪.	**স্যাডিস্ট মানসিকতার স্বামী** (যৌন সিম্বলই কষ্ট দেওয়া). (Obsessive rape)	• তালাকের ব্যবস্থা • আর সিম্বোলিজম ইসলাম কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা আমরা আলচনা করেছি।
৫.	শুধু সেক্স করার জন্যই ধমকি-ধামকি (only verbal), আঘাত নেই (Force-only rape)	ইসলামের 'নিকাহ' ধারণায় স্বামী এই জোরটুকু করতে পারে। শরীয়া-অনুমোদিত কারণ ছাড়া স্ত্রী যদি মিলনে অসম্মতি জানায়, যা চুক্তিবদ্ধ হিসেবে তার জন্য অনুচিত, এবং স্বামী সেক্ষেত্রে সামান্য জোর করার এখতিয়ার রাখে। তবে, ইসলামি পরিবার ব্যবস্থায় এর প্রয়োজন পড়েনা। পরের চার্টে দেখুন।

প্রকৃত অর্থে 'ম্যারিটাল রেপ' যেটাকে বলা হচ্ছে, যা এই ৫টি কারণে হচ্ছে, বা এই ৫টা সাইকোলজি থেকে স্বামীরা করছে। ইসলামি পরিবারনীতিতে তার কোনো স্থান নেই। ইসলাম সেটাকে অবশ্যই নিরুৎসাহিত করে। আরবি নামের যে-কোনো লোকের অকাজ-কুকাজই ইসলামের পরিচয় না, ইসলামের পরিচয় ইসলামের শিক্ষা। **যে ইসলামের শিক্ষা মানে না, তার কাজে ইসলামের কী দায়, সে তো ইসলামের শিক্ষাকে মানেইনি। বরং পরিপূর্ণ ইসলামি দাম্পত্য শিক্ষা না থাকাই নারীর এই কষ্টের জন্য দায়ী।** ইসলাম সবাইকে একটা লিমিট দিয়ে দেয়, এর বাইরে গেলে বাড়াবাড়ি, এবং বাড়াবাড়ির হিসেব আল্লাহর কাছে দিতে হবে, আল্লাহ বাড়াবাড়ি করনেওয়ালাদের পছন্দ করেন না। এখন আপনারা তো সেই সীমাটাই জানতে দিচ্ছেন না, আবার সীমা লংঘন করলে ইসলামের দোষ দিচ্ছেন, মানে কী? **স্ত্রী যদি মনে করে স্বামী তার উপর জুলুম করছে, তবে অবস্থা সাপেক্ষে ইসলামি আদালতের দ্বারস্থ হবার অধিকারও তাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা অবশ্যই রেপ হিসেবে নয়, জুলুম হিসেবে। স্বামী কর্তৃক শুধু যৌনমিলন আমাদের 'নিকাহ'-এর ধারণায় অপরাধ না। তবে সেটার আগে যে জুলুম করা হয়, সেজন্য ইসলামি আদালত স্ত্রীর পক্ষে ব্যবস্থা নিতে পারে। অর্থাৎ তথাকথিত 'ম্যারাইটাল রেপ'-এ কেবল সহবাসটুকু ছাড়া বাকিসবকে ইসলাম জুলুমের অন্তর্ভুক্ত করে।**

কিন্তু ইসলামের শিক্ষাই এমন যে, তা এসব সাইকোলজিকেই এড্রেস করে। স্বামীর সাইকোলজিই জুলুমী হতে দেয় না। ইসলাম হলো ব্যালান্স, ভারসাম্য। চোরও ঠেকাব, জিনিসও লুকাব। সোনাদানা বাইরে রেখে চোরের দোষ দেবার ন্যাকামো ইসলামে নেই। বরং ইসলাম এমন সংযম, পরস্পরের জন্য উৎসর্গ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা দেয়, যে সফটওয়্যার শুরুতেই ইন্সটল করে দিতে পারলে, আপনাদের তথাকথিত 'ম্যারাইটাল রেপ' হবার কোনো সুযোগই নেই।

	ইসলাম স্বামীকে বলবে	ইসলাম স্ত্রীকে বলবে
১	**বেশি ঝামেলা কোরো না :** • মাসিকের সময় যখন নারীর শরীর-মন কোনোটাই ভালো থাকে না, তখন সহবাস হারাম।[১] • যদি বেশি প্রয়োজন হয়, পায়জামার ফিতা শক্ত করে আটকে নাও, উপরের অংশ থেকে উপকৃত হও, ব্যথা দেওয়া যাবে না।[২]	**যা চায়, সমস্যা না হলে দিয়ে দাও :** • স্বামী যদি কামনা করে, আর স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া (মাসিক, নেফাস) স্বামীর কাছে না আসে, তবে ফেরেশতারা অভিশাপ দেয়। • কোনো লোক তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ডাকলে সে যেন সাথে সাথে তার নিকট আসে, এমনকি সে চুলার উপর রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও।[৩]
২	**স্ত্রীর কত অধিকার :** • সে-ই উত্তম মুসলিম যার চরিত্র ভালো, আর তারই চরিত্র ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।[৪] • স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপর ও তাদের অধিকার আছে।[৫] • তারা **যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায়** লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদেরকে পৃথক বিছানায় রাখবে এবং আহত হয় না এরূপ হালকা মারধর করবে, এর অধিক তাদের উপর তোমাদের কর্তৃত্ব নাই।[৬]	**স্বামীর কত দাম :** • আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে।[৭] • যে নারী তার স্বামীকে খুশী রেখে মারা যায় সে জান্নাতে যাবে।[৮] • স্বামীর প্রতি তোমার আচরণের খেয়াল রেখো। কেননা সে তোমার জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম।[৯]

[১] 'তারা আপনাকে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, উহা অশুচি। সুতরাং মাসিকের সময় তোমরা স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না।' (বাকারাহ, ২ : ২২২)
'যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবতীর সাথে মিলিত হয় কিংবা কোনো মহিলার পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করে অথবা কোনো গণকের নিকটে যায়, নিশ্চয়ই সে মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করে।' (আবূ দাউদ, ৩৯০৬; তিরমিযি, ১৩৫; ইবনু মাজাহ, ৬৩৯)।

[২] মুওয়াত্তা, ১২৪-১২৫। (ihadis)

[৩] আস-সহীহাহ, ১২০২; তিরমিযি, ১১৬০। (ihadis)

[৪] তিরমিযি, ১১৬২। (ihadis)

[৫] ইবনু মাজাহ, ১৮৫১; তিরমিযি, ১১৬৩-৩০৮৭। (ihadis)

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] তিরমিযি, ১১৫৯; ইবনু মাজাহ, ১৮৫৩। (ihadis)

[৮] ইবনু মাজাহ, ১৮৫৪; তিরমিযি, ১১৬১। (ihadis)

[৯] আহমাদ, ১৮৫২৪; সিলসিলা সহীহা, ২২০; হাসান।

ইসলাম এমন ফরম্যাট, সেখানে দুজনই দুজনের জন্য স্যাক্রিফাইস করা শেখে। দুজনই যেখানে দুজনের জন্য ছাড় দেবার মানসিকতা রাখে, সেখানে সংঘর্ষের সুযোগ কোথায়?

ধর্ষণ vs বৈবাহিক ধর্ষণ : ভিতরের কাহিনী

ধর্ষণের সংজ্ঞা এখন ব্যাপক, যা শুধু পেনিট্রেশনের ভিতর সীমাবদ্ধ নেই। সেদিকে আলাপ নেব না। প্র্যাকটিক্যালি ধর্ষিতার মেডিকেল পরীক্ষা বাস্তবতা যা বোঝা যায়, ধর্ষণ অনেকগুলো অপরাধের সমষ্টি। অসম্মতিতে সহবাসই শুধু নয়; অসম্মতির দরুণ শারীরিক প্রহার, চড়-থাপ্পড়-জখম, বাধা দেবার চেষ্টার (ক্রস লেগ) বিপরীতে প্রচণ্ড আঘাত করা, যোনিপথ জখম, এই অপরাধ কয়টির সম্মিলিত রূপ হলো ধর্ষণ। নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসটা অসম্মতিতে করার অনুমতি থাকলেও বাকি কয়টা বড় ধরনের অপরাধ।

আর স্বাভাবিক তো এটাই যে, **নিজ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বাধা থাকবে দুর্বল, সাময়িক; ফলে সহবাসে অসম্মতি থাকতে পারে, তবে প্রতিরক্ষা থাকবে না। ফলে ধর্ষণের পাশবিকতা বা ভায়োলেন্স এখানে অনুপস্থিত। মনে অসম্মতি থাকলেও দৈহিক প্রতিরোধ প্রত্যাহার করে নেবে। ফলে স্ত্রীর ক্ষেত্রে 'ধর্ষণ' শব্দটাই অযথার্থ। মানে অসম্মতিতে সহবাস আর ধর্ষণ কখনোই এক জিনিস না। পশ্চিমা নারীবাদী লিবারেল নৈতিকতার কাগুজে সংজ্ঞায় তা পড়তে পারে, কিন্তু বাস্তবতা-বিবর্জিত এসব 'এসিরুম ডেফিনেশন'-এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এবং এসব কাগুজে ধারণা মানতেও আমরা বাধ্য না।**

তবে যেটা হতে পারে, স্বামী জালিম হতে পারে। জুলুমের অংশ হিসেবে জোরপূর্বক সহবাস হতে পারে। ইসলাম সেটাকে জুলুম হিসেবেই দেখবে, আলাদা করে ধর্ষণ হিসেবে নয়। আসল ঘটনাটা কী হয়েছে এবার আসি। বাইরে অপরিচিত মানুষ ধর্ষণ করে যাচ্ছে, ঠেকানোর বালাই নেই। স্বামীর ধর্ষণ নিয়ে কেন মাথাব্যথা। সারা পৃথিবীতে ধর্ষণের হার বাড়ছে। পুঁজিবাদ নিজ মুনাফা ও কম পারিশ্রমিকের লোভে নারীকে ঘরের বাইরে এনেছে, শ্রম নেবার জন্য বিয়ের বয়স পিছিয়েছে। সিনেমা ব্যবসা, পর্নব্যবসা দিয়ে মাঝের বয়সটা কাভার দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অনিবার্যভাবে শুরু হয়েছে ধর্ষণের মহামারি। পতিতাব্যবসা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করেও ঠেকানো যাচ্ছে না, উল্টো পতিতারা পর্যন্ত ধর্ষিতা হচ্ছে। #MeToo আন্দোলনে উঠে আসছে শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অসহায়ত্ব। সচেতন বোদ্ধারা বিষয়টা নিয়ে ভাবছে, বাইরে নারী নিরাপদ নয়।

এখন এটা কাভার দেওয়ার জন্য পরের তুরুপের তাস হলো, নারী তো ঘরেও নিরাপদ নয়। তোমরা নারীকে ঘরে নিতে চাচ্ছ, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে চাচ্ছ, ঘরে স্বামীর কাছেও তো নারী নিরাপদ নয়।

আমরা আগেই দেখলাম, খোদ নারীবাদীরা 'বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে' সম্মতি নিয়ে সঙ্গমকে ধর্ষণ বলছে না। তাহলে 'বিয়ে করে' (আমাদের 'নিকাহ' মানে সঙ্গমের সম্মতি) সঙ্গমকে ধর্ষণ বলা হচ্ছে কেন? তাহলে কি স্বামীকে প্রতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি নিতে হবে? হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আইন থেকে বাঁচতে স্বামীকে প্রতিবার লিখিত সম্মতিপত্রও নিতে হতে পারে। অবশ্যই স্বামীকে স্ত্রীর সমস্যা মানসিকতা বুঝতে হবে, কিন্তু স্থায়ী অনুমতিপ্রাপ্ত স্বামী স্ত্রীকে জোর করাও ধর্ষণ, আবার অপরিচিত লোক জোর করে লুটে নেওয়াও ধর্ষণ? এসব রূপকথায় আমাদের সায় নেই।

তাত্ত্বিক কথাবার্তা

মধ্যবিত্ত শিল্পপতি অংশটার উৎপত্তি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন থেকে (এনলাইটেনমেন্ট)। ব্যক্তির সংজ্ঞা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বাধীনতা, সমতা, উদারনৈতিকতা—ইত্যাদি মতবাদ যখন অর্থনৈতিক সেক্টরে প্রয়োগ করা হলো—জন্ম নিল পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র। যার বিকাশে বিকশিত হলো এই মধ্যবিত্ত শিল্পপতিরা, উপনিবেশ ও শিল্পবিপ্লবের মওকায়। এরাই ঘটালো পুরনো সামন্ততন্ত্রের পতন, জমিদারেরা ছিল এদের বিকাশে বাধা। কারণ এই বণিকেরা ছিল উৎপাদক— প্রজা আর শোষক জমিদারের মাঝখানে, যাদেরকে জমিদারেরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত, ব্যবসায় বিধিনিষেধ-খাজনাপাতি আরোপ করে।

পত্তন করল গণতন্ত্রের, যাতে নিজেদের ব্যবসার অনুকূলে শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করা যায়। সেই সাথে নিজেরাও সরাসরি মন্ত্রী ইত্যাদি হবার দ্বারা শাসনে হস্তক্ষেপ করা যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই এনলাইটেনমেন্ট থেকে আসা মূল্যবোধগুলো এই শ্রেণীটার পক্ষে কাজ করে। কীভাবে করে,

ক. আগের ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা ভোগকে নিরুৎসাহিত করে। সুতরাং 'ব্যক্তি' নতুন সংজ্ঞা দাও : সে নিজের নীতি নিজে ঠিক করে সে Human. (Humanism, Liberal ethics)

খ. **পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য মানুষ ত্যাগ করে, sacrifice করে, যা ভোগকে কমায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আদর্শের দ্বারা তৈরি হবে স্বার্থপর মানুষ, যার ফোকাস হবে শুধু নিজের ভোগ।**

গ. স্বাধীন মানুষ নিজের ইচ্ছার দাসত্ব করবে। ফলে স্বাধীনতা ভোক্তা বৃদ্ধি করবে। পরাধীন ব্যক্তির ভোগ সীমিত।

ঘ. সমতা ও এ থেকে উৎসারিত অন্যান্য আইন প্রত্যেকের ভোগের অধিকার নিশ্চিত করবে।

এভাবে এনলাইটেনমেন্টের পুরো কাঠামোটাই পুঁজিবাদের পক্ষে কাজ করবে। ভোগ বাড়লে ক্রেতা বাড়বে, ক্রেতা বাড়লে পণ্য বেশি বিক্রি হবে, বেশি বিক্রি মানে বেশি মুনাফা—পুঁজিবাদ। **যা যা এই ভোগকে নিরুৎসাহিত করে : ধর্ম, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ—সবকিছুকে ভেঙে অকার্যকর করে দিতে পারলে লাভেই লাভ।** আর রাষ্ট্র হবে সর্বশক্তিমান, যা সযত্নে রক্ষা করবে পুঁজিপতিদের অবাধ ব্যবসার স্বার্থ। **এরই অংশ হিসেবে 'বৈবাহিক ধর্ষণ' কনেসেপ্টের আমদানি। পশ্চিমের ভেঙে পড়া পরিবার, ভেঙে পড়া সমাজ ও ব্যর্থ রাষ্ট্র—এসব বড় বড় মাছকে ঢাকার জন্য 'বৈবাহিক ধর্ষণ' আরেক পদের শাক।**

পরিশিষ্ট ৪ : ধর্ষণের রিপোর্টিং কি উন্নত বিশ্বে বেশি?

প্রথমে আমরা কিছু পরিসংখ্যান দেখি। World Population Review-এর ২০২০ এর রিপোর্ট। **ব্র্যাকেটের সংখ্যাটা ধর্ষণের হার (প্রতি লাখে)।**

উন্নত দেশ	সংখ্যা	রক্ষণশীল দেশ	সংখ্যা
Sweden (৬৩.৫০)			
Australia (২৮.৬০)	৬,৩৭৮	Bangladesh (৯.৮২)	১১,৬৮২
Belgium (২৭.৯০)	২,৯৯১	Oman (৬.৬০)	১৮৩
US (২৭.৩০)	৮৪,৭৬৭	Senegal (৫.৬০)	৬৯৩
New Zealand (২৫.৮০)	১,১২৯	Morocco (৪.৮০)	১,৫০৭
Iceland (২৪.৭)	৭৮	Palestine (৩.০০)	১০৫
Norway (১৯.২০)	৯৩৮	Sudan (২.৯০)	১,১৮৯
Israel (১৭.৬০)	১,২৪৩	Algeria (২.৪০)	৮১২
France (১৬.২০)	১০,১০৮	Jordan (২.০০)	১১০
Finland (১৫.২০)	৮১৮	India (১.৮০)	২২,১৭২
Germany (৯.৪০)	৭,৭২৪	UAE (১.৫০)	৭২
Netherlands (৯.২০)	১,৫৩০	Turkey (১.৫০)	১,০৭১
Denmark (৬.৪০)	৪০০	Bosnia (১.২০)	৪৬
Canada (১.৭০)	৫৭৬	Yemen (০.৮০)	১৭৬
Japan (১.০০)	১,২৮৯		
Singapore (২.৭০)	১১৮		

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে ধর্ষণের হার বেশি। আমরা ‘স্থান সমস্যা’র ক্ষেত্রে নানা দেশের পরিসংখ্যান দেখেছি। বিশেষত যখন উন্নত বিশ্বে ধর্ষণ বেশি—বলা হয়, কথার কথা যদি বলি সুইডেনে ধর্ষণের হার বেশি কেন? তখন পশ্চিমা আধুনিকতার ভক্তরা

বলেন, উন্নত দেশে আইনশৃঙ্খলা ভালো, সামাজিক কুসংস্কার নেই, মানুষ ঘটনা লুকোয় না। তাহলে ধর্ষণ বেশি কেন, একই জবাব কি সুইডেন বাদে বাকি দেশগুলোর জন্যও? না, নিচের চার্টে সুইডেন এবং টপটেনের বাকি দেশগুলোর বাস্তবতা আসলেই ভিন্ন।

১ম চার্টে ডানপাশের দেশ, মানে প্রাচ্যের রক্ষণশীল সমাজের দশগুলোতে ধর্ষণ কম। এর ব্যাখ্যা তাদের কাছে হলো : এখানে সমাজের ভয়ে ভিকটিম জানায় না, আইনশৃঙ্খলার প্রতি আস্থা কম থাকায় জানায় না। রিপোর্টিং কম হয়। তাহলে আমরা বুঝলাম ইউরোপ আমেরিকা ছাড়া বাকি দেশগুলোতে ধর্ষণ বেশি হলেও আইনশৃঙ্খলা খারাপ, কমে গেলেও আইনশৃঙ্খলা খারাপ। আর ইউরোপে বেশি পেলেও আইন-জীবনমান ভালো বলে বেশি এসেছে। আবার কমে গেলেও আইন-জীবনমান ভালো বলে কমে গেছে। সত্যি সেলুকাস! স্ট্যান্ডার্ড কি দুটোই, না আরও আছে?

ধর্ষণের টপ-টেন
(প্রতি লাখ জনসংখ্যায়)

South Africa (১৩২.৪০)
Botswana (৯২.৯০)
Lesotho (৮২.৭০)
Swaziland (৭৭.৫০)
Bermuda (৬৭.৩০)
Sweden (৬৩.৫০)
Suriname (৪৫.২০)
Costa Rica (৩৬.৭০)
Nicaragua (৩১.৬০)
Grenada (৩০.৬০)

একটা দেশে ধর্ষণ সংখ্যা বেশি, এর দুটো অর্থ হতে পারে—

১. আসলেই ধর্ষণ বেড়েছে।

২. আসলে বাড়েনি। সে দেশের মানুষ সচেতন হয়েছে, সামাজিক বাধা কম, তাই তারা আরও ফ্রি-ভাবে ধর্ষণের ঘটনা রিপোর্ট করছে। এজন্য ঘটনা বেশি দেখাচ্ছে।

দুটো অর্থ mutually exclusive, একটা আরেকটাকে বাতিল করে। যেমন ধরেন, সুইডেনে ধর্ষণের হার লক্ষে ৬৩.৫ জন (টপ-ফাইভ)। আরব আমিরাতে লক্ষে ১.৫ জন। সর্বোচ্চ দক্ষিণ আফ্রিকায় লক্ষে ১৩২ জন। এখন হয় আপনাকে বলতে হবে—

১. আসলেই সুইডেনে ধর্ষণ বেশি, আমিরাতে কম হচ্ছে। আসলেই সুইডেনের তুলনায় আমিরাতে আইন-সমাজব্যবস্থা-পরিবার ব্যবস্থা-অবাধ মেলামেশায় বাধা, এগুলো কাজে দিচ্ছে।

২. নয়তো বলতে হবে, সুইডেনে মানুষ বেশি সচেতন, রিপোর্টিং বেশি। আমিরাতে সামাজিক কুসংস্কারের দরুন রিপোর্টিং কম। এখন আপনি ঠিক করুন, আপনি কোনটা বলবেন? এবার সামনে আগান।

রিপোর্টিং

আচ্ছা, ধরে নিলাম, আপনার মতো ২ নম্বরটা। আধুনিক হিসেবে নিজেকে জাহির

করতে আপনাকে অবশ্যই ২ নম্বর মত পোষণ করতে হবে, নইলে আপনি একজন পটেনশিয়াল রেপিস্ট। আপনি এই মতে অটল যে, উন্নত বিশ্বে রিপোর্টিং বেশি। কনজারভেটিভ দেশে (মুসলিম) রিপোর্টিং কম হচ্ছে।

উন্নত বিশ্ব	কনজারভেটিভ দেশ
সুইডেন ২০১৩ সালে Swedish National Council for Crime Prevention (Brå) জানিয়েছিল, **৮০% রেপ কেস রিপোর্ট হয় না।** ২০১৪ সালে আরেকটা সরকারি স্টাডিতে তা কনফার্ম করা হয়েছে।[১] (AMNESTY)	**ইরান** **৮০% কেস রিপোর্ট হয় না।**[২]
ইতালি ২০০৬ ২৫ হাজার নারীর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। তাদের ২৩.৭% যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। **ধর্ষণের ৯১.৪% কেস পুলিশে রিপোর্ট হয়নি।**[৩] (জাতীয়)	**আরব আমিরাত** যৌন নির্যাতনের ৯.৫% ঘটনা রিপোর্ট হয়। **হয় না ৯০.৫%.**[৪]
আমেরিকা ২০১০-২০১৬ সালে **৮০% রেপ ও যৌন হয়রানি রিপোর্ট হয় না।**[৫] (জাতীয়)	**মালয়েশিয়া** ১৫% রিপোর্ট হয়। **৮৫% হয় না।** [৬]
জার্মানি বছরে ৮০০০ রেপ রিপোর্ট হয়, যা মোট ঘটনার ৮%। **৯২% রিপোর্ট হয় না।** European Women's Lobby জানাচ্ছে।[৭] (NGO)	**ইন্দোনেশিয়া** ২৫,২১৩ জন অংশগ্রহণকারীর ৬.৫% ধর্ষণের শিকার হয়েছে। **৯৩% জানিয়েছে, আবারও ভিকটিম হবার ভয়ে রিপোর্ট করেনি।**[৮]

[১] *CASE CLOSED: RAPE AND HUMAN RIGHTS IN THE NORDIC COUNTRIES,* The Danish, Swedish, Finnish and Norwegian sections of AMNESTY INTERNATIONAL, p53

[২] Shirin Jaafari (September 03, 2020). *Iranians share stories of sexual harassment, abuse on* social media. The World from PRX

[৩] ITALIAN NATIONAL STATISTIC INSTITUTE (ISTAT) SURVEY ON VIOLENCE AGAINST WOMEN 2006, UN Secretary General's database on violence against women.

[৪] Peter Hellyer (Jan 29, 2013) *Unreported sex assaults mean a new approach* is needed, The National

[৫] Rachel E. Morgan, Ph.D (October 2018, NCJ 252121), *Criminal Victimization, 2010-2016:* Revised, U.S. Department of Justice

[৬] YouGov Omnibus, *Over a third of Malaysian women have experienced sexual harassment*

[৭] Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Kurzfassung der Untersuchung von Schröttle und Müller, hg. Von Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin 2004, S.19

[৮] Beh Lih Yi (JULY 25, 2016) *Over 90 percent rape cases go unreported in Indonesia:* poll, Reuters

স্পেন **৭০-৮০% রেপ কেস রিপোর্ট হয় না।** কারণ বলা হচ্ছে, সামাজিক কুসংস্কার (social stigma), বিচারকালীন মানসিক আঘাত এবং 'কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না'—এই জাতীয় ভাবনা।[৯] (NGO)	**পাকিস্তান** War Against Rape এবং Aurat Foundation এর মতে, ৪০-৫০% কেস রিপোর্ট হয় না।[১০]
ব্রিটেন ১৬০০ জনের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে এক স্টাডিতে। **৮০%-ই পুলিশকে জানায়নি।** ২৯% কাউকেই জানায়নি।[১১]	**তুরস্ক** বৃটেনের মতে, ৬০-৮০% কেস রিপোর্ট হচ্ছে না।[১২]
ফ্রান্স ফ্রান্সের National Observatory on Crime and Criminal Justice Responses (ONDRP) জানাচ্ছে, ২০১৩-২০১৪ সালের প্যারিসে হওয়া মোট রেপের **১০টার ভিতর ৯টাই রিপোর্ট হয়নি (৯০%)।**[১৩]	
নেদারল্যান্ড ২০১৯ সালের ১ম ৯ মাসে ৩৭% রেপ কেস রিপোর্ট হয়েছে। **৬৩% (প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) রিপোর্ট হয়নি।**	

[৯] GLORIA RODRÍGUEZ (04 MAY 2018). *Expert: Up to 80% of rape crimes go unreported in Spain.* EL PAÍS

[১০] Sarah Zaman, *Women's Access to Justice in Pakistan,* Working Paper submitted to the Committee on Women's Access to Justice, at the 54th CEDAW Session

[১১] Nina Lakhani (12 March 2012). *Unreported rapes:* the silent shame. The Independent

[১২] Country Policy and Information Note (May 2018), *Turkey: Women fearing gender-based violence,* HOME OFFICE UK

[১৩] Pierre Longeray (25 January 2016). *New Study Looks at Rapes in Paris — And Says Nine Out of Ten Go Unreported.* VICE news

তাহলে আমরা দেখলাম যে, রিপোর্ট বেশি বেশি হবার যে দাবি উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে তা ভুল ও অন্ধবিশ্বাস-তাড়িত, **তাদেরও ধর্ষণের উচ্চহার 'Tip of the Iceberg', ৮০-৯০% কেসই সেখানে রিপোর্ট হয় না। উন্নত বিশ্বে রেপ হতেই পারে না, তাদের আইনশৃঙ্খলা ভালো—এটা একটা বিশ্বাস। পরিসংখ্যান সে কথা বলে না। ৮০-৯০% কেস রিপোর্ট না হয়েই সুইডেনের মতো দেশের রেপের হার উচ্চ, ৮০-৯০% রিপোর্ট না হয়েই প্রাচ্যের রক্ষণশীল দেশের রেপের হার নিম্ন।**

রক্ষণশীল দেশগুলোতে না হয় বুঝলাম—ধর্ষিতার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইনশৃংখলার প্রতি অনাস্থা, নারীর প্রতি বৈষম্য, পুরুষতন্ত্র ইত্যাদির কারণে ৮০-৯০% কেস রিপোর্ট হলো না। কিন্তু উন্নত বিশ্বে কী সমস্যা যে, একই হারে রিপোর্ট হচ্ছে না, তাদের তো সামাজিক উদারদৃষ্টি, নারীর প্রতি বৈষম্যহীন ফ্রিমিক্সিং, শক্ত আইনশৃঙ্খলা রয়েছে। তবে কেন? প্রতিটি দেশ তো আলাদাভাবে আনা এখানে সম্ভব না, আমরা আমেরিকার অবস্থা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি।

আমেরিকার ক্রমোন্নতি		
সাল	**অবস্থা**	**কারণ**
১৯৯২-২০০০	**৬৩%** পূর্ণ ধর্ষণ, **৬৫%** ধর্ষণচেষ্টার রিপোর্ট হয়নি।[২৭৭]	ব্যক্তিগত বিষয় ২৩.৩% প্রতিশোধের ভয় ১৬.৩%, পুলিশের অসহযোগিতা ৫.৮%
২০০৭	মাত্র ১৬% রিপোর্ট হয়েছে, **৮৪%** রিপোর্ট হয়নি।[২৭৮]	অন্য কাউকে জানতে দিতে চায়নি, প্রতিশোধের আশংকা, পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাব, বিচারিক প্রক্রিয়া না জানা।
২০১০-২০১৬	**৮০%** রেপ ও যৌন হয়রানি রিপোর্ট হয় না। [২৭৯]	• ২০% মনে করে ধর্ষক প্রতিশোধ নেবে, সমাজ খারাপ ভাববে। • ১৩% মনে করে, পুলিশ আর কী করবে। • ২% ভেবেছে, পুলিশ কিছু করতে পারবে না। • ১৩% মনে করেছে, এটা তো আমার ব্যক্তিগত বিষয়, গোপনই থাক। • ৮% মনে করে, এ আর এমন কি রিপোর্ট করার মতো। • ৭% ধর্ষককে বিপদে ফেলতে চায়নি (পরিচিত কেউ হয়ে থাকবে) • ৩০% কোনো কারণই দেখায়নি।

[২৭৭] Callie Marie Rennison, Ph.D. (August 2002, NCJ 194530) *Rape and Sexual Assault: Reporting to Police and Medical Attention, 1992-2000,* U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs.

[২৭৮] Dean G. Kilpatrick Ph.D. (February 2007). *Drug-facilitated, Incapacitated, and Forcible Rape: A National Study*, National Criminal Justice Reference Service (NCJRS), Office of Justice Programs, USA

[২৭৯] Rachel E. Morgan, Ph.D (October 2018, NCJ 252121), *Criminal Victimization, 2010-2016: Revised,* U.S. Department of Justice

তাহলে ঘুরেফিরে ব্যাপারগুলো একই। এখন, **যদি উন্নত ও রক্ষণশীল উভয় জায়গাতেই ৮০-৯০% রেপ রিপোর্ট না হয়** (সেটা যে কারণেই হোক—স্বাভাবিকভাবে নেবার দরুনই হোক, আর সামাজিক চাপের কারণেই হোক), **তাহলে উন্নত বিশ্বে রেপ এত বেশি আসার কারণ কী?** রিপোর্ট না হবার হার তো একই, বা কাছাকাছিই। **রিপোর্টিং দায়ী না, দায়ী অন্য কিছু।**

১. আসলেই সেখানে রেপ বেশি হচ্ছে, তাই বেশি বেশি আসছে।

২. এখন ২য় যে সম্ভাবনার কথা বলা যায় তা হলো, **কনজারভেটিভ দেশে ধর্ষণের সংজ্ঞা ন্যারো।** স্বামী কর্তৃক ধর্ষণ অপরাধ হিসেবে গণ্য না, ফলে ধর্ষণের সংখ্যা কমে আসে। যেহেতু উন্নত বিশ্বে 'বৈবাহিক ধর্ষণ' অপরাধ বলে স্বীকৃত, তাই এগুলো-সহ বেশি আসছে।

হিসেব মেলে না

আধুনিকতা টিকিয়ে রাখতে এখন আপনাকে বলতে হবে, ২ সত্য। দেখা যাক। এখানে যে সমস্যাটা হয়, অধিকাংশ রিসার্চ হয় সঙ্গী দ্বারা ধর্ষণ (intimate partner violence) নিয়ে। ম্যারাইটাল রেপের ভিতর তারা সাবেক স্বামী ও লিভ-টুগেদার পার্টনার দ্বারা ধর্ষণও নিয়ে আসে। রক্ষণশীল দেশে (বিশেষত মুসলিমদের মাঝে) এসবের জায়গা নেই। তারপরও প্রাক্তন স্বামী দ্বারা ধর্ষণ-সহ, আমেরিকার টোটাল যৌন নির্যাতনের **১০% স্বামী বা প্রাক্তন স্বামী দ্বারা।**[২৮০]

২০০৭ সালের হিসেবটাতে ১৮% আমেরিকান নারী তাদের জীবনে ধর্ষণের শিকার (= ২ কোটি)। ওই বছর মোট রেপকেসের সংখ্যা ৯২,১৬০; এর ১০% স্বামী ও প্রাক্তন স্বামী করেছে (= ৯২১৬)। ধরেন এর পুরোটাই রিপোর্ট হয়নি, চেপে গেছে। দেন বাদ এটুকু, রইল ৮২৯৪৪টি কেস।

৩০ কোটি ১২ লাখ মানুষের মধ্যে ৮২৯৪৪টি ধর্ষণ। বৈবাহিক ধর্ষণ বাদে হার প্রতি লাখে ২৭.৫৩ জন। বৈবাহিক ধর্ষণ ধরে লাখে ৩০.৬ জন।

সুতরাং বৈবাহিক ধর্ষণ বাদ দিলেই যে ধর্ষণসংখ্যা বা ধর্ষণের হার টুপ করে প্রাচ্যের দেশগুলোর মতো, বা শূন্যের কাছাকাছি চলে আসবে তা নয়। বরং বৈবাহিক ধর্ষণ বাদ দিয়ে বা না দিয়ে খুব একটা তারতম্য হয় না।

ইতালিতে ২০০৬ সালে **৯১.৪% কেস পুলিশে রিপোর্ট হয়নি।**[২৮১] শুধু স্বামী বা

---

[২৮০] *Rape in America, 1992,* national victim centre সূত্র : RAINN এবং Tario & Associates

[২৮১] ITALIAN NATIONAL STATISTIC INSTITUTE (ISTAT) SURVEY ON VIOLENCE AGAINST WOMEN 2006, UN Secretary General's database on violence against women.

বয়ফ্রেন্ড দ্বারা রেপ রিপোর্ট হয় না তা না, **non-partner দ্বারা রেপেরও ৯৬%-এরই রিপোর্ট হয়নি।** সুতরাং কেবলমাত্র বৈবাহিক ধর্ষণ-কে গোনা হয়েছে বলে রিপোর্টিং বেশি হয়েছে এটা অগ্রহণযোগ্য।

স্পেশালি আমরা সুইডেনের ব্যাপারটা আলোচনা করব। সুইডেন পশ্চিমা আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত। জীবনমান, আইনের শাসন, নিরাপত্তা, উদারনৈতিকতা, নারী উন্নয়ন, অর্থনীতির সব প্যারামিটারে সুইডেন আধুনিক সমাজের উদাহরণ হিসেবে একটা টার্গেট মডেল (world's most highly developed post-industrial societies)। সেই সুইডেনে এই সহস্রাব্দের শুরু থেকে ধর্ষণের হার উঠে আছে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে—

১. সুইডেনে ধর্ষণের সংজ্ঞা তুলনামূলক প্রশস্ত।

২. সুইডিশ পুলিশের রেপ রেকর্ডের পন্থা ভিন্ন।

৩. criminal justice system-এর প্রতি আস্থা

৪. unreported rape কমিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা

সংজ্ঞা

ধর্ষণের সংজ্ঞা প্রশস্ত। আগে ছিল, সম্মতি ছাড়া নারীর যোনি বা পায়ুতে সঙ্গম করাকে ধর্ষণ ধরা হবে।

- ১৯৬২ সালের দণ্ডবিধিতে 'বৈবাহিক ধর্ষণ'কে ধর্ষণ না, বরং জুলুম (violation) হিসেবে রাখা হয়েছিল।
- ১৯৮৪ সালে সেটা করা হলো জেন্ডার-নিউট্রাল, যার আওতায় পুরুষকে ধর্ষণও আসবে। সামাজিক অপরাধের চেয়ে বরং ব্যক্তির আত্ম-অধিকারের লংঘন প্রাধান্য পেল।
- ২০০৫ সালের আইনে, ধর্ষণ (অসম্মতিতে সহবাস)-কে আরও অন্যান্য অপরাধের সাথে মিলিয়ে এক আইনের অধীনে আনা হলো। সেক্সে জোরাজুরি, নির্ভরশীল হয়ে পড়া কাউকে যৌনতায় ব্যবহার, শিশুদেরকে যৌনকাজে লাগানো, অজাচার, শিশুদেরকে পর্নোগ্রাফিতে ব্যবহার, শিশু পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি। 'যৌন অপরাধ আইনে' শুধু জোরপূর্বক সঙ্গম না; ওরাল সেক্স, আঙুল বা কোনো বস্তু দ্বারা প্রবেশন, এমনকি সম্মতি ছাড়া যৌনস্পর্শকেও আওতায় আনা হয়েছে। মোদ্দা কথা ধর্ষণকে আলাদা না রেখে, সবকিছুকে একসাথে 'যৌন অপরাধ' সংজ্ঞায় আনা হয়েছে। তাহলে রেপ-রেট এর ভিতরে কেন সবকিছুকে আনা হচ্ছে? এর সব তো

আর রেপ না। এ ছাড়া অজ্ঞান ও মাতাল অবস্থায় সঙ্গম তো আছেই। ফলে ২০০৫-এর আগে লাখপ্রতি হার ছিল ২০-এর ঘরে, ২০০৫ থেকে হয়ে গেল ৪১।

- ২০১৮ সালের আইনে বলা হলো : জোর করুক বা না করুক, হুমকি দিক বা না দিক, মনে মনে সম্মতি নেই, এমন সহবাস মানেই ধর্ষণ। ভিকটিমের পক্ষ থেকে শারীরিক প্রতিরোধ থাকা জরুরি না।[২৮২]

তাহলে ২০০৫ এর আগে যখন ধর্ষণের সংজ্ঞা ন্যারো ছিল, তখনকার সময়ে যাওয়া যাক। সেসময় কার কী অবস্থা? সেসময় সুইডেনের ২২-২৯ জন লাখপ্রতি,[২৮৩] আমিরাতের ১.২-১.৩ জন লাখপ্রতি।[২৮৪] তখন ইউরোপ ও প্রাচ্য দু-জায়গারই ধর্ষণের সংজ্ঞা ন্যারো, দু-জায়গারই রিপোর্টিং ৮০-৯০% হয় না (সেটা যে কারণেই হোক)।

The National Council for Crime Prevention, BRÅ-এর মতে, যৌন অপরাধের শিকার যারা হয়েছে, তাদের ১৫% সেটাকে ধর্ষণ বলে স্পেসিফাই করেছে। সে হিসেবে ২০০৬ সালে actual number of rapes ছিল ৩০,০০০; যার মধ্যে ১০% (=৩০০০) পুলিশ রিপোর্টে এসেছে।[২৮৫] মানে লাখে ৩৩ জন।

ইউরোপ আমেরিকার ধর্ষণ আসলেই বেড়েছে, এটা নিয়ে তাদের নিজেদের সমাজবিদরাই চিন্তিত। কিন্তু এদেশীয় ইউরোপীয়রা তা মানতে নারাজ। **ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার বাইরে যে সমাজ নিয়ন্ত্রণ, আইন কাঠামো, পরিবার কাঠামো, রাষ্ট্রচিন্তা থাকতে পারে। সেটা যে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী তরিকার চেয়ে কল্যাণ বেশি দিতে পারে, তা এদের tamed মগজে ধরার না। আধুনিকতা মানে যদি হয় পশ্চিমায়ন, সে আধুনিকতা প্রাচ্যের এবং মুসলিমদের দরকার নেই, সে আধুনিকতা সার্বজনীন না। ইউরোপের নিজস্ব বাস্তবতায় ওকে, আমাদের বাস্তবতায় এই আধুনিকতা কেবলই একটা provincialized আঞ্চলিক ধারণা, যা মানতে আমরা বাধ্য নই।**

পশ্চিম এসব ধারণা ফলিয়ে উন্নত হয়নি। নারীবাদ করে, ধর্মনিরপেক্ষতা করে, সুশাসন করে, ফ্রিমিক্সিং করে আজকের এই জায়গায় আসেনি। তারা এসেছে উপনিবেশ চুষে, এবং সেই পুঁজি বিজ্ঞানে খাটিয়ে। সামরিক শক্তিতে। এই সহজ ইতিহাসটা কেবল নব্য-উপনিবেশের মনস্তাত্ত্বিক নেটিভরা ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করে না।

---

[২৮২] *Sweden approves new law recognising sex without consent as rape,* 24 May 2018, BBC

[২৮৩] Nordic Criminal Statistics 1950–2010, Summary of a report. 8th revised edition, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

[২৮৪] United Arab Emirates - Rape rate, Knoema

[২৮৫] *CASE CLOSED: RAPE AND HUMAN RIGHTS IN THE NORDIC COUNTRIES,* The Danish, Swedish, Finnish and
Norwegian sections of AMNESTY INTERNATIONAL, p53

পরিশিষ্ট ৫ : যৌন চাহিদা মৌলিক চাহিদা কি না

Baumeister and Leary (1995) কোনো একটি চাহিদা 'মৌলিক প্রয়োজন' হিসেবে বিবেচিত হবে কি না—তার কিছু শর্ত দিয়েছেন। দেখা যাক শর্তগুলো।

১. প্রতিকূল অবস্থা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে যা আমাদের প্রভাবিত করে
২. মুড (মেজাজ ও অনুভূতি)-এর উপর প্রভাব ফেলে
৩. সরাসরি সচেতনভাবে ঘটে, টের পাওয়া যায় (direct cognitive processing)
৪. আটকে দেওয়া হলে খারাপ ফল আসে, স্বাস্থ্যগত বা মানিয়ে নেওয়া (adjustment) সংক্রান্ত
৫. চাহিদা পূরণের তাড়না তৈরি করে, বেশি তৃপ্তির জন্য ও উপকরণ প্রাপ্যতার (object substitutability) ভিত্তিতে ধরন বদলাতে পারে
৬. সার্বজনীন, সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
৭. অন্য প্রেষণা থেকে আসা নয়, নিজেই স্বতন্ত্র চাহিদা
৮. অনেকগুলো আচরণকে প্রভাবিত করে
৯. মনের স্বাভাবিক ফাংশনকে অতিক্রম করে ফেলতে পারে (আকল নষ্ট করে দেওয়া, মাথা কাজ না করা)

[১+৮]

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, সেক্স সিম্বল কীভাবে ক্রেতার পণ্য কেনাকে প্রভাবিত করেছে। ঠিক একারণেই বিলবোর্ডে আইসক্রিমের বিজ্ঞাপনে শিশু বা পুরুষের ছবির চেয়ে আইসক্রিম-খাওয়া নারীর ছবি বেশি দেখা যায়। চানাচুর থেকে কলম, মোবাইলের অফার পর্যন্ত নারীদেহের বাঁকানো পোজ, নেশাতুর চাহনি না হলে চলে না। ক্রেতা টানার এক কৌশল নারীর sexual objectification. যৌনকর্ম ছাড়া নানা অযৌন বিষয়েও যৌনচিন্তা প্রভাব ফেলে।

[২+৪+৯]

University of California-র Psychiatry বিভাগের গবেষক Nicole Prause

জানাচ্ছেন *Men's Journal*-কে : আমেরিকায় বিজ্ঞানীদেরকে স্বাস্থ্যের উপর সেক্সের পজিটিভ প্রভাব নিয়ে গবেষণা করতে দেওয়া হয় না।[২৮৬] যার দরুন নিদ্রাহীনতার উপর অর্গাজমের প্রভাব কী, তা নিয়ে গবেষণা আপনার চোখে পড়বে না। ফলে যদিও অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের নিরেট ধারণা আছে যে, সেক্স কীভাবে আমাদের মুডকে প্রভাবিত করে, কিন্তু এর পিছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাকআপ পাওয়া কঠিন।

যৌনতার চাহিদার সাথে সরাসরি যে স্বাস্থ্যগত বিষয়গুলো সম্পর্কিত—

ক. শারীরিক স্বাস্থ্য :

- ডায়বেটিস, হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, স্ট্রোক, গ্যাসের সমস্যা, মনোরোগ—ইত্যাদির অন্যতম এবং বড় কারণ স্ট্রেস (দৈহিক ও মানসিক চাপ বা ধকল)। 'কর্টিসল' নামক হরমোনের মাধ্যমে এই খারাপ প্রভাবগুলো শরীরে পড়ে, যাকে বলে স্ট্রেস হরমোন। নিয়মিত যৌনচাহিদা পূরণ কর্টিসলকে কমিয়ে রাখে (potent stress reliever)। স্ট্রেসে থাকা ১৮৩টি দম্পতির মাঝে পরীক্ষায় এসেছে, সেক্সের পর তাদের লালায় কর্টিসলের পরিমাণ ব্যাপক কমে এসেছে।[২৮৭] যৌন পরিতৃপ্তি স্ট্রেস নেওয়াকে কমায়, স্ট্রেসে দেহের সাড়াকে স্বাস্থ্যকর করে, স্ট্রেস থেকে উত্তরণ ঘটায়। (Ein-Dor and Hirschberger 2012)[২৮৮]
- সেক্স দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ১১২ জন কলেজছাত্রের উপর গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সপ্তাহে ১-২ বার যৌন সঙ্গম করে, তাদের লালাতে এন্টিবডি (IgA) ব্যাপকাকারে বেড়েছে।[২৮৯]
- British Society for Sexual Medicine-এর সাবেক চেয়ারম্যান Dr Geoff

[২৮৬] [s]cientists in the U.S. are not permitted to research the positive effects of sex. She says that is why you don't see studies about the (probably obvious) impact of orgasm on insomnia. So, while all of us likely have solid ideas of what sex does to our mood, we'd be hard-pressed to find scientific back-up. "There is every reason to think that it has lots of positive mood effects and could be helpful, especially for depression, but we don't know that for sure," says Prause. "We haven't demonstrated it." If you have read about sex boosting mood, it is likely not a specific study but an assumption based on the release of hormones that occurs as a result of sexual activity. [Taylor Kubota. *How Sex Affects Mood.* Men's Journal]

[২৮৭] Ditzen, Beate PhD et al, *Intimacy as Related to Cortisol Reactivity and Recovery in Couples Undergoing Psychosocial Stress,* Psychosomatic Medicine: January 2019 - Volume 81 - Issue 1 - p 16-25

[২৮৮] Ein-Dor Tsachi, Hirschberger Gilad. *Sexual Healing: Daily Diary Evidence That Sex Relieves Stress for Men and Women in Satisfying Relationships.* Journal of Social and Personal Relationships. 2012;29(1): 126–139.

[২৮৯] Charnetski CJ, Brennan FX. *Sexual Frequency and Salivary Immunoglobulin A (IgA).* Psychological Reports. 2004;94(3):839-844.

Hackett বলেন : 'An active sex life keeps couples together and makes people live longer.' (যৌনসক্রিয়তা সম্পর্ক ও জীবন দুটোকেই দীর্ঘ করে)

- সাউথ ওয়েলসের এক শহরে ৪৫-৫৯ বছরের ৯১৮ জন পুরুষের উপর ৫ বছরের গবেষণায় এসেছে, যেসব পুরুষ বেশি যৌনসক্রিয় (orgasmic frequency) তাদের মৃত্যুর হার ৫০% কম। [২৯০]
- স্বামীর দ্রুতপতন ও পুরুষত্বহীনতার কারণে যৌন অতৃপ্তি নারীদের হার্ট এটাকের অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর।[২৯১] (major underlying risk factor)
- ৩২০০০ পুরুষের উপর ১৮ বছর গবেষণায় এসেছে : মাসে ২১ বার যাদের অর্গাজম হয়, সেসব পুরুষের প্রোস্টেট ক্যান্সারের রিস্ক ২০% কম।[২৯২]
- একটা সুইডিশ রিসার্চে ৭০-৭৫ বছর বয়স্ক ৩৯২ জন পুরুষের উপর গবেষণায় এসেছে, যৌনসক্রিয়তা থামিয়ে দেওয়া এবং মৃত্যুর মাঝে যথেষ্ট যোগ রয়েছে।[২৯৩]

খুব স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, চাহিদাকে আটকে দিলে cumulative stress বা স্ট্রেস জমে একটা শারীরিক বা মানসিক ফলাফল হিসেবে প্রকাশ পাবে। সুতরাং যৌনচাহিদা পূরণ হতে না পারলে, শারীরিক ক্ষতি হবে না, এটা বলা যায় না। হয়তো দীর্ঘমেয়াদে গিয়ে বোঝা যায়, কিন্তু আয়ু কমে, স্বাস্থ্যহানি ঘটে, মনোরোগ সৃষ্টি করতে পারে, তীব্র হতাশা আসতে পারে যা জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে।

খ. মানসিক স্বাস্থ্য :

- অনেকগুলো ক্লিনিক্যাল রিসার্চে এসেছে, বেশি বেশি স্বাভাবিক সহবাসের সাথে (vaginal intercourse) মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের সংযোগ রয়েছে। সেই সাথে স্বাস্থ্যপ্রদ হার্টের গতি ও মৃত্যুঝুঁকি হ্রাসেরও সম্পর্ক প্রতীয়মান (Brody 2010)।
- ২০০৫ সালে Dr. Gert Holstege (University of Groningen, Netherlands)

---

[২৯০] George Davey Smith (professor of clinical epidemiology), *Sex and death: are they related? Findings from the Caerphilly cohort study,* BMJ 1997;315:1641

[২৯১] Abramov LA. S*exual life and frigidity among women developing acute myocardial infarction.* Psychosom Med 1976;38: 418–25.

[২৯২] American Urological Association (AUA) 2015 Annual Meeting, Conference News, Medscape Medical News.
Nick Mulcahy (May 17, 2015) *Best Evidence Yet!: Ejaculation Reduces Prostate Cancer Risk*

[২৯৩] Persson, *G. Five-Year Mortality in a 70-Year-Old Urban Population in Relation to Psychiatric Diagnosis, Personality, Sexuality and Early Parental Death, Acta Psychiatr. Scand. (1981) 64:244.*

অর্গাজমের সময় নারী-পুরুষের ব্রেনের PET-scan করেন। ভয়ে আমাদের মগজের যে এলাকা কাজ করে (amygdala), সেখানকার কার্যক্রম সাঁই করে কমে (sharp decrease) যায় এসময়। অর্থাৎ আনন্দানুভূতির সাথে সাথে সেক্স ভয় ও উদ্‌বিগ্নতাও কমিয়ে ফেলে।

- আরেকটা স্টাডি এর সাথে মিলিয়ে নিতে পারেন, ঠিক আগের ২৪ ঘণ্টায় যে সেক্স করেছে, সে মানসিক চাপকে মানিয়ে নিতে পারে ভালো, যেমন বক্তৃতার আগে যে নার্ভাসনেস বা ভয় কাজ করে।

সেক্স থেকে ইচ্ছাকৃত নয় এমন কারণে বাধা পেলে (involuntary abstinence), তা মুড-কে বদলে ফেলে। স্ট্রেস থেকে মুক্ত হবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে আটকে দিলে, সে স্ট্রেস জমা হতে থাকে। স্ট্রেসের আচরণগত লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকবে।

মনোবিজ্ঞানী Gordon Gallup-এর একটি রিসার্চ প্রকাশ হয় American Archives of Sexual Behaviour-এ। সেখানে তিনি দেখান রেগুলার যৌনমিলন মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন, বিশেষত তরুণীরা যত দীর্ঘদিন সেক্স থেকে বঞ্চিত থাকে, তত বেশি ডিপ্রেশন অনুভব করে। স্বামী বিদেশে থাকে, এমন যুবতীদের মানসিক রোগ নিয়ে আসার আধিক্য তো আমাদেরকে পড়ানোই হয় ডাক্তারি টেক্সটবুকে। যুবতী বিবাহিত মেয়েলোক মানসিক রোগ নিয়ে এসেছে, জিজ্ঞেস করো স্বামী বিদেশে থাকে নাকি, বা কাছে থাকে কি না, তাহলেই কনফার্ম যে এটা শারীরিক অসুখ না, মানসিক।

কারণটা হলো, যৌনতৃপ্তি আমাদের মগজকে দিয়ে কিছু 'সুখকর' কেমিক্যাল নিঃসরণ ঘটায়।

- ➡ **একটা হলো 'সেরোটোনিন' (happy hormone), যার কাজই মেজাজ ঠিক করে দেওয়া। ডিপ্রেশনের কিছু ওষুধ এভাবে কাজ করে, রক্তে সেরোটোনিন বাড়িয়ে রেখে ডিপ্রেশন কাটায়। মানে সেক্স ডিপ্রেশন কাটাতে ওষুধের মতো কাজ করে।**
- ➡ **আরেকটা কেমিক্যাল হলো 'এন্ডোরফিন', এটা ন্যাচারাল ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে, উদ্‌বেগ কমায় এবং ঘুমকে গভীর করে।**
- ➡ **এবং 'ডোপামিন' ব্রেনের 'রিওয়ার্ড সেন্টার'কে উদ্দীপিত করে। যা সুখকর অনুভূতি এনে দেয়।**
- ➡ **আরও নির্গত হয় 'অক্সিটোসিন', যা নির্ভরতা-আস্থা-বন্ধন-ভালোবাসার অনুভূতি যোগায়। স্ট্রেস দূর করে।**
- ➡ **নির্গত 'ভ্যাসোপ্রেসিন' ঘুম এনে দেয়, নিয়মিত যৌনমিলন নিদ্রাহীনতা দূর করে।**[২৯৪]

---

[২৯৪] মিলনের ফলে প্রচুর অক্সিটোসিন, সেরোটোনিন, ভ্যাসোপ্রেসিন, GABA, এন্ডোরফিন, প্রোল্যাক্টিন - প্রভৃতি হরমোন ক্ষরণ হয়
[Mark Leyner And Billy Goldberg, M.D., *Why Do Men Fall Asleep After Sex?* এর সূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট**]** [Https://Www.Rd.Com/Article/Men-Fall-Asleep-After-Sex/]

তো এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলো হতে না পারলে তার ফলাফল শরীরের জন্য ভালো না খারাপ? যদি তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্যসমস্যা নাও হয়, adjustment সমস্যা হতে তো বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় না। কোনোভাবে যদি এভাবে একটা পরীক্ষা করতে পারেন, যেখানে ভলান্টিয়াররা হস্তমৈথুনও করতে পারবে না দিনের-পর-দিন। তাহলেই প্রমাণ করা যেত যৌনচাহিদা দমনের শারীরিক-মানসিক প্রভাব। এবং এটা যে সম্পূর্ণ শারীরবৃত্তি (physological), তার আরেকটা প্রমাণ হলো : স্বপ্নদোষ। স্বপ্নদোষের মাধ্যমে এই জমে থাকা স্ট্রেস রিলিজ হবার শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের দেহে।

আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যায়, ধরুন স্ত্রীর সাথে আপনি ফোরপ্লে করলেন, বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে পড়ায় মেইনপ্লে করতে পারলেন না। এভাবে ৩/৪-টা চেষ্টা ব্যর্থ হলো পরপর। দেখবেন মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে, কিছু ভালো লাগছে না, কাজে মন বসছে না।

[৩]

যৌন চাহিদা একটা সচেতন প্রক্রিয়া। ব্যক্তি টের পায় যখন তার চাহিদা জাগে।

[৪]

যৌন চাহিদা তাড়না বা প্রেষণা তৈরি করে। চাহিদা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পূরণের উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রাখে। কেউ পতিতালয়ে যায়, কেউ ধর্ষণ করে, কেউ অধিক তৃপ্তির খোঁজে নিজের গলা চেপে শ্বাস আটকে দেয় (sexual asphyxia), কেউ বর্তমান উপকরণকেই কাজে লাগায়—অবিবাহিতের হস্তমৈথুন, কয়েদীদের প্রিজন রেপ বা রাখালদের পশুমৈথুন।

[৫]

যৌনতার আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণা কী পরিমাণ ধোঁয়াশাযুক্ত, আমাদের এই আলোচনায় স্পষ্ট হবে। তাদের কথা হলো, যৌনতার চাহিদা সার্বজনীন না। বিষমকামী, সমকামী, উভকামীর মতো অ-কামীও (Asexual) রয়েছে। এটাও আরেকটি যৌনপরিচয়, তাদের দাবি এরা নাকি দুনিয়ার ১% মানুষ, ৭ কোটি (!)। তো এরা কারা? এরা হলো, যারা নিজেকে Asexual বলে দাবি করে, তারা। তাদের মাঝেও অনেক ভ্যারাইটি আছে। অনেকে—

- **শুধু ভালোবাসা করে, প্রেমে পড়ে।**
- **অন্য মানুষের প্রতি না। শুধু ভালোবাসার মানুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব**

করে।

- ➡ **যৌন উত্তেজিত হয়**
- ➡ **অর্গাজম হয়**
- ➡ **স্বমৈথুনও করে**
- ➡ **বিয়েও করে**
- ➡ **বাচ্চাকাচ্চাও হয়।**[২৯৫]

এরপরও সে Asexual, কেননা সে নিজেকে পরিচয় দেয় Asexual. কী একটা যাচ্ছেতাই অবস্থা। শুধু যৌন আকর্ষণ কম বা অনুভব করে না (little or no) বলেই সে Asexual, এটা কি যৌক্তিক? করে না বলে সারাজীবন করবে না, তাও তারা দাবি করে না। আমরা কি সারাদিনই যৌন আকর্ষণ বোধ করি? সারা সপ্তাহও তো অনেক সময় প্রয়োজন অনুভব করি না। তার মানে তো আমরাও বাকি সময় Asexual. কেবল মুখের দাবির উপর একটা স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া কোনো ধরনের সায়েন্স?

এমনও যদি হয়, Asexual নারী-পুরুষ-শিশু-পশু কিছুর প্রতিই আগ্রহ নেই, কিন্তু যৌন উত্তেজনা আসে, নিজেকে দিয়েই মেটায়; তবু তো সে Asexual না, তার যৌন চাহিদা আছে। আবার কারও ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে লাগে, কারও সারাদিনে একবারও লাগে না, এটা তো হতেই পারে। একেও তো Asexual বলা যায় না। সুতরাং Asexual-দেরও যৌন চাহিদা আছে, হয়তো বিশেষ কিছুর প্রতি নেই, বা সব সময় নেই; কিন্তু আছে।

[৬]

যৌনচাহিদা নিজেই স্বতন্ত্র চাহিদা। পরিবার গঠনের চাহিদার অংশ নয়, বা মানসিক বন্ধনের চাহিদার অংশ নয়। পরিবার গঠন, সন্তান জন্মদান বা মানসিক বন্ধনের চাহিদা বা উদ্দেশ্য ছাড়াই মানুষ যৌন চাহিদা অনুভব করে।

যৌনতা এমন এক চাহিদা, যা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করে দেওয়া যায় না। ক্ষমতায়ন করে, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা নিশ্চিত করে তা ভুলিয়ে দেওয়া যায় না। যৌনতা ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই একটা প্রথম শ্রেণীর মানবীয় প্রয়োজন, স্বতন্ত্র চাহিদা। নির্দিষ্ট সময় পর যেমন ক্ষুধা লাগে, তৃষ্ণা পায়, যৌনতাও তেমন, হতে পারে দীর্ঘমেয়াদী। এটা আলোচনা বা বিবেচনায় না আনলেই তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। **যৌনতাকে বদলে দেওয়া গেলেও তাকে অনুপস্থিত করে দেওয়া যায় না।**

---

[২৯৫] *What does it mean to be asexual?* Medical News Today, Helathline Media UK

গবেষণাপত্র তালিকা

BARNABY DIXSON; Eye-tracking of men's preferences for waist-to-hip ratio and breast size of women, *Archives of Sexual Behaviour,* 2011, Feb;40(1):43-50.

CACIOPPO, J. T. & HAWKLEY, L. C. (2010). Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of behavioral medicine: a publication of the Society of Behavioral Medicine, 40(2), 218–227.

COHEN, MICHAEL A et al. "Auditory recognition memory is inferior to visual recognition memory." Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 106, 14 (2009): 6008-10.

COLLINS, S. A., & MISSING, C. (2003). Vocal and visual attractiveness are related in women. Animal Behaviour, 65(5), 997–1004. (Animal Behaviour and Ecology Group, School of Life and Environmental Sciences, University of Nottingham)

CRAISSATI J et. al.; *Reconviction rates and pro-offending attitudes for child molesters in a complete geographical area of London; Journal of Sexual Aggression.* 2002; 8:22–38.

CULLEN, F., FISHER, B., & TURNER, M., The sexual victimization of college women (NCJ 182369). (2000). Retrieved from the U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.

DHAWAN S, MARSHALL W.; *Sexual abuse histories of sexual offenders. Sex Abuse.* 1996; 8:7–15.

DIXSON, A.F. (2012) Primate Sexuality: Comparative Studies of the Prosimians, Monkeys, Apes and Human Beings (Second Edition). Oxford: Oxford University Press. এর বরাতে Waists, Hips and the Sexy Hourglass Shape; Robert Martin, Ph.D., *Psychology Today.*

ELISABETH DONAHUE, IRWIN GARFINKEL, RON HASKINS, SARA MCLANAHAN, AND RONALD B. MINCY, (October 26, 2010). *Strengthening Fragile Families,* The Brookings Institution.

ELKLIT, A., & KURDAHL, S. (2013). The psychological reactions after witnessing a killing in public in a Danish high school. European journal of psychotraumatology, 4, 10.3402/ejpt.v4i0.19826.

FARRINGTON P.DAVID, *"Implications of Criminal Career Research for the Prevention of Offending,"* Journal of Adolescence 13, (1990): 93-113

Fleming William, Brian Jory, and David L. Burton; *Characteristics of Juvenile Offenders Admitting to Secual Activity with Nonhuman Animals, Society &*

Animals 10:1

GROSS, A. M., WINSLETT, A., ROBERTS, M., & GOHM, C. L. (2006). An Examination of Sexual Violence against College Women. Violence against Women, 12, 288-300.

HILL, C., & SILVA, E. (2005). Drawing the line: Sexual harassment on campus. Retrieved from the American Association of University Women:

HOLZ OLIVER, DE WITTE KRISTOF; The effect of single-sex education on motivation. Evidence of a randomized experiment in secondary education, Gender and Education from Different Angles; 2014; Vol. 22; pp. 125 – 138

HUGHES, SUSAN & DISPENZA, FRANCO. (2004). Ratings of voice attractiveness predict sexual behavior and body configuration. Evolution and Human Behavior. 25. 295-304.

JEYNES H. WILLIAM, *"The Effects of Recent Parental Divorce on Their Children's Sexual Attitudes and Behavior,"* Journal of Divorce and Remarriage 35, (2001): 125.

JILLIAN J.M. et al (Department of Psychology, Neuroscience and Behaviour 2011); Voice Pitch Influences Perceptions of Sexual Infidelity, Evolutionary Psychology, Volume 9(1): 64-78

JOHN C. BALL (1955); *The Deterrence Concept In Criminology And Law; Journal Of Criminal Law And Criminology,* volume 46, issue 3.

KATHLEEN B. RODGERS and HILARY A. ROSE, *"Risk and Resiliency Factors Among Adolescents Who Experience Marital Transitions,"* Journal of Marriage and Family 64, (2002): 1028-1029.

KONKLE, TALIA et al. "Conceptual distinctiveness supports detailed visual long-term memory for real-world objects." Journal of experimental psychology. General vol. 139, 3 (2010): 558-78.

KPOSOWA AJ, *Divorce and suicide risk,* Journal of Epidemiology & Community Health 2003;57:993

KPOSOWA AJ, *Marital status and suicide in the National Longitudinal Mortality Study,* Journal of Epidemiology & Community Health 2000;54:254-261.

MACLEAN PD. Cerebral evolution of emotion. In: Lewis M, Haviland JM (eds). Handbook of Emotions. New York, Guilford, 1993, 66-67

MELISSA FARLEY, Risks of Prostitution: When the Person Is the Product, Journal of the Association for Consumer Research, Volume 3, Number 1 | January 2018

MORRIS, P., WHITE, J., MORRISON, E., & FISHER, K. (2013). High heels as supernormal stimuli: How wearing high heels affects judgements of female attractiveness. Evolution and Human Behavior, 34, 176-181.

NAGIN S. DANIEL (2013), Deterrence in the Twenty-First Century, *Crime and Justice;* Volume 42, Number 1.

NORA D.VOLKOW, MARISELA MORALES. *The Brain on Drugs: From Reward to Addiction,* [National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892, USA] *Cell* (Volume 162, Issue 4, 13 August 2015, Pages 712-725)

O'CONNOR, JILLIAN J M et al. "Voice pitch influences perceptions of sexual infidelity." Evolutionary psychology: an international journal of evolutionary approaches to psychology and behavior vol. 9,1 64-78. 28 Feb. 2011

OSBORNE C., MANNING W.D., AND STOCK P.J. 2007. *Married and cohabiting parents' relationship stability: A focus on race and ethnicity.* Journal of Marriage and Family 69: 1345–66

PATRICIA L. McCALL and KENNETH C. LAND, *Trends in White Male Adolescent, Young-Adult, and Elderly Suicide: Are There Common Underlying Structural Factors?* Social Science Research 23, (1994): 57-81.

PETER JORDAN (1989) *The Effects of Marital Separation on Men,* Journal of Divorce, 12:1, 57-82

PLATEK, S. M & SPICER, K. R.,. (2010). Curvaceous Female Bodies Activate Neural Reward Centers In Men. Communicative & Integrative Biology, 3(3), 282–283.

PLATEK, STEVEN M, AND DEVENDRA SINGH. "Optimal Waist-To-Hip Ratios In Women Activate Neural Reward Centers In Men." PLOS ONE Vol. 5, 2 E9042. 5 Feb. 2010

RANGANATHAN VK et al; From mental power to muscle power--gaining strength by using the mind; Neuropsychologia, 2004;42(7):944-56

REBECA A. MARÍN et.al., *Infidelity and Behavioral Couple Therapy: Relationship Outcomes Over 5 Years Following Therapy,* Couple and Family Psychology: Research and Practice 2014, Vol. 3, No. 1, 1–12 © American Psychological Association

RHOADES K. GALENA et al, *"Parents' Marital Status, Conflict, and Role Modeling: Links with Adult Romantic Relationship Quality,"* Journal Of Divorce & Remarriage 53, no. 5 (2012): 348, 358.

RICHARD J. CEBULA and TATYANA V. ZELENSKAYA, *"Determinants of Youth Suicide: A Friendly Comment with Suggestions,"* American Journal of Economics and Sociology 65, no. 4 (2006): 996.

RONALD L. AKERS (1990); *Rational Choice, Deterrence, and Social Learning Theory in Criminology: The Path Not Taken; Journal of Criminal Law and Criminology;* Volume 81, issue 3

STIRPE T. et. al.; Sexual offenders' state-of-mind regarding childhood attachment: a controlled investigation; *Sex Abuse.* 2006 Jul; 18(3):289-302.

SUSAN M. HUGHES et. al. Ratings of voice attractiveness predict sexual behavior and body configuration. *Evolution and Human Behavior:* Volume 25, Issue 5, September 2004, Pages 295-304

TIMOTHY F. BRADY et al. "Visual long-term memory has a massive storage capacity for object details." Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 105, 38 (2008): 14325-9.

WILLIAM J. RUTH; Freudian Sexual Symbolism: Theoretical Considerations and an Empirical Test in Advertising; *Psychological Reports,* Volume 64 Issue 3_ suppl, June 1989

SAMPSON J. ROBERT, *"Crime in Cities: The Effects of Formal and Informal Social Control,"* Communities and Crime 8, Crime and Justice, ed. Albert J. Reiss and Michael Tonry (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1987), 271-311.

ZUCKERMAN (Department of Psychology, University of Rochester, New York) et al; *Cross-channel effects of vocal and physical attractiveness and their implications for interpersonal perception; Journal of Personality and Social Psychology,* 1991 Apr;60(4):545-54.

ZUCKERMAN, M., HODGINS, H., & MIYAKE, K. (1990). *The vocal attractiveness stereotype: Replication and elaboration. Journal of Nonverbal Behavior;* volume 14, pages 97–112(1990)